অশ্বত্থামা-বিজয়

কাব্য

শ্রীরাজনাথ গুহনিয়োগী
প্রণীত

কলিকাতা

৫ নং রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর
"বিশ্বকোষ-প্রেসে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩১২

কোচবিহারের শ্রেষ্ঠতম সচিব

পূজ্যপাদ—

শ্রীল শ্রীযুক্ত কালিকাদাস দত্ত রায় বাহাদুর,

সি, আই, ই

মহোদয়ের

শ্রীকরকমলে

দেব !

সরস কুসুমচয় উদ্যান-ভূষণ,
যার প্রিয়-পরিমল
শান্তি সিঞ্চে অবিরল,
মুগ্ধ করে মন,
কোথা পাব দীন আমি প্রসূন এমন ?

কি দিয়ে গাঁথিব তবে কুসুমের হার ?
ভাবসূত্র সূক্ষ্মতম,
সম্বল নাহিক মম ;
তাহাতে আবার—
নহি শিল্পী, বৃথা সেই প্রয়াস আমার।
পরিহরি সে বাসনা প্রবেশি কানন,
বহা'য়ে মাথার ঘাম
আ-চরণ অবিরাম
করিনু চয়ন,
নগণ্য প্রসূন ক'টী বন-আভরণ।
উপেক্ষি শ্বাপদবৃন্দ দুর্নিবার ফণী,
কণ্টক আঘাতে অহো !
সর্ব্বাঙ্গে বহিল লোহ,
ছিঁড়িল ধমনী,
নাহিক আহার নিদ্রা দিবস রজনী।
অতি ক্লেশে তুলি এই বন-পুষ্পাবলী,
পুনঃ তাহা বাছি বাছি
ভরিয়া এনেছি সাজি
অর্পিতে অঞ্জলি ;
আদৃত হবে কি দেব, দীনের এ বলি ?

এ ফুলেও পরিমল ধরে মনোহর,
উল্লাসে বিভোর হিয়ে
এ মধুও ভৃঙ্গ পিয়ে,
ধায় নিরন্তর—
মরুত মাখিয়া গাত্রে দিগ্‌দিগন্তর।
যে কণ্ঠে ধরেন হরি কৌস্তুভ-রতন,
সে কণ্ঠে কি ব্রজবালা
পরা'ত না বনমালা,
ব্রজ-শিশুগণ ?
তোষে না কি চন্দ্র বিনা নক্ষত্রে গগন ?
সম্পূজিত পারিজাতে দেব পুরন্দর,
পূজিয়ে নগণ্যফুলে
সেই দেব আখণ্ডলে
সিদ্ধকাম নর।
অযত্ন কি করে কড়ি কভু রত্নাকর ?
তাই দেব ! স্নেহ তব করিয়া স্মরণ,
প্রীতিভরে তব করে করিনু অর্পণ।

অশ্বত্থামা-বিজয়

(কাব্য)

প্রথম সর্গ

শারদ গগনে শোভে শশাঙ্ক যেমতি
পূর্ণিমায়, তারাদলে করি ক্ষীণপ্রভ,
কিম্বা চন্দ্রকান্ত মণি মুকুতার মালে,
অথবা হীরক সাজে হৈমহারে যথা ;
তেমতি ভারত গলে রত্ন নিরুপম
হস্তিনা, প্রতিভা-ম্লান অন্য রাজ্য যত।
ধবল অচল যেন সিত সৌধাবলী,
বৈজয়ন্তপুর-স্পর্দ্ধী। ওই যে শোভিছে
কনক রজত আর স্ফটিক মর্ম্মরে,
বিগঠিত স্তম্ভশ্রেণী নেত্র মন মোহি।
মণিমরকত জালে কৌশলে মণ্ডিত
শিরোদেশ, মৌলি যেন বীরেন্দ্র মস্তকে

ঝলমলে, বৈজয়ন্তী বিরাজিত তাহে

সুন্দর সুবর্ণ দণ্ডে, ঝলে মুক্তামালা

ঝক ঝকি সৌর করে, রুচির ঝালরে।

মল্লাগার, শস্ত্রশালা, বাণ-বিদ্যালয়,

অগণ্য চতুর শ্রেণী, অগণ্য মন্দুরা,

সভাগৃহ, নাট্যশালা, বিচারভবন

মন্ত্রণা-মন্দির, চারু বিরাম আবাস,

সুন্দর শয়ন কক্ষ বাসব-বাঞ্ছিত।

কোন কক্ষ সুবিচিত্র মখ্‌মল মণ্ডিত,

জরীতে জড়িত কোথা, শোভে কোন স্থলে

দন্তিদন্তবিনির্ম্মিত পরিপাটী পাটী,

মুকুতা হীরক পার্শ্বে সাজে পুষ্পাকারে।

না জ্বলে প্রদীপ হেথা অনল সংযোগে

প্রতিগৃহে মাণিকের নিরমল বিভা।

শত সহোদর শত রমণীয় গৃহ,

শত ইন্দ্রপুরী যেন শোভে মর্ত্ত্যলোকে।

অপত্য অমাত্য বন্ধু বান্ধব স্বজন—

সুরম্য ভবনশ্রেণী, কিন্তু দৈববশে -

প্রাণশূন্য, বিষাদের কালিমাজড়িত।

নগরী চরণ-চুম্বী রাজবর্ত্মাবলী,

পরিত মানব মালা লহরে লহরে

গলদেশে, হায় এবে ছিন্ন সে মালিকা।

কদাচিৎ দু চারিটী ধায় ম্লান মুখে,
ভাসি যায় বাসিফুল চল জলে যথা। [৩
কালের কঠোর ক্রোড়ে নিদ্রা অভিভূত
এ পুর সুষমারাশি কার অভিশাপে।
নগর পশ্চিমভাগে নানারত্নে ভরা
বিপণি, হৃদয় খুলি আছে দাঁড়াইয়া;
কিন্তু সে শোভায় যেন কি গরল মাখা;
নয়ন ফিরিয়া আসে চাহিতে সেদিকে।
দক্ষিণে তোরণ উচ্চ ধনুর্ব্বাণ করে—
দাড়াইয়া দৌবারিক মলিন বদনে,
শূন্যমনে নভঃপানে পুত্তলী যেমতি,
আছে চাহি, নেত্রযুগে শুষ্ক অশ্রুরেখা।
উগারিছে নাশাপুট থাকিয়া থাকিয়া,
দারুণ হুতাশ ভরা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস।
পূর্ব্বদিক সুপ্রশস্ত উপবন শোভী,
সাজে তাহে তরুরাজি কোথা চক্রাকারে,
অর্দ্ধ চক্রাকার কোথা, কোথা সারি সারি;—
বকুল পারুল বক অশোক চম্পক,
তপস্বী ঝাসনা ঘন পত্র বিজড়িত
তাপস পাদপাবলী, হিন্তাল, তমাল—
ভাগ্যধর, মাধবের প্রিয়তম তরু।
শ্যামল মুকুট যেন প্রকৃতির শিরে—

নাগকেশরের বৃক্ষ, রুদ্রাক্ষ, কিংশুক,
৪] মুচুকুন্দ, ধাত্রী, জয়া দেবদারু আদি।
প্রতি তরু পাদমূল গ্রথিত প্রস্তরে।
সমান সমান শির শুষ্কপত্রচয়,
শুষ্কশাখা কোন স্থলে না হয় লক্ষিত।
পেয়ারা দাড়িম্ব দ্রাক্ষা আম্র পনসাদি
সুধাময় ফল বৃক্ষ সাজে একপাশে।
কনকপিঞ্জরে পাখী দোলে ডালে ডালে
মোহি শ্রুতি, মুখে বুলী শিব রাম কাশী।
অন্য পাশে মনোরম কুসুমবাটিকা,
চামেলী রজনীগন্ধা যূথিকা মালতী,
গোলাপ বিবিধ বর্ণ সতী সূর্য্যমুখী,
বেলি গন্ধরাজ আদি নানা তরু তাহে;
কিন্তু আভরণহীন বহুবৃক্ষ এবে
হেমন্তে, যেনরে হেরি হস্তিনার দশা
ফুল আভরণ যত, ফেলেছে খুলিয়া।
স্থানান্তরে কি সুন্দর ব্রততীর শ্রেণী,
সুরভি প্রসূন রাজি কিন্তু কে নিয়াছে
অঙ্গ হ'তে কাড়ি, আহা ব্যথা দিয়ে প্রাণে!
স্থানে স্থানে অভিরাম স্বর্ণাসন পাতা
স্ফটিক রজতাসন, কুশাসন আদি,
তাপসকুলের প্রিয় অজিন কোথা বা।

শোভে কোথা পুষ্করিণী সোপান-মণ্ডিত—
নির্ম্মল সলিল রক্ষা, প্রস্ফুটিত তাহে
কোকনদ, কুবলয়, শ্বেত পদ্ম কত ;
বিতরিয়া পরিমল সস্মিত আননে।
খেলে সে সাঁতার জলে রাজহংস পাঁতি
সারস বরট বক প্রণয়িনী সহ।

সমঙ্কিত অতীতের স্মৃতি মূর্ত্তিমতী,
উদ্যানের স্থানে স্থানে, প্রস্তর প্রাকারে—
দুষ্মন্ত, যযাতি, নল চন্দ্রকুলরবি
মান্ধাতা দিলীপ রাম সূর্য্যবংশচূড়া ;
মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি বশিষ্ঠাদি ঋষি
ভক্তকুলশিরোমণি ধ্রুব প্রহ্লাদাদি।
কিন্তু হায় জুড়াইতে নিরখি যেদিকে
বিষাদের বিষ মাখা সেই দিক্ দেখি।
সুকলে বিহগকুল নাহি গায় শাখে,
কভু কভু আর্ত্তকণ্ঠে উঠয় চিৎকারি,
এ হস্তিনা তরুবাসী, মজি অবসাদে।
নৈরাশ্যে করিছে খা খা এ মর্ত্ত্য নন্দন
কালবশে, প্রাণহীন সকলি যে নরে!
পিঞ্জর পড়িয়া আছে পলায়েছে পাখী,
সকলি তমসাচ্ছন্ন, নিবেছে দেউটী।
পুর রমণীর যত হাহাকার রবে,

কাতর ক্রন্দনে অহো পাষাণ দ্রবিছে।
৬] নীরবে কাঁদিছে তরু শিশিরাশ্রুপাতে।
  উপবিষ্ট এ উদ্যানে হস্তিনার রাণী,
শোকদগ্ধ ভানুমতী মুক্ত কচরাজি,
আত্মহারা পুত্রশোকে নেত্রে জলধারা,
ধূলিধূসরিত বপুঃ রুধির ললাটে।
আকুল সপত্নীকুল উভয় পারশে
সমাসীন, দাসীবৃন্দ দাঁড়ায়ে পশ্চাতে
সম্মুখে অজিনাসনে দ্বৈপায়ন ঋষি
উপবিষ্ট, স্থিরনেত্র অচল অটল।
কহিলা নিঃশ্বাস ছাড়ি চাহি তপোধনে
কুরুরাণী,—"কোন্ পাপে কার অভিশাপে,
এ কুল নির্ম্মূল প্রায় কিবা কর্ম্মবশে!
শাশুড়ী গান্ধারীদেবী, শতপুত্র-মাতা
তব বরে, ধনুর্দ্ধর, শৌর্য্য-সমন্বিত
আহবে বাসব রূপে—অমৃত-দীধিতি-
প্রতিজন, ধর্ম্মনিষ্ঠ যোগী ন্যায়রত,
দীনে দয়াবান সদা, গুরুজনসেবী,
সরল বিনয়ী দান্ত সুমধুরভাষী,
ইন্দ্রিয়বিজয়ী, প্রজারঞ্জনতৎপর,
সত্যবাদী, কহ দেব শুনি তব মুখে;
যে কথা স্মরিতে বক্ষ যায় বিদরিয়া।

কেন এ নক্ষত্ররাজি অর্দ্ধ নিশাযোগে
মিশিল গগনগাত্রে, জ্বলিছে একটী
হীনপ্রভ, বিড়ম্বনা কেন হেন ভালে?”
কহিলা বাদরায়ণ ও মুখ নিরখি,—
“এ মম হৃদয় মাঝে বাজে শেল সম—
ভানুমতি, প্রতিকূল বিধাতা এ কুলে!
ঘোর দুষ্কৃতির বশে কহিনু তোমারে।
স্বামী কি দেবর তব গুণবিভূষিত—
অনন্ত, পাণ্ডবদ্বেষী কিন্তু চিরদিন।
কৃষ্ণার দুর্গতি সতি একবার স্মর!
স্মর জতুগৃহ-দাহ, নানা কুকৌশলে—
পাণ্ডব নিধন ইচ্ছা; লাঞ্ছি জানকীরে
সবংশে লঙ্কেশধ্বংস ভাবি দেখ মনে।
এ বিপুল সাম্রাজ্যে কি গ্রাম পঞ্চখানি
হ’লনা পাণ্ডব ভাগ্যে? কি অদ্ভুত কথা!”
উত্তরিলা ভানুমতী সমাকুল শোকে,—
“প্রবোধ না মানে মম অবোধ পরাণ
ঋষিবর! তব বাক্য মন্দাকিনী জলে
না হইল নির্ব্বাপিত শোকানল মম।
প্রাণের পুতলি পুত্র লক্ষ্মণ সুমতি,
জীবনসর্ব্বস্ব ধন নয়নের মণি,
কোন দোষে দোষী নহে কাহার গোচরে

সরল সুশান্ত হিংসাদ্বেষবিবর্জ্জিত ;
৮] কোন পাপে সে আমার জীবন হারা'ল
অকালে ? সুমেরু চূড়া পড়িল ভাঙ্গিয়া
হ'ল উন্মূলিত মম অশোক বিটপী !!
অনুক্ষণ অভিমন্যু সুভদ্রা-কুমার—
প্রবেশিত অন্তঃপুরে, নেত্র বিনোদন
বসিত নিকটে হাসি কহিত কত কি,
আমরাও কত কথা কহিতাম তারে
করিতাম ক্রোড়ে কভু মনের উল্লাসে ;
যেমন লক্ষ্মণ মোর সেও যে তেমনি
কথায় কথায় যবে উত্তরার কথা
উঠিত, লজ্জায় নত হ'ত মুখ খানি
ঈষৎ হাসির রেখা ভাসিত অধরে।
লক্ষ্মণ যেমন মোর সুকোমল বপুঃ
তাহারো তেমতি দেহ, নিদারুণ বিধি
নাশিল কমলে কিরে কমল আঘাতে !
অশ্বিনী-কুমার যেন মর্ত্ত্যে ভাই দুটী
নিরন্তর গলাগলি প্রাণে প্রাণমাখা;
বিহরিত বিচরিত সর্ব্বত্র অবাধে,
কে জানেরে পরিণাম হেন শোকাবহ !
হায় যারে ভাবিলাম স্বর্ণ শতদল
কে জানে হইবে ভাগ্যে বিষধর ফণা ?

কে জানে কুসুমদলে সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা ?
কে জানে অমৃত-ফল বিষপ্রপূরিত ?
আমার লক্ষ্মণসহ এত প্রেমপ্রীতি
পার্থ নন্দনের, হায় সেকি মায়াজাল ?
বিনাশিতে প্রাণাধিক বিহঙ্গে আমার
পশিল কি ব্যাধরূপে এ হস্তিনাপুরে
অভিমন্যু ? বংশীধ্বনি নিষাদ কাননে
করে যবে, মৃগযূথ আত্মহারা তবে—
আনন্দে শুনি সে রব ; কিন্তু পরক্ষণে
হারায় পরাণ যথা পড়ি দুর্ব্বিপাকে ;
হারাল জীবন মম লক্ষ্মণ তেমতি।
ঋষিবর, অল্পমতি নারী অভাগিনী !
কি আর জানাবে তব ও চরণযুগে।
কার যেন পুত্রধনে মাতৃ বক্ষ হ'তে
সবলে ধরিয়া আনি মারিনু আছাড়ি,
পূর্ব্বজন্মে, তাই হেন দুঃখ এ ললাটে।
যে হরিল নয়নের মণিটী আমার,
প্রাণ হ'তে প্রিয়নিধি যে নিল কাড়িয়া
দেখাইয়া দেও সেই কৃতান্তের গৃহ,
ধরি তার পদযুগে, নয়ন আসারে
আর্দ্র করি বক্ষ তার, ভিক্ষা দেহ বলি
অঞ্চলের ধন মম প্রাণের লক্ষ্মণে

মেগে লই, হবে দয়া সে কঠিন হৃদে।

১০] আচার্য্যের চক্রব্যূহে অভিমন্যু যবে
দৈববলে বলী, রত বিনাশ সাধনে
অগণ্য কৌরব-সৈন্য ; দ্রোণ কর্ণ আদি
সপ্তরথী পুনঃ পুনঃ পরাঙ্মুখ রণে
যার শরজালে, রাজা কি অভীষ্ট লাভে,—
কি সাহসে কোন প্রাণে প্রেরিলা তনয়ে
সে কাল সমরে? কিছু না পারি বুঝিতে।
অর্পিলা কুরঙ্গ শিশু শার্দ্দূলের মুখে।
ডুবিলা শোকাব্ধিজলে ডুবাইলা মোরে।
সমরপণ্ডিত যাঁরা পৃথিবীবিজয়ী,
তা সবে পরাস্ত হেরি কে পাঠায় রণে
বালক কোমল বপুঃ আপন আত্মজে?
আজন্মলালিত সুখে; জলধির জলে
কে করে নিক্ষেপ হায় অমূল্য রতনে?
শুনিনু এ পুরে মোর দূতগণ মুখে
অভিমন্যু নবাম্বুদে, গভীর নির্ঘোষ—
কোদণ্ড টঙ্কার; ঘন চমকে চপলা,—
মৌর্ব্বী সঞ্চালনে, ঝঞ্ঝা বহে ঘন শ্বাসে;
অবিশ্রান্ত ঝরে বৃষ্টি বজ্ররূপী শরে।
ছুটিল সে শর যবে সমর প্রাঙ্গণে,
অজস্র কৌরবসৈন্য লক্ষি ভীম বেগে

কাহার শকতি আর তিষ্ঠে সেই স্থলে?
অশ্বারোহী গজারোহী সারথি পদাতি
কত যে পড়িল আর নাহি লেখা জোখা।
বহিল শোণিতনদী প্রবল গতিতে।
সে ঘোর শঙ্কট স্থলে পিতৃ-আজ্ঞাবশে,
পশিল লক্ষ্মণ মোর মাতি রণমদে,
সিংহের নিকটে অহো করভ যেমতি।
প্রাণ পণে ক্ষত্রধর্ম্ম পালি অবশেষে,
হারাইল প্রাণ বাছা অনাথের মত।
জ্বালায়ে এ মম বক্ষে শোকের কৃশানু।
কহিতে কহিতে রাজ্ঞী পড়িলা ভূতলে
হারায়ে চেতনা, সবে উঠাইল ধরি—
শোকার্ত্তা সপত্নীচয় শোকার্ত্তা কিঙ্করী।
রমণীকুলের নেত্র তপ্ত করি ধারা
চলিল বহিয়া বক্ষ, চলে নদী যথা
উত্তপ্ত-সলিল-বক্ষ, গিরিমূল বহি।
সংজ্ঞা লভি পুনঃ রাণী কহিলা কাতরে,—
"ঋষিবর তব পদে এই ভিক্ষা মম!
দেহ বাঁচাইয়া মম দুঃখিনীর ধনে
যোগবলে, সাধ্যাতীত নহে তব কিছু।
প্রাণের লক্ষ্মণে যদি পাই ক্রোড়ে পুনঃ,
যাই চলি পরিহরি এখনি এ গৃহ।

না চাই এ দাস দাসী মিত্র বন্ধুজনে,
ঐহিক সুখের দ্রব্য ধন রত্ন আদি,
ইন্দ্রের অমরাবতী সম রাজপুরী,
নন্দন সদৃশ এই উদ্যান সুচারু।
মেগে খাব দ্বারে দ্বারে লইয়ে নন্দনে
ভিখারিণী বেশে, কেহ নারিবে চিনিতে।
প্রাণবধূ লীলা মম রবে সাথে সাথে।
কিম্বা কোন তাপসের আশ্রমে রহিব,
ধর্ম্মকার্য্য অনুষ্ঠানে ধর্ম্ম আলাপনে।
আনিবে লক্ষ্মণ ফল দূর বন হ'তে
মিটাইব সেই ফলে ক্ষুৎপিপাসা সবে।
রহুন রাজত্ব সুখে মত্ত নরপতি
হ'য়ে পার রণসিন্ধু ভবের প্রসাদে।
করুন শ্রবণ সদা মর্ম্মভেদী ধ্বনি—
পতিহীনা রমণীর এ হস্তিনাপুরে।
শুনিয়াছি অভিমন্যু হয়েছে নিহত
কৌরব কুটিল চক্রে অন্যায় আহবে;
আচার্য্যের চক্রব্যূহে অহো অসহায়ে।
স্মরি তার মুখচন্দ্র স্মরিয়ে প্রকৃতি
যে করে প্রাণের মাঝে জানেন বিধাতা;
সেকি গো বধিতে পারে আমার লক্ষ্মণে?
কি যেন দুর্জ্জেয় চক্র আছে এর মূলে।

আর এক নিবেদন ও পদরাজীবে,
শুনিলাম অশ্বত্থামা কৃপ ভোজপতি, [১৩
বীরত্রয় রণক্ষেত্র পরিহার করি,
পাণ্ডব পাঞ্চাল ভয়ে পলায়িত এবে।
কি ভাবে আছেন কোথা কুরু নরপতি,
কহ এ দাসীরে দেব, পরাণের পাশে,
কে যেন দাঁড়ায়ে মোর কহিছে গভীরে,
সুরজয়ী যোধদল যে কাল সমরে
হইল নিঃশেষ প্রায়, এত ভ্রান্তি তোর
ভানুমতি! তাহে পতিজীবনবাসনা?
নিকট বৈধব্য তোর বিধাতার লিপি।
দহে যবে বনভূমি দাবানলতাপে
অব্যাহত রহে কিগো তাহে বনস্পতি?"
এতেক কহিয়া রাণী কাঁদিলা নীরবে
কাঁদিল সপত্নীচয় দাসীকুল যত।
কহিলা বাদরায়ণ মৃদুমন্দ ভাষে—
"ভানুমতি, বীরপত্নী বীরের জননী!
তুমি, হেন কাতরতা না সাজে তোমাতে,
দুঃখ সুখ মানবের পূর্ব্বকর্ম্মফলে।
কে কার তনয় বল কে কার জননী?
কেবা পিতা, কেবা পতি, পত্নী প্রিয়তমা?
কেহ নয় কারো সাধ্বি, এ ভবমণ্ডলে!

সকলি মায়ার খেলা, পরিণাম ভুলি
১৪] আমার আমার সদা নিরয়ের হেতু।
করম লঙ্ঘিতে শক্তি কার ধরাতলে?
সংগ্রামে জীবন ত্যজি বীর পুত্র তব
গিয়াছে অমরপুরে, ক্ষত্রিয়বাসনা।
নির্দ্দোষ তনয় তব জানি ভানুমতি!
কিন্তু এক কথা ভাবি দেখ মনে মনে,
বাঁচে কি সে মৃগ কভু বন দগ্ধকালে
নির্দ্দোষ? সংসর্গবশে সকলি সম্ভবে।
কর্ম্ম উপেক্ষিয়া যদি যোগবলে শুধু
প্রাণদান সম্ভবিত তবে কেন বল,
যোগীন্দ্র গোবিন্দ তাহে আছেন বিরত?
তাহ'লে কি তাঁর সেই সুভদ্রা সোদরা
হয়ে রহে আত্মহারা দিবস রজনী।
যদিও নয়নে তার অশ্রু নাহি ঝরে
বীরপত্নী, কিন্তু চিত্ত শ্মশান সদৃশ
পুত্রশোকে, আত্মহারা বিরাটতনয়া
নব স্ফুট স্বর্ণপদ্ম পতির বিয়োগে।
যুদ্ধ অবসানে আজি কুরুনরপতি
রণশ্রান্তি নিবারণে, দ্বৈপায়ন হ্রদে
করিছেন অবস্থান, স্তম্ভি বারিরাশি
যোগবলে, ক্ষুণ্ণ মনে বিষণ্ণ বদনে।

সমর-কোবিদ যত কৌরব সেনানী,
অশ্ব, গজ, রথ, অস্ত্র, শস্ত্র শরাসন
বিনষ্ট. কালের চক্রে নহে বিচলিত
তবু সে হৃদয় রাজ্ঞি, সে চিত্ত বিবরে!—
নাহিক ভীতির স্থান, সমুন্নত সদা।
কিন্তু জাগি অতীতের নিদারুণ স্মৃতি
মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণায় দহিছে সে হিয়া।”
কাতরে কহিলা রাজ্ঞী—“অতীতের স্মৃতি
শুধু আজি নহে দেব বহুদিন হ’তে,
দহিছে রাজার চিত্ত জানি তা বিশেষে।
পাঞ্চালীর অপমান, পাণ্ডব নিগ্রহ
স্মরিয়া পরাণ তাঁর বিকল সর্ব্বদা।
সে চিত্ত পবিত্র অতি; কুসঙ্গের বশে
হয়েছিল কলুষিত, জানেন আপনি।”
কহিলেন ব্যাস ঋষি,—“প্রজ্ঞাবতী তুমি—
ভানুমতি, ন্যায় বাক্য শুনি তব মুখে!—
হইলাম প্রীত অতি, শোক দুঃখ যত
ভাসি যায় ক্রমে কাল প্রখর প্রবাহে।
হবে কালে মন্দীভূত পুত্র-শোকানল
তোমার, ধৈরয ধর চাহি ভদ্রা পানে।
এত কহি তপোধন চঞ্চল চরণে
চলিলা উদ্যান হ’তে, আবার কহিলা

যাব যথা ধৃতরাষ্ট্র, সুবল নন্দিনী
১৬]　গান্ধারী, আসিব পুনঃ গৃহে যাও সবে।

দ্বিতীয় সর্গ

পুত্রশোকানল ঢাকি ধৈরয অঞ্চলে,
স্বামীর জীবন তরে পাগলিনী সম
কুরুরাণী; যারে দেখে জিজ্ঞাসে তাহারে
আছেন কি ভাবে কোথা কুরুনরপতি।
কভু কুহকিনী আশা বাঁধে আনি কূলে
ভগ্নতরী; সাগরের সুগভীর জলে
নিরাশা ডুবায় কভু জনমের মত।
কহিলা আপন মনে ঋষিবর মুখে—
এই ত শুনিনু রাজা লুক্কায়িত নীরে;
এখনো জীবিত সেই বীরকুলোত্তম
অশ্বত্থামা কৃপাচার্য্য ভোজপুরপতি।
সবে মিলি গিয়ে সেই পাণ্ডব-শিবিরে
করেন প্রস্তাব যদি সন্ধির লাগিয়া,

সুফল ফলিতে পারে হেন লয় চিত্তে।
নরপতি যুধিষ্ঠির দয়ার জলধি [১৭
দয়ার সাগর কৃষ্ণ যদুকুল পতি।
কিন্তু প্রাণেশ্বর মম, কেশব বচনে—
উপেক্ষিলা একবার, আবার তাহাতে
সম্মত হবেন বলি না হয় ধারণা;
নিদারুণ অভিমানে সে হৃদয় গড়া।
যা হোক করিব যত্ন একবার তাহে—
প্রাণপণে, দেখি কিবা ঘটে এ ললাটে।
"কুরঙ্গিণি জল আশে কোথা যাও তুমি!
জলাশয় নহে—ও যে মরীচিকাময়ী
মরুভূমি, না মিটিবে পিপাসা ও জলে।
নিকটে যাইতে তব নহিবে শকতি।"
কহিলা আবার রাণী, নিঃশ্বাস তেয়াগি
চাহি অরুন্ধতী পানে, প্রাচীনা কিঙ্করী—
ভগিনি, বারেক তুমি যাও ত্বরাগতি!
যথায় আচার্য্যপুত্র, কৃতবর্ম্মা কৃপ
জানাও তাঁদের কাছে কাতরবচনে,
সন্দর্শন লাভাকাঙ্ক্ষা করে অভাগিনী,
বিশেষ মন্ত্রণাহেতু, এ উদ্যান মাঝে।
রাজ্ঞী আজ্ঞা শিরে ধরি চলিল কিঙ্করী—
২ সত্বরে, সন্ধানিয়া বহুল আয়াসে

হ'ল তথা উপনীত, যথা ক্ষুণ্ণমনে—
লুক্কায়িত বীরত্রয় সন্ত্রাসিত চিতে।
কহিল নিরুদ্ধকণ্ঠে কৃতাঞ্জলিপুটে—
বীরত্রয়! আসিয়াছি রাজ্ঞীর আদেশে
কৃপা করি একবার তাঁহার নিকটে,
করুন গমন সবে এ প্রণতি পদে।
ক্রমে আর সব কথা কহিল বিবরি।
শুনি কিঙ্করীর মুখে সকল বারতা
গলিল দ্রৌণির সেই বজ্রসম হিয়া;
বহিল নয়নযুগে উষ্ণ অশ্রুধারা,—
আগ্নেয় অচলে যেন উত্তপ্ত প্রবাহ
ছুটিল; আগ্নেয় ঝড় বহিল নিঃশ্বাসে।
কহিলা চাহিয়া কৃপে কাতর বচনে—
মাতুল, কেমনে সহি এ ঘোর যাতনা
মর্ম্মভেদী, এ পরাণ বিহঙ্গ পাতকী
কি সুখে শয়ান হায় তনুতরু নীড়ে!
অপযশ ভুজঙ্গের মস্তকের তলে।
সসাগরা ধরা যাঁর করতলগত,
তাঁরি পত্নী হায়! আজি কৃপা ভিখারিনী
মোদের, উদ্ধার তরে এ কাল আহবে
কুরুরাজে; দুঃখে বুক যায় বিদরিয়া।
রুদ্ধকণ্ঠে চাহি দাসী অরুন্ধতী পানে

কহিলা সজলচক্ষে পলায়িত মোরা ;
সক্ষম নহিব যেতে রাজ্ঞীর নিকটে।
বিশ্রামার্থ নরপতি দ্বৈপায়ণহ্রদে
করিছেন অবস্থান, স্তম্ভি জলরাশি।
প্রেরণ করেছি দূত আসিবে সত্বরে ;
শুনি তাহে সব কথা কহিব তাঁহাকে,
অদ্য নিশা অবসানে কালি সূর্য্যোদয়ে।
অরুন্ধতি, এবে অতি ব্যাকুলপরাণি !
এ মুখ কেমনে হায় দেখাব তাঁহারে ?
কেমনে কহিব কথা প্রবোধিব কিসে,
তাঁর ম্লানমুখ পানে কেমনে চাহিব ?
দেখাব কেমনে প্রাণে যে দারুণ ব্যথা,
পাই নাই হেন দুঃখ কভু অস্ত্রাঘাতে।
বহুদিন পিতাপুত্রে পালিত আমরা—
ভ্রাতৃনির্ব্বিশেষে আমি, পিতা পিতৃভাবে।
এত প্রতিপত্তি কার এ রাজসংসারে ?
এই কি হইল শেষে থাকিতে অভাগা ?
এত কহি অশ্বত্থামা কাঁদিলা নীরবে।
চলি গেল অরুন্ধতী ভাসি চক্ষুজলে
কাঁদিলা শুনিয়া রাজ্ঞী দ্রোণাত্মজবাণী—
নিদারুণ শোক-সিক্ত, কিঙ্করীর মুখে।
কহিলেন কৃপাচার্য্য হে অশ্বত্থামন্ !

এত কাতরতা কেন এ কুলের লাগি?
২০] ঘোর দুষ্কৃতির ফল নহে কি এ সব?
রজস্বলা পাঞ্চালীরে অক্ষে জয়লভি
কপট, যে নীচ কার্য্য করিল সভাতে,—
মিলিয়া কুমন্ত্রিদলে কুরু-নরপতি;
করে কি এমন কার্য্য কভু নীচ জাতি—
চণ্ডাল? আরোপে কালি আপনার কুলে
কোন নরাধম হেন? স্মরিলে সে কথা
ঘৃণার উদয় কার নাহি হয় চিতে।
হে শূর, তখন কে না বুঝেছিল ইহা!
এ কুরুবংশের ধ্বংস হইবে অচিরে;
হবে ধ্বংস স্বার্থদাস পার্শ্বদমণ্ডলী;
পাপের প্রশ্রয়দাতা, বীরকুল যত।
যে কার্য্য অনার্য্যে নাহি হয় অনুষ্ঠিত,
আচরিত সুনির্ম্মল চন্দ্রবংশে তাহা।
বৃথা পরিতাপ বৎস এ বংশের তরে।
নীচ-সহবাসে নীচ হয়েছি আমরা
তাই অলক্ষিত চক্ষে এ ঘোর নীচতা।
কে পেয়েছে অব্যাহতি রমণীনিগ্রহে?
করিল কুচক্র কত নাশিতে পাণ্ডবে
না হল সক্ষম, কিন্তু রক্ষিলা মুরারি।
 হইত পাণ্ডবকুল নির্ম্মূল যদ্যপি

সমূলে, নাহ'ত এত দুঃখ এ অন্তরে,
কৃষ্ণার নিগ্রহে প্রাণে পেয়েছি যে ব্যথা
নিদারুণ, ফাটে প্রাণ এখনো স্মরিলে।
বিদ্যুত অক্ষরে লেখা রবে এ কাহিনী—
অনন্ত কালের বক্ষে, গা'বে নিরবধি—
ভবিষ্যত,—দুর্য্যোধন ক্ষত্রকুলকালি
দেব দৈত্য যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নরে,
গাবে রাজা দুর্য্যোধন ক্ষত্রকুলকালি,
চন্দ্রমার কুলে এক কাল বিধুন্তুদ।
গাইবে সে জলনিধি গভীর নির্ঘোষে
উরমি উচ্ছ্বাসচ্ছলে স্মরি এই কথা;
কল কল কলনাদে গাইবে তটিনী;
করুণ কূজনে পাখী বসি তরু-ডালে,—
"নরপতি দুর্য্যোধন ক্ষত্রকুলকালি।
ভারতের ঘরে ঘরে হবে বিঘোষিত
এ কাহিনী, বৃক্ষতলে বসিয়া রাখাল,
তরি পরে দাড়ী মাঝি ক্ষেত্রে কৃষিজীবী,
বালক বালিকা বৃদ্ধ যুবক যুবতী
গাবে, রাজা দুর্য্যোধন ক্ষত্রকুলকালি
কাল বিধুন্তুদ অহো চন্দ্রমার কুলে।
শুনি কৃপাচার্য্য মুখে এ সকল বাণী
অনল নিশ্বাস দুঃখে ত্যজি অশ্বত্থামা

কহিলা কাতরে, আর্য্য! সত্য তব কথা,

কিন্তু মাত্র এক দোষে দোষী নরপতি
প্রতিদ্বন্দ্বী পাণ্ডবের আজন্ম বিদ্বেষী।
কার মনে ছিল হেন হ'বে ভবিষ্যতে?
কে জানিত পরিণত হইবে শ্মশানে
সাধের অমরা সম হস্তিনানগরী?
পাইত যগ্যপি পঞ্চগ্রাম পঞ্চভ্রাতা,
নহে অসম্ভব রাজ্য গ্রাসিত কৌশলে
সমস্ত; বিপক্ষ দল করিয়া সংগ্রহ।
অসম্ভব নহে ইহা দীনহীনবেশে
সসাগরা ধরাপতি ভ্রাতৃগণ সহ
দাসী নির্ব্বিশেষে এই পুরনারী যত
রহিত, ভাসিত সদা দুঃখের পাথারে।
রাজনীতিবিশারদ কুরু নরপতি,
অতি সূক্ষ্মদর্শী, নত নহে কোন স্থলে,
যেমন সুমেরু-চূড়া সদা ঊর্দ্ধদিকে
এমন প্রশস্তমনা কোন্ নরপতি?
সকলি দৈবের খেলা কি দোষিব তাঁরে।
মাত্র ক'দিনের কথা ভুলে নাই কেহ,
ভ্রাতৃগণ সহ পশি ভীষ্মের শিবিরে,
কুরুরাজা দুর্য্যোধন, বিনয়বচনে
কহিলেন পিতামহ! শঙ্কর সদৃশ

সংগ্রামে আপনি, কার শক্তি ত্রিভুবনে
সম্মুখীন হয় তব, তবে কি কারণে
পরাজয় পুনঃ পুনঃ বুঝিতে না পারি।
বদ্ধমূল রহিয়াছে পাণ্ডবের স্নেহ
ও হৃদি বিবরে; মম জ্ঞান হয় হেন,
অনুজ্ঞা প্রকাশ যদি করেন এ দাসে,
কর্ণে করি সেনাপতি পশি রণস্থলে,
ধ্বংস করি প্রাণপণে পাণ্ডবীয় চমূ।
শুনি কুরু-রাজ মুখে এ অপ্রিয় বাণী,
ক্রোধারুণনেত্রে ভীষ্ম দিক্ দগ্ধ করি,
হৃদয়ের রোষানল আবরি ধৈরযে
কহিলেন মৃদুভাষে, কুরু নরপালে ;—
করিনু প্রতিজ্ঞা এই, বধিব পাণ্ডবে,
পঞ্চশরে পঞ্চ ভ্রাতা নিশা অবসানে,
দৈব যদি প্রতিকূল না হয় সমরে।
চলি গেলা নরনাথ আপন শিবিরে
উল্লাসে মগন মন, ভ্রাতৃগণসহ।
আইল সকলে ক্রমে শুনিতে কৌতুকী
কি কহিলা পিতামহ ভীষ্ম মহামতি
এ কুরু-কুলের উচ্চ আশ্রয়-শিখরী ?
আইলা সৌবল মুখে মৃদু মন্দ হাসি,
কহিলা হে বৎস! কহ কি কহিলা আজি,

কৌরব আশ্রয়-সেতু, পিতামহ তব?
প্রাচীন অমাত্যবর্গ জিজ্ঞাসিল আসি,
একান্ত বিনীতভাবে শির নত করি,
জাহ্নবীনন্দন ভীষ্ম কি কহিলা আজি?
কহিলা নৃপতিবর্গ প্রসন্নবদনে—
কি কহিলা ভীষ্মদেব প্রত্যুত্তরে তব?
শ্রেষ্ঠ যোদ্ধৃবর্গ আসি কহিলা বিনয়ে
আজি কি কহিলা ভীষ্ম কুরুকুলচূড়া?
কহিলা সকল কথা বিবরি সকলে
কুরুরাজ দুর্য্যোধন হর্ষোৎফুল্ল মুখে।
আনন্দের হুলাহুলী লাগিল শিবিরে;
মৃদঙ্গ মন্দিরা বীণা ত্রিতন্ত্রী বাজিল।
পূরিল আকাশ সেই মধুর নিক্কণে।
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা-বার্ত্তা জানি চক্রপাণি,
শঙ্কায় প্রেরিলা পার্থে কৌরব শিবিরে—
নরপতি পাশে, ত্বরা আসি সব্যসাচী,
কহিলা বিনীতভাবে প্রণমি চরণে,
অঙ্গীকৃত বর ভ্রাতঃ দেহ আজি দাসে।
"হাসিয়া অধর প্রান্তে নৃপ চূড়ামণি,
দুর্য্যোধন, ধনঞ্জয়ে কহিলা সাদরে,
উচাটন কেন হেন বুঝিতে না পারি
কিরীটিন্! ক্ষণকাল তিষ্ঠ ভ্রাতঃ তুমি!

প্রিয়তম, এ পরাণ জুড়াই নিরখি,
কৌরব গৌরবারুণ, নেত্রবিনোদন—
তুই রে ফাল্গুনি, আয় আলিঙ্গন করি
তোর ও পবিত্র বপুঃ, দৈব-প্রেরণায়
লাঞ্ছিলাম পদে পদে, চণ্ডাল সদৃশ,
করিনু কু-ব্যবহার আত্ম-গ্লানি বিষে
জ্বলিতেছে প্রাণ মম তাই অহরহঃ।
খুল্লতাত পুত্র তোরা জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির
ধর্ম্মনিষ্ঠ, কত আর ভূষিত সদ্‌গুণে—
পিতৃসম, দুরাশয় হতভাগ্য আমি
না চাহিনু একবার ভবিষ্যৎ পানে,
পুনঃ পুনঃ বিড়ম্বিত করিনু তাঁহারে,
ছার রাজ্যচ্যুতি-ভয়ে হারায়ে আপনা;
এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কভু না সম্ভবে।
বংশপূতকারী তোরা কুলাঙ্গার আমি,
কে আরোপে হেন কালি আপনার কুলে
পাঞ্চালী লাঞ্ছনরূপী, স্ববাঞ্ছিত বর
লহ ধনঞ্জয় তুমি অবিলম্বে আজি—
ধন রাজ্য যাহা কিছু মম করগত।
দুরু দুরু হিয়া মম কাঁপিতেছে এবে
স্মরি পরিণাম, মোহনিদ্রা অপগমে।
উদ্বেগ-পূরিত বক্ষে কত বিভাবরী

কাটায়েছি কে বুঝিবে সে মরম ব্যথা?

তোদের মলিন মুখ প্রভাতচন্দ্রমা
স্মরি, হেরি নেত্রে জল জননী কুন্তীর
দীনবেশে বিদুরের গৃহনিবাসিনী;
যে অনল জ্বলিতেছে হৃদয়-শ্মশানে,
যে সর্পদংশন জ্বালা মরমের মূলে,
কেমনে দেখাব ভাই বুঝাব কিরূপে?
তোমা সবে বিনাশিতে যে জাল পাতিনু
পাতয়ে বাগুড়া যথা নিষাদ কাননে
নির্দ্দোষ কুরঙ্গে বধ করিতে কৌতুকে
এখনো ভাবিতে তাহা চিত্তে শেল বাজে
নহে পার্থ, এ হৃদয় পাষাণ গঠিত!
পিতামহ ভীষ্মদেব প্রতিশ্রুত আজি
কালি রণে বিনাশিতে দিব্য পঞ্চ-বাণে
পাণ্ডব, কেশবে তাহা নহে অবিদিত,
অবিদিত তোমা সবে, নহে সে বারতা।
হউক নিষ্ফল ভীষ্মপ্রতিজ্ঞা ভীষণ,
নাহি খেদ অণুমাত্র এ মম অন্তরে।"
এত কহি ক্ষণকাল রহিলা নীরবে।
পামরে সাজে কি আর্য্য, এ সকল কথা?
দানবে শোভে কি কভু দেবভাব হেন?
সাধারণে সম্ভবে কি হেন নিস্বার্থতা?

যে জন কুলের গ্লানি সম্ভবে কি তাহে
সুশাসন প্রজাবৃন্দে পুত্রনির্ব্বিশেষে ?

ভারতের ঘরে ঘরে দেখুন অন্বেষি
গাইছে সহস্র কণ্ঠে নৃপতির জয়,
করিছে সহস্র কণ্ঠে সুযশ ঘোষণা।
তবে মানবের ভ্রান্তি অসম্ভব নহে
বিশেষ কুসঙ্গ দোষে ঘটে অবনতি,
নীচ-সাহচর্য্যে বাড়ে নীচতা নিশ্চিত।
নির্দ্দোষ বলিতে নাহি চাহি দুর্য্যোধনে
একমাত্র দোষে দোষী কুরুনরপতি।
সতত কলঙ্করেখা শশাঙ্কে অঙ্কিত ;
কীট-বাস সুপ্রফুল্ল সুরভি প্রসূনে ;
মলয়াচলের বায়ু পূতিগন্ধ বহে।
আবার কহিলা ভাসি বিষাদ সলিলে।
"ইক্ষ্বাকু কুলের রবি রাম রঘুপতি
চীর পরি জটা ধরি পশিলে কাননে
ভরত বিমাতা পুত্র অনুজ বিষাদে
অযোধ্যার সিংহাসন তৃণবোধে ত্যজি
রহিলা মাতুলালয়ে পূজিলা পাদুকা—
রাঘবের, যত দিন না আইলা গৃহে
জীবন সর্ব্বস্ব রাম, দয়ার জলধি
সত্যব্রত ; ভ্রাতৃ প্রীতি, ভক্তি, নিস্বার্থতা

দেখাইলা এ জগতে। শত ধিক্ মোরে
২৮] নরকের কীটসহ দেবের উপমা!”
শুনিয়া শকুনি হাসি অধর পরশে,
ব্যঙ্গের সুতীক্ষ্ণ শরে করি জর্জ্জরিত,
কহিলা, কি জন্য হেন ভাবান্তর তব?
হে শূর, এ ব্যাকুলতা কেন হেরি আজি—
তোমায়, প্রলাপ-বাক্য শুনিয়া শ্রবণে—
তব মুখে, হইতেছে ব্যথিত পরাণি।
যেন কোন দুরারোগ্য ব্যাধি আক্রমণে
আক্রান্ত, নহিলে হেন না সাজে তোমাতে,
কুরু-কুলোত্তম তুমি যোধকুলচূড়া।
ভীত কি হ'তেছ বৎস বরদানভয়ে,
পূর্ব্ব অঙ্গীকৃত তব তৃতীয় পাণ্ডবে?
দুর্য্যোধন! চাহিবে না পার্থ মহামতি,
বিপুল সাম্রাজ্য তব অতুল বিভবে।
মৃদু ভাষে বসুষেণ চাহি দুঃশাসনে
কহিলা ভীষ্মের ভয়ে ভীত ত্রস্ত হ'য়ে
এই আজি উপনীত কৌরব শিবিরে
বীর চূড়ামণি পার্থ, জ্ঞান হয় আরো
সন্ধি-বন্ধনের সাধ জাগিয়াছে পুনঃ।
পলকে অযুত যোধ নিধন বিগ্রহে
শঙ্কার সঞ্চার কেন না হবে অন্তরে?

একমাত্র ভীষ্ম ভয়ে পাণ্ডব শঙ্কিত
নাহি জানে আরো কত ভীষ্ম কুরুদলে। [২৯
কি সাহসে যুদ্ধে রত না পারি বুঝিতে
সন্তরণে সিন্ধু-পার নহে কি মূর্খতা?
চাহি কর্ণে দুঃশাসন দ্বেষ দগ্ধ-চিতে
কহিল, কহিলা রাজা যে সকল কথা
ধনঞ্জয়ে; স্মরি ক্রোধে জ্বলে উঠে বপুঃ
ইচ্ছা হয় হেন, মরি ঘৃণায় এখনি।
আর কারো কোন বাক্যে না দিয়ে উত্তর,
নরপতি কহিলেন সৌবল মাতুলে,
চাহিবে না রাজ্যধন সব্যসাচী মম
জানি তাহা, সমধিক দুঃখ তাই মনে।
চাহে যদি এই রাজ্য ধনরত্ন আদি
ধনঞ্জয়, এই দণ্ডে সমর্পি সকল,
যাই চলি বনবাসে প্রায়শ্চিত্ত তরে,
বহু দিন অনুষ্ঠিত দুষ্কৃতের যত।
কদাপি আমার বাক্য না হবে অন্যথা।
হইতেছি জর্জ্জরিত তব বাক্য-বিষে
বৃশ্চিক-দংশন-জ্বালা কি ছার মরমে!!
মনের নিগূঢ় কথা ব্যক্ত যথা তথা,—
না হয় সঙ্গত কভু, পরন্তু মূর্খতা
জানি, কিন্তু দৈববশে অর্গল খসিল

অজ্ঞাতে এ হৃদয়ের হেরি ধনঞ্জয়ে।

৩০] ভাসিয়া নয়নজলে কহিলা কিরীটী
পুনঃ, যোড় করি কর, পুরান বাসনা
মহারাজ, অঙ্গীকৃত বর দান করি!
গোবিন্দ অনুজ্ঞাক্রমে আসিয়াছি হেথা
বিলম্ব না সহে আর যাইব সত্বরে।
কহিলা নৃপতি, বৎস যাহা ইচ্ছা তব
চাহ তাহা, মনানন্দে অর্পিব এখনি।
"সকিরীট পরিচ্ছদ মাগে এ কিরীটী
ভবদীয়" দেহ আর্য্য!" কহিলা ফাল্গুনি।
এই ধর লহ বলি অর্পিলা অর্জ্জুনে,
মুকুটাদি পরিচ্ছদ সাগ্রহে নৃপতি,
হেন কার্য্য সম্ভবে কি সামান্য মানবে?
সম্ভবে দানবে কিগো দেবভাব হেন ?
বীরেন্দ্রবিজয় সাজি সেই পরিচ্ছদে,
ধরি দুর্য্যোধনরূপ সেই নিশাযোগে,
প্রবেশি প্রফুল্ল মনে ভীষ্মের শিবিরে,
কহিলা বড়ই সাধ চিত্তে পিতামহ,
স্বকরে সংহার করি পাণ্ডব নিকরে—
নির্ব্বাচিত শরে তব। ভীষ্ম মহামতি
অর্পিলা সে শর পঞ্চ প্রীতিপূর্ণ মনে
অর্জ্জুনের নীচতা কি নহে এই স্থলে?

প্রাণভয়ে বঞ্চনা কি ক্ষত্রিয়ের রীতি ?
দূত মুখে এ সকল দুর্য্যোধন শুনি
হাসিলা অমাত্যসহ জগত হাসিল।
এরূপ কথায় রত বীরদ্বয় যবে
আসি দূত উপনীত হইল সে স্থলে
নৃপতির বার্ত্তাসহ অশ্রুসিক্ত মুখে।

তৃতীয় সর্গ

পাণ্ডব শিবির শ্রেণী ওই যে শোভিছে
ঐরাবতযূথ যেন নিবদ্ধ শৃঙ্খলে,
অথবা সুদৃশ্য শুভ্র অচলের মালা,
উত্তাল তরঙ্গ কিংবা অম্বুধির বুকে।
পাণ্ডব বিজয়বার্ত্তা করিয়া ঘোষণা,
ঝলমলি গৃহ চূড়ে উড়িছে পতাকা।
ওই যে উন্নত গৃহ আকাশ চুম্বিছে,
কাহার ও গৃহ ? জন্ম যার হোমানলে
এক মাত্র সেনাপতি যিনি শ্রেষ্ঠতম

পাণ্ডবের, পরাক্রমে সাহসে কৌশলে

যিনি অগ্রগণ্য, সেই ধৃষ্টদ্যুম্নগৃহ।
সুবিন্যস্ত পরিচ্ছদ, কোথা বা সাজিছে,—
স্তরে স্তরে, অসি চর্ম্ম কলম্ব কার্ম্মুক,
শল্য ভল্ল শক্তি যষ্টি পরশু পরিঘ,
নারাচ তোমর চক্র শূল গদা আদি
শোভা করে স্থানে স্থানে নয়ন ঝলসি।
সমর বিজয় সুধাময়-সিন্ধুজলে
ভাসমান সেনাপতি, ইন্দ্রত্ব কি ছার
এ সুখ নিকটে আজি? হয়ে আত্মহারা
জাগ্রতে সুখের স্বপ্ন দেখিছে কত কি;
ভাবিছে কহিছে কত আপনা আপনি;—
বীরশূন্য কুরুদল দারুণ আহবে।
শত ভ্রাতা মধ্যে মাত্র নৃপতি জীবিত
অনলে পতঙ্গ সম নিশ্চয় মরিবে,
পুনঃ সাধ করে যদি সমরে দুর্ম্মতি।
রক্ষিবে প্রতিজ্ঞা ভীম, বধিবে অধমে,
পরিচয় ঊনশত অনুজ বিনাশে।
আর ধরিব না করে শর শরাসন
এ সমরে, প্রয়োজন হবে না নিশ্চিত।
কেহ কি দেখেছে হেন সংগ্রাম ভারতে?
ভাবিলে অন্তর হয় পীযুষে আপ্লুত।

পাঞ্চালীর যত ক্লেশ শেষ এত দিনে।
কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য আর অশ্বত্থামা, [৩৩
হয়ে পলায়নপর বাঁচিয়াছে প্রাণে।
শূকরের স্পর্দ্ধা সাজে কেশরীর কাছে?
কত আস্ফালন কত কোদণ্ড টঙ্কার,
গর্ব্বিত বচন কত নাহি লেখা জোখা,
কত দন্ত কড়মড়ি, তর্জ্জনগর্জ্জনে—
কম্পিত বসুধা, কিন্তু টলে কি এ হৃদি?
উচিত এ দাম্ভিকতা শক্তি অনুসারে।
দ্রৌণির জনকে আমি বিনাশিনু রণে
আমা হ'তে পিতৃহীন হইল অভাগা,
দরিদ্র ব্রাহ্মণ, হেন ইচ্ছা হয় মনে
অভয় প্রদান করি লয়ে যাই দেশে—
অস্ত্রবিদ্যালয় স্থাপি পাঞ্চাল-নগরে।
কিন্তু সে যে ক্রূর মতি হবে কি সম্মত?
সাত্যকি, গাণ্ডীবী, কৃষ্ণ, করিল ভর্ৎসনা
দ্রোণ-বধে কত মোরে, হয়ে সমবেত।
দ্রোণ বিনাশের লাগি জনম লভিনু
হোমানলে, সাধিলাম কর্ত্তব্য আপনা।
যুকতি করিল সবে আচার্য্যে নাশিতে,
আমি মাত্র দোষী শেষে কি অদ্ভুত কথা।
৩ দ্রোণ-নাশে মূল কৃষ্ণ সহায় প্রধান

যুধিষ্ঠির, ধনঞ্জয় অনুকূল তাহে,

অথচ নির্দ্দোষী সবে আশ্চর্য্য চাতুরী।
চক্ষে ধূলি দিয়া কার্য্য সাধিতে বাসনা
জগতের, গুপ্ত তাহা রহে কি কখনো?
আহা কি নিস্বার্থ পার্থ, ধর্ম্ম অনুগামী
বালাই লইয়া মরি, যাই বলিহারি।
শৈশবে জনকাভাবে যেই পিতামহে,
পিতৃসম্বোধনে দগ্ধ করিত সর্ব্বদা,
ভাসিতেন নেত্রনীরে বুঝাতেন কত—
মহামতি ভীষ্মদেব, স্নেহ বিগলিত।
করিতে তাঁহার সহ যুদ্ধ সব্যসাচী,
কি খেলা খেলিল মরি ভাসি অশ্রুজলে
ফেলিয়া কার্ম্মুক শর, অবসন্ন ভাবে—
কহিল কেশবে চাহি পারিব না কভু
দয়ার সাগর ভীষ্মে বিঁধিতে শায়কে—
পিতামহ, পুনরায় যাব বনবাসে;
নাহি আর এ রাজত্ব ভুঞ্জিতে বাসনা।
এ হেন বিবেক যার,—জানি না কিরূপে
নপুংসক শিখণ্ডীরে সম্মুখে রাখিয়া,
সংহারিল সর্ব্বপূজ্য নিরস্ত্র গাঙ্গেয়ে,
মৃত্যুর কৌশল তাঁর শুনি তাঁরি মুখে—
হতভাগা; বাহাদুরী বটে পদে পদে

চাতুর্য্যের ; দ্রোণবধে পাপী শুধু আমি ;—
পিতৃবৈরী, পরজন, যুদ্ধব্যবসায়ী,
সুরগুরু-কুলকালি পতিত ব্রাহ্মণ।

বিনাশিল কর্ণে কত করিয়া ছলনা
স্মরিলে এখনো মুখ নত হয় লাজে।
বিমোহিত করি পার্থে তীক্ষ্ণ শরজালে
প্রোথিত রথের চক্র ব্যস্ত উত্তোলনে
অবরোহি ধরা, কত করিল কাকুতি
বিরত রহিতে রণে ক্ষণ কাল তরে,
বসুষেণ, নীচ সম উপেক্ষি সে কথা
সংহার করিল সেই নিরস্ত্র অঙ্গেশে।
আমরি কি ধর্ম্মযুদ্ধ কার্য্য বীরোচিত।
সাগর পারের দোষ, নীহারের কণা
স্বদোষ, সুদৃশ্য সূর্য্য কিরণ সম্পাতে।
ক'রে থাকি দোষ যদি পিতৃশত্রু বধে,
কিন্তু ধনঞ্জয় নিন্দে কোন্ মুখে মোরে ?
পলাশের নিন্দা যেন শিমুলের মুখে।
কাল বলি নিন্দে কাক যথা পিকবরে।
কভু হেসে খুন হই আপনা আপনি
কখন বা অঙ্গ জ্বলে ক্রোধ হুতাশনে।

ছিছি একি ভাবি আজি ;—সুখের সময়ে
কেন হই জ্বালাতন এ পাবক তাপে ?

বিষধর অধর কে চুম্বয় আদরে?

কে মিশায় হলাহল অমৃত-কলসে?
যাই তথা একবার সুধা স্রোতস্বতী
প্রবাহিত যথা মোর, অপার্থিব নিধি
তারাবতী, তারানাথে রোহিণী যেমতি
সঙ্গে সঙ্গে অনুদিন প্রেম মুগ্ধ মনে।
গত কত দিন, করি পূর্ণ এ পরাণ
ঘটে নাই অবসর সে মূর্ত্তি হেরিতে
অমরবাঞ্ছিত বীণা-বিনিন্দিত বাণী
শুনিতে, বিধাতা আজি অনুকূল মোরে।
বসি আছে বীরবর সুবর্ণ আসনে—
আনন্দ সাগরে মগ্ন, হায় হেন কালে
দূত আসি করযোড়ে করিল ঘোষণা
"দুর্য্যোধন লুক্কায়িত দ্বৈপায়ন-হ্রদে
স্তম্ভিত করিয়া তার জল যোগবলে
পাপমতি" নরপতি যুধিষ্ঠিরাদেশ
যাইতে হইবে তথা বিনাশিতে তারে।
এ বারতা সেনাপতি-শুনি দূতমুখে
ধৃষ্টদ্যুম্ন, চতুরঙ্গ-সেনা সহকারে
চলিলা সে হ্রদ তীরে আরোহিয়া রথে।
ভাগ্যবশে তারা সহ না ঘটিল দেখা,
না ঘটিল সুর-সাধ সুষমা দর্শন,—

খঞ্জনযুগের নৃত্য স্বর্ণ-সরোরুহে,
সরসী সুবর্ণ নীরে সফরীর খেলা,
চকোরের কেলি কিম্বা চাঁদের হৃদয়ে।
  বসিয়া আপন কক্ষে নিতম্বিনী তারা,
প্রাণেশ আসিবে বলি সখীগণ সহ,
রূপমাধুরীতে জিনি দেববালাদলে,
আছে আশাপথ চাহি উৎকণ্ঠিত মনে,
আচ্ছাদি রুচির বাসে কমনীয় বপুঃ।
উঠিছে বসিছে কভু, কভু সখীচয়ে
জিজ্ঞাসিছে বল্লভের বিলম্বের হেতু।
পড়েছে নিতম্বাবরি কুন্তল কুঞ্চিত,
উরমি-মালিনী যেন কালিন্দী বিহরে,
কিম্বা কৃষ্ণকাদম্বিনী অম্বর পারশে।
  "প্রভাতের পদ্মদল, শারদ-চন্দ্রমা,
ঘনাবগুণ্ঠন খুলি দামিনীর উঁকি,
সুদৃশ্য সুমেরু-চূড়া কিরণ মণ্ডিত,
কৌমুদী প্লাবিত সেই সুচারু শর্ব্বরী,
নিদ্রা অচেতন চন্দ্র জলদশয়ানে;
বিভোর আপন ভাবে বসন্তের উষা,—
ললাটে চন্দনলিপ্ত যেন রে যোগিনী
রক্তবস্ত্রে দেহ ঢাকা শান্তি মূর্ত্তিমতী।
ফুল্ল ফুল প্রপূরিত উপবনস্থলী,

বিমল সুরভিরাশি চিত্তমুগ্ধকারী,

পাদপের গাত্র ঘেরা বিনোদ ব্রততী,
মৃগশিশু করভাদি কাননের ক্রোড়ে,
অশোক-স্তবকমালা, পত্রগুচ্ছাবলী—
দোলন ধরণী পানে মৃদুল বাতাসে।
ভৃঙ্গের ঝঙ্কার ফুলে গুন গুন গুনে,
কল্লোলিনী কল কল পত পত ধ্বনি,
কোকিল কাকলীমালা তরুশাখা পরে।
প্রকৃতির সুবিশাল ভাণ্ডারের মাঝে
সুরব সৌরভ আর সুষমা যে কিছু
হে বিধাত, তিল তিল করিয়া সংগ্রহ!
গড়িয়াছে তারা দেহ আপনার করে;—
দেবের দুর্লভ ওই ক্ষুদ্র প্রাণ টুকু,
আকাশ হইতে উচ্চ অদ্ভুত কৌশলে;
লীলাময় ! কেন ভাঙ্গ অকালে তাহারে?
কেন ছিন্ন কর এই বসন্ত-বল্লরী?
স্বশিল্প চাতুরী কেন বিলয়ে প্রয়াসী?"
চাহিয়ে সখীরে তারা কহিল বিস্ময়ে,
ওই শুন রণবাদ্য আবার বাজিছে,
পূরিছে আকাশ দেশ সৈন্য-কোলাহলে।
রথের ঘর্ঘর শব্দে অশ্ব হ্রেষারবে,
করীর চিৎকারে শ্রুতি যাইছে ফাটিয়া;

কেন লো স্বজনি, পুনঃ যুদ্ধসজ্জা আজি ?
পাণ্ডব-বিজয়বার্ত্তা ঘুষিছে সকলে,
হ'য়েছে সংগ্রাম শেষ, কেন হেন পুনঃ ?
পাণ্ডব বিপক্ষে আর কে অস্ত্র ধরিবে ?—
কাহার এমন শৌর্য্য কার শক্তি এত ?
রণে পরাঙ্মুখ হ'য়ে পলাইল যারা,
পুন কি আইল তারা যুঝিবার লাগি,—
সঞ্চয় করিয়া বল বিহিত বিধানে ?
হাসিয়া কহিল সখী বৃথাচিন্তা তব,
বিনষ্ট সমরক্ষেত্রে চতুরঙ্গসেনা,
বিপক্ষের, শুনিলাম স্তম্ভি হ্রদবারি,
যোগবলে দুর্য্যোধন বিশ্রামিছে তথা ;
সম্মুখসমরে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করি।
এ সংবাদ পেয়ে সবে উঠিয়াছে মাতি
যাইতে সে হ্রদতীরে, উঠাইতে তারে।
কত বার রণে ভঙ্গ দিয়াছে দুর্ম্মতি
সামান্য মানব সম ; কি ভয় তাহারে ?
সিন্ধু পার হয়ে হেলে গোষ্পদের পারে
দাঁড়ায়ে আকুল কাঁদি উত্তরণ লাগি !!
ভূলতায় সর্পবোধে আতঙ্ক যেমতি,
এ ভীতি তেমতি সতি ; লঙ্ঘি নগরাজে
বল্মীক দেখিয়া শঙ্কা হাসি পায় শুনি।

তিরস্কৃত করি তারে তুলি তীরভূমে
 জীবলীলা সাঙ্গ তার করিবে অচিরে—
যোধবৃন্দ ; অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা, কৃপ
পলায়িত বীরত্রয় মিলে যদি আসি
সহ দুর্য্যোধন, উড়ি যাইবে ফুৎকারে।
উড়ে যথা পত্রকুল প্রলয়ের ঝড়ে।
বিষশূন্য বিষধরে ডরায় কি কভু
সাপুড়িয়া, শুনি তারা হাসিল এ কথা।
উভয়ে নিশ্চিন্ত মনে হইল শায়িত
নিদ্রা-শান্তি-প্রদ ক্রোড়ে সব কথা ভুলি।

চতুর্থ সর্গ

নিদ্রা হ'তে জাগি তারা, সখী পানে চাহি
কহিল কাতর কণ্ঠে, নয়নযুগলে
অশ্রুবিন্দু, তুহিনের বিন্দু ইন্দীবরে।
শুনিলাম এই মম আসিছেন গৃহে
প্রাণেশ্বর, পুনঃ চলি গেলা হ্রদকুলে—
নৃপাদেশে ; অধীনীর প্রাণে দিয়ে ব্যথা

একবার দেখা দিয়ে যাইতেন যদি,
নাথ মোর, না হইত যাতনা এমতি
গজেন্দ্র না হ'ত বন্দী মৃণালের ডোরে ;
রাখিতে পারে কি ধরি চকোরী চাঁদেরে ?
উদ্বেলিত সিন্ধু কি গো দেয় দূরে ফেলি
পদাশ্রিতা নদীচয়ে, লতাদলে তরু—
ঝঞ্ঝা আন্দোলিত, সখি কি আর কহিব।
 যে দিন দেখিনু তাঁরে বাপীর সলিলে
সন্তরণ রত, যেন শারদ অম্বরে
চলি যান পূর্ণচন্দ্র উজলিয়া দিশি।
ডুবিলাম সেই দিন সেরূপ সাগরে।
ভাবিলাম ভাগ্যবতী অতি এ সরসী
কৃতার্থ মানিছে বক্ষে ধরি যুবরাজে।
মৃণাল বিচ্ছিন্ন করি মহেশে পূজিতে
তুলিলা কমলদল মনের উল্লাসে ;
ঈর্ষানলে এ হৃদয় পূরিল অমনি।
কণ্টকিত গাত্রে সখি বসি একাকিনী,
সহকার অন্তরালে, না দেখিল কেহ,
ভাবিলাম কত কথা কহিলাম কত ;—
মনে মনে ;—হইতাম সরসী যগ্যপি
ধরিতাম এ রতনে হৃদয়ে এমনি।
অথবা কমল যদি করিত বিধাতা

ও কোমল করগত হ'তাম সাদরে ;
আবেশে ভরিত চিত্ত ; প্রতিকূল বিধি
কেন বা করিবে তাহা ? নিশ্বাস ছাড়িনু
সুদীর্ঘ, নয়নে জল অজস্র বহিল।
কহিনু উদ্দেশে তাঁরে এ যৌবন-সরে
বিহর এমতি তুলি লহ এ কমলে
কুলের কণ্টকময় মৃণাল ছিঁড়িয়া—
দ্বিজোত্তম, হে বীরেন্দ্র, হইলাম দাসী—
পদে তব, পিতা মম প্রতিকূল যদি
অর্পিতে তোমায় মোরে, সব জ্বালা তবে—
নিবাইব জীবনান্ত করি বিষপানে।
  সাহসে করিয়া ভর দাঁড়াইনু সখি !
ভাবিলাম একবার যাই বাপীতটে,—
বারি আনয়ন ছলে ; বিদ্রূপের ভাষে
অঞ্চল ধরিয়া লজ্জা কহিল আমারে
তারাবতি, ধন্য তোর বাল্য-চপলতা !
কি আশ্চর্য্য, বিমোহিতে রূপে যুবরাজে
সরসী যাইতে সাধ ? স্মরি পায় হাসি।
নিরাশা কহিল পুনঃ বক্ষ বিদ্ধ করি—
যার অন্তঃপুরে শত সহস্র কামিনী
প্রথম-যৌবনা ; যেন মদনের রতি-
রূপে প্রতিজন, নিন্দে সুবর্ণে চপলা

নাহিক শকতি কিন্তু কারো তার মাঝে
মোহিতে এ ধৃষ্টদ্যুম্নে, তুই কি সাহসে [৪৩
তাহারে সপিলি প্রাণ ? শতধিক তোরে।
কুক্ষণে জনম তোর ব্রাহ্মণের কুলে।
নানা কথা ভাবি সখি কণ্ঠ শুকাইল
অবশ হইল পদ বসিনু সে স্থলে,
হেনকালে আশাবসি পরাণের পাশে
কহিল সস্মিত মুখে লো বিপ্রবালিকে!
কি ভয়, অভীষ্ট লাভ হইবে অচিরে।
যুবরাজ সুপ্রকাণ্ড অক্ষয় পাদপে
অচিরে বাঁধিবি নীড়, যা চলি ভবনে।
আশার অমৃতবাণী প্রাণ সঞ্চারিল
মৃতদেহে, ত্বরাগতি চলিনু আবাসে।
দৈব অনুকূল হেতু পাইনু প্রাণেশে
যথাকালে। বিধু বিধি আনি দিলা করে।
সুখের সমুচ্চ মঞ্চে আরোহিনু সখি!
নাথ সহ, কিন্তু যবে রহিতেন রত
রাজকার্য্যে, মৃগয়ায়, জ্ঞান হ'ত মনে
আঁধার সকল দিক্, দণ্ড যুগশত।
বসিয়া আপন কক্ষে কাঁদিতাম কত।
তাই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আইলাম হেথা
কিন্তু কুচিন্তার অন্ত হ'ল না স্বজনি!

অচিন্ত্য কুস্বপ্ন নানা কেন দেখি হায়!
৪৪] দিবারাত্রি তন্দ্রাবেশে বুঝিতে না পারি।
না জানি কি আছে ভাগ্যে জানেন বিধাতা।
যবে ঘোরতর যুদ্ধ কৌরবে পাণ্ডবে
চিন্তাসাগরের নীরে চিত্ত নিমজ্জিত
নিরন্তর ; হেন স্বপ্ন দেখিনি তখনো
একদিন, হায় একি যুদ্ধ অবসানে।
কল্য দিবাভাগে ছিনু পর্য্যঙ্কে শয়ান
আনন্দে পূর্ণিত বুক—নাহি চিন্তা রেখা।
মুক্ত বাতায়ন-পথ ফুল-রেণু লয়ে
প্রবাহিত ধীরে ধীরে হেমন্তের বায়ু—
ক্রীড়ায় নিরত মুক্ত কুন্তলের সাথে।
শীতল হইতেছিল পরাণ স্বজনি!
সে বাতাসে। প্রাণেশের আদর স্মরিয়া
ভাসিয়া যাইতেছিনু সুখের হিল্লোলে।
ভাবিতেছিলাম সেই পাঞ্চাল-নগরী
প্রিয়তম রাজধানী, সবে যাব তথা
আসিবে সপত্নীগণ পুত্র ক্রোড়ে করি,—
মম গৃহে, হাসিমুখে পসারি দুবাহু
তাহাদের ক্রোড় হ'তে লইব কাড়িয়া,
তুষিব তা সবে কত সাদর চুম্বনে,
রহিবে চাহিয়ে তারা জননীর দিকে ;

কেহ বা উঠিবে কাঁদি, দিব তাড়াতাড়ি
মার কোলে, মম পানে চাহিয়া হাসিবে
সেই শিশু। দাসীবৃন্দ দ্রুতপদে আসি
প্রণমিবে ; মিলি সব সপত্নী আগ্রহে
জিজ্ঞাসিবে রণবার্ত্তা কহিব বিবরি,—
পাণ্ডবের সেনাপতি প্রাণেশ মোদের
অতুল বীরত্ব তাঁর অতুল সাহস।
লক্ষ লক্ষ যোধ তাঁর সদা আজ্ঞাকারী।
যাইতেন রণ-ক্ষেত্র অভিমুখে যবে,
বহুমূল্য আভরণে, সুবিচিত্র বাসে,
বিশাল কার্ম্মুক শরে, বিশাল তূণীরে
বিভূষিত, মনোহর শতাঙ্গে আরোহি,
সুমেরু চূড়ায় যেন শারদ-চন্দ্রমা ;
কার সাধ্য গতি তাঁর রোধে ধরাধামে ?
বন বিমথিত যথা গজ পদভরে
মদ মত্ত, কিম্বা দৈত্যদল বিদলিত
দুর্জ্জয় জম্ভারি-রণে, ভীম বজ্রপাণি ;
তেমতি বিপক্ষদল মথিত সর্ব্বদা।
আর কত রণবার্ত্তা কহিব সকলে।
প্রণমিব গুরুজনে, আশীষিবে সবে
প্রসন্ন বদনে মোরে, প্রথমা মহিষী
প্রাণেশের সুকুন্তলা, যাব তার গৃহে

প্রণমিব তার পদে, হাসি জিজ্ঞাসিবে
৪৬] সমরকাহিনী যত আমার নিকটে।
করিতে এ সব চিন্তা হইনু নিদ্রিত;
সুখময় চিত্রপট, না জানি গোপনে
সম্মুখ হইতে মোর কে লইল টানি।
বিভীষণ দৃশ্য এক দেখিনু স্বপনে—
উলটি পালটি ঝড় বহিতেছে বেগে
গর্জ্জিছে ভয়াল রবে অনন্ত বারিধি।
তুঙ্গ তরঙ্গের মালা ব্যোম আলিঙ্গিছে,
কোটি অজগর যেন বিস্তারিয়া ফণা—
গরজিছে মুহুর্মুহু একত্র মিলিয়া।
যত দূর চলে দৃষ্টি দেখিলাম চাহি
উদ্বেলিত বারিরাশি অনন্ত অপার।
না হয় লক্ষ্যিত কোথা একখানি তরী
না হয় লক্ষ্যিত কোথা বসতির রেখা।
পশ্চিম অম্বুধি জলে ভাসিছে ভাস্কর
ক্ষীণতম কর এবে অনাথের মত,
উগারিছে লোহরাশি ঝলকে ঝলকে
হয়েছে রক্তাক্ত সিন্ধু সে রুধির যোগে।
সেই জলে প্রাণেশ্বর শিখণ্ডী প্রভৃতি
সমর-সাগরোত্তীর্ণ বীরবৃন্দ যত,—
খাইতেছে হাবু ডুবু; শোণিত আপ্লুত

সর্ব্বাঙ্গ, নিশ্বাস-বায়ু প্রবাহিত ক্লেশে।
নাহিক শকতি কার চক্ষু উন্মীলিতে
নাহি শক্তি সন্তরণে বলহীন বাহু।
চিৎকার করিয়া কেহ উঠে আসি কূলে
মস্তকে আঘাত করি ফেলি দেয় পুনঃ
সে জলে, ব্রাহ্মণ-বেশী দৈত্য এক বলী ;—
লোহিতাক্ষ—উগারিছে অনল সঘনে
সুতীক্ষ্ণ, নাসিকাপুটে ঝঞ্ঝা বিনির্গত
নাহিক দয়ার লেশ পাষণ্ড এমনি ;
শুনিয়া কাতর কণ্ঠ অন্ধ হয় ক্রোধে।
হইনু আকুল সখি এ দৃশ্য দর্শনে !
কহিনু ত্রাসিত চিত্তে পাণ্ডবের সখা—
গোবিন্দ ! কোথায় তুমি অনাথের নাথ !
রক্ষিলে পাণ্ডবে তুমি কৌরব সমরে
রক্ষিলে প্রাণেশে মোর একি দেখি পুনঃ—
দীনবন্ধো ! নাথ মম কোন্ দোষে দোষী—
তব পদে ? কোন্ দোষে দোষী অভাগিনী ?
শঙ্কটে উদ্ধারি তরি ডুবাবে কি ঘাটে ?
কত অন্বেষণ তাঁর করিনু স্বজনি !
তটদেশে, আত্মহারা হয়ে দ্রুত পদে,
না হেরিয়া কিন্তু কোথা কণ্ঠ শুকাইল।
আবার ডাকিনু পার্থে বীরকুলচূড়া,

ডাকিলাম যুধিষ্ঠিরে, বৃষ্ণি-বংশোদ্ভব—
সাত্যকিরে, কিন্তু কারো না পাইনু দেখা
কম্পিত হইল দেহ পড়িনু ভূতলে।
দিঙ্মণ্ডল ডুবাইয়া গভীর আঁধারে,
ডুবিলা সাগরজলে দেব বিভাবসু।
চমকি উঠিনু জাগি নিদ্রা হ'তে সখি!
গত রজনীতে ছিনু এমনি শয়নে
শয়ান প্রাণেশ মোর স্বতন্ত্র শয্যায়,
কতই ভীষণ দৃশ্য দেখিনু স্বপনে
এখনো স্মরিলে চিত্ত কাঁপে দুরু দুরু—
দেখিনু গভীর নিশা তমঃ বিজড়িত
গাঢ়তর, দৃষ্টি আর চলে না কুত্রাপি।
তামসীর বহু মূল্য মনোজ্ঞ ভূষণ,—
একটী তারকা নাহি দেখা যায় কোথা,
না ডাকে একটী পাখী তরু শিরোপরে,
কুক্কুর, শৃগাল রব না পশে শ্রবণে,
নাহিক ঝিল্লির সাড়া নিস্তব্ধ মেদিনী,
ভয়ে জড় সড় যেন সব প্রাণী এবে।
স-তম ত্রিযামা সতী খদ্যোত নয়নে—
অনন্ত, প্রান্তরে, মাঠে পাদপ মস্তকে
তন্ন তন্ন করি কত অন্বেষিছে চাঁদে।
হেন কালে কাল মেঘ উঠিল গরজি

কড় কড় চড় চড় ঘড় ঘড় ধ্বনি
ক্রমশঃ বাড়িল, মেলি সঘনে সে ঘন
বিদ্যুত রসনা তীক্ষ্ণ অনল-জড়িত—
হাসিল বিকট হাসি, সঞ্চারিয়া প্রাণে
মৃত্যু ভয়, পরক্ষণে সে চপলালোকে
দেখিনু কান্তার এক সম্মুখে বিস্তৃত।
আন্দোলিত সে অটবী ভীম বাত্যা ভরে,
ভাঙ্গিছে বৃক্ষের ডাল মর্ম্মর আরাবে ;
উৎপাটিছে তরু দল কোথা মূলসহ,
ছুটিছে পাদপ পত্র ঈষিকা আকারে—
দ্রুতগামী, ছিন্ন ভিন্ন হ'তেছে লতিকা,
ধূলিজালে বিলুণ্ঠিত হইতেছে তনু।
নীড় হ'তে পাখীকুল পড়ি ছুটি ছুটি,
কত যে হা'রাল প্রাণ নাহি লেখা জোখা।
বহুক্ষণ পরে ঝঞ্ঝা হ'ল প্রশমিত
ছাড়িল না ব্যোম বক্ষ জলদ তথাপি।
না থামিল গরজন চপলা চমক,
আবার দেখিনু এক দৃশ্য ভয়াবহ—
তীর ধনু করে করি আসি ব্যাধ-দল,
আবরিল সে কানন সুপ্রশস্ত জালে।
নিশ্চিন্তে নিদ্রিত ছিল পাখীকুল তবে
আপন আপন নীড়ে শাবক সহিতে।

কিন্তু ক্ষণকাল পরে ঘোর আর্ত্তনাদে
৫০] পূরিল সে বনভূমি শুনিনু শ্রবণে।—
বিহঙ্গ, বিহঙ্গী বিনা কাঁদিছে ডাকিছে
একান্ত কাতর কণ্ঠে, বিহঙ্গ বিহনে
বিহগী বিষাদ মগ্ন, কোথা বা শাবক
ব্যাকুল আশ্রয় হেতু মা বাপ বিয়োগে।
তবু ক্ষান্ত ব্যাধ দল নহে শরক্ষেপে,
বিনাশিতে পাখিদলে নিদয় অন্তরে।
কহিল সারিকা এক চাহি এক ব্যাধে
রে নিষাদ, বল কেন সকল সংহারি!
অভাগিনী বিহগীরে রাখিলি জীবিত?
বিদ্ধ কর বাণ বক্ষে বিলম্ব না সহে।
হারায়ে শাবকে শুকে কি ফল বাঁচিয়া?
যন্ত্রণা জড়িত এ যে দেহ ভার এবে।
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যার মৃত্যুর যাতনা
একেবারে মৃত্যুশ্রেয়ঃ নহে কি তাহ'তে?
আবার ঘৃণার স্বরে কহিল সারিকা—
"জানি তোমা বীরবর, জন্মি বিপ্রকুলে—
ধ'রেছ ব্যাধের বৃত্তি। অস্ত্রশিক্ষা তব
বধিতে কি নিরাশ্রয়ে? ধন্য বীরপণা।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল রণে জয় লভি,
অবশেষে বধে রত নিদ্রিত বিহগে।

যা হ'তে জনম তুই লভিলি পামর!
এই ক্ষুদ্র পক্ষী জাতি উদ্ভব তাহ'তে।
কি ফল লভিলি বল বধিয়ে এ সবে?
কি ধর্ম্ম লভিলি মোরে ক'রে অনাথিনী?
ওই শুন মম সম হারায়ে স্বজনে
আরো কত বিহঙ্গিনী কাঁদিছে কুলায়ে।
ও হৃদি গঠিল বিধি কোন্ উপাদানে?
লৌহে কি প্রস্তরে?—নহে অনল সংযোগে
অয়সার্দ্র, শিলাখণ্ড ভাঙ্গয় আঘাতে,
রাক্ষস হৃদয় সারে গঠিত ও হিয়া।
বিদ্ধ কর বক্ষে মোর শর ত্বরা করি,
ত্যজি ভবলীলা যাই নাথের সকাশে।
ভাঙ্গিয়া যাইছে বুক পারি না সহিতে।
এত কহি ভূমে পড়ি নীরবিল সারী—
উড়ি গেল প্রাণ-পক্ষী অলক্ষ্যে উড়িয়া।
এ দৃশ্যে বেদনা বড় পাইলাম প্রাণে
শুকাইল কণ্ঠ মম জাগিনু অমনি।

পুনঃ আজি দিবাভাগে দেখিনু স্বপনে,
জ্বলিতেছে খরতর অনলের রাশি,
স্পর্শিছে গগন গাত্র ভীষণ মূরতি,
হ'য়েছে উদ্যত যেন জগত গ্রাসিতে।
সে অগ্নির পাশে যায় কাহার শকতি?

দেখিনু চাহিয়া সখি, সে অনলালোকে !—
অন্তরীক্ষে লক্ষ লক্ষ রক্ষ বিহরিছে—
ব্যাদিত বদন, দন্ত লাঙ্গলের শ্রেণী,
সলিল—আবর্ত্ত আঁখি,—রথচক্র ঘন—
ঘূর্ণিত, মস্তক গিরি জঙ্ঘা তালতরু।
লৌহদণ্ড সমভুজ উদর তরণী,
সূর্প কর্ণ, ভীমনাসা-কামান সদৃশ।
এ সকল দেখি সখি, নয়ন মুদিনু !
আতঙ্কে কাঁপিল চিত্ত নারিনু চাহিতে।
বহুক্ষণ পরে নেত্র মেলিনু সভয়ে
আরনা দেখিনু কিন্তু সে অনলশিখা।
অবনী মণ্ডল আসি ঘিরেছে আঁধারে,
পশিছে শ্রবণে মাত্র শৃগালের ধ্বনি ;
এখনো স্মরিয়ে ভয়ে হারাই আপনা।
বুঝিলাম অনুমানে করেতে বর্ত্তিকা,
কে যেন কি অন্বেষিছে ধরা পানে চাহি।
দেখিলাম সে আলোকে দৃশ্য মর্ম্মভেদী—
প্রাণেশের কাটা মুণ্ড, শিহরিল হিয়া ;
চাহিনু চীৎকার দিতে স্বর না স্ফুরিল ;
অমনি বসিনু জাগি ধড়ফড় করি।

আর কতদিন কত দেখেছি স্বপনে
স্মরণ করিলে প্রাণ হয় আকুলিত—

দেখেছি কে যেন মোর আকর্ষিয়া কেশ,
তুলি শূন্য দেশে পুনঃ দিয়াছে ফেলিয়া—
ধরাতলে, একপার্শ্বে হাসিছেন হরি
অন্য দিকে ভীমসেন, রাজা যুধিষ্ঠির
মাদ্রী-পুত্রদ্বয়, পার্থ বীরচূড়ামণি।
চমকি উঠেছি জাগি, আবার দেখেছি—
ভীষণ শার্দ্দূল এক ধরেছে প্রাণেশে,
সুতীক্ষ্ণ দশনে ক্ষত বিক্ষত করিছে
দেহ তাঁর, খরতর নখর নিকরে।
রিক্তহস্ত, প্রতিকারে নাহিক শকতি।
অজস্র শোণিত স্রোত বহিতেছে বেগে,
করিছেন আর্ত্তনাদ ত্রাহি ত্রাহি স্বরে।
আর কটা ব্যাঘ্র তাঁর নাচিছে অদূরে,
চারিদিক্ ঘুরি ঘুরি ভয়াল আকৃতি।
অমনি কম্পিত প্রাণে উঠিয়াছি জাগি।
এক ভাবি আর দেখি কেন বা স্বজনি!
ভাবি তাই অবিরত বিষণ্ণ অন্তরে।
  শুনি এ সকল ভয়ে শিহরিল সখী—
দেখা দিল অশ্রুকণা নয়নের কোণে,
ভবিষ্যত অমঙ্গল জাগিল হৃদয়ে।
সে ভাব গোপন করি প্রবোধের ভাষে
কহিল স্বপ্নের দেখা সত্য কোথা কবে?

তন্দ্রাবেশে কত দিন হইয়াছি রাণী
৫৪] কতদিন ভ্রমিয়াছি ভিখারিণী বেশে।
বৃথা চিন্তা তব দেবি কহিনু নিশ্চিত!

পঞ্চম সর্গ

কর যোড় করি দূত কহিল কাতরে,
অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, যথা ভোজপতি—
কৃতবর্ম্মা, শুষ্ক মুখ চক্ষে জলধারা,
চাহি দ্রোণাত্মজ পানে গদগদ ভাষে,—
বীরেন্দ্র, কি কবে দাস যুদ্ধের কাহিনী!
অন্ধকার, বৃকোদর ভীম গদাঘাতে
এ কুরুকুলের গতি অধর্ম্ম আহবে
নিপতিত রণস্থলে অহো অসহায়ে!!
  কহিলেন অশ্বত্থামা চাহি বার্ত্তাবহে
ভাসিয়া নয়নাসারে, জলধর যথা
বজ্রাগ্নি আবরি বক্ষে বর্ষে সুধাধারা;—
দূতবর, ত্বরা কহ বিলম্ব না সহে!
কোন্ কোন্ বীর সেই রণ-রঙ্গভূমে

ছিল উপনীত, কেবা কি কথা কহিল,
কে কিরূপ আচরণ করিল তখনে।
সমর ত্যজিয়া আজি শ্রমাপনোদনে,
দ্বৈপায়ন হ্রদবারি করিয়া স্তম্ভিত—
যোগবলে, প্রবেশিলা তাহে কুরুপতি
পাণ্ডব পাঞ্চালগণ জানিল কিরূপে—
সে ঘটনা, কি কৌশলে উঠাইল তাঁরে?
  করযুগ যুড়ি দূত আবার কহিল,
দ্বৈপায়ন হ্রদকূলে যখন আপনি,
কথোপকথনে রত কুরুরাজ সহ
নীর লুক্কায়িত, তবে ব্যাধদল তথা
ছিল সমদৃশ্য ভাবে গুল্ম অন্তরালে,—
(ঘন অন্তরালে রহে অশনি যেমতি,
বিলে কিম্বা ভুজঙ্গম জীবন বিনাশী,)
—বৃকোদর মাংসবাহী, মিলি পরস্পরে
কহিল অস্ফুটরবে, পাণ্ডব শিবিরে
প্রকাশিলে এ ঘটনা পাব ধন বহু,
মোদের কপালে বুঝি প্রসন্ন বিধাতা
এতদিনে, শুভক্ষণে বাহিরিনু আজি
গৃহ হ'তে, শুভক্ষণে পোহাল রজনী।
নাহি রৌদ্র নাহি বৃষ্টি দারুণ হিমানী
সকল সময়ে এই পশু পাখী ধরা

ব্যবসায়, কিন্তু মরি কি দুঃখের কথা

একখানি ভাল বস্ত্র যোটেনা কপালে।

ছিলাম বিষণ্ন মনে চাহি অন্য দিকে
ভাবি হস্তিনার দশা, দেখি পরক্ষণে
নাহি ব্যাধ দল তথা, ছুটিয়াছে বেগে—
মাংসভার স্কন্ধে করি পাণ্ডব-শিবিরে
আনন্দ-সাগরে মগ্ন; ধাইনু পশ্চাতে,
ধরিতে নারিনু কিন্তু তথাপি তা সবে।
কহিলাম উচ্চৈঃস্বরে—ধনরত্ন দানে,
তুষিব ক্ষণেক কাল, তিষ্ঠ ওই স্থলে।
তাহারা কহিল ডাকি, না পারি তিষ্ঠিতে
মুহূর্ত্ত, উত্তীর্ণ আজি নির্দ্দিষ্ট সময়।
বৃকোদর মাংসবাহী আমরা সকলে
বিলম্ব হইলে ঘোর পড়িব বিপদে।

এত কহি ব্যাধদল চলি গেল ত্বরা
পাণ্ডব-শিবিরে, তার ক্ষণকাল পরে—
উচ্চরোলে রণবাদ্য উঠিল বাজিয়া।
প্রাস, ভল্ল, গদা, শক্তি, তোমর, পরশু,
শূল, শল্য, ধনুর্ব্বাণ, নারাচ, পরিঘ,
তীক্ষ্ণ ধার অসি, যাহে চমকে চপলা,
অসংখ্য উঠিল রথে সাজিল সারথি।

বীরেন্দ্রবৃন্দের ঘোর গভীর হুঙ্কারে

অবিশ্রান্ত রথচক্র ঘর্ঘর আরাবে
শ্রবণ বধির প্রায়, গরজে বারিধি
ভীমবাত্যা আন্দোলনে যেমতি প্রলয়ে !
চলিল পাণ্ডব পঞ্চ, পাঞ্চালদেশীয়
বীরবৃন্দ চতুরঙ্গ দল বল সহ,—
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র আর ক্ষত্র যত।
পূর্ব্ব মত পার্থ রথে অচ্যুত সারথি,
দাঁড়াইয়ে চারুঠামে অশ্বরজ্জু করে।
দ্বৈপায়ন-হ্রদতীরে দেখিতে দেখিতে
হ'ল উপনীত আসি নরপতি যথা।
 কহিলেন যুধিষ্ঠির কুরু নরনাথে,—
কেন ভাই হ্রদগর্ব্ভে লুক্কায়িত এবে ?
নরপাল কুলোত্তম দুর্য্যোধন তুমি
অরিন্দম, বসুন্ধরা কম্পিত সতত
প্রতাপে তোমার, কিন্তু কি লজ্জার কথা !
পলায়িত আজি তুমি পাণ্ডবের ডরে—
দুর্ব্বল, জনম তব শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রকুলে,
এই কি ক্ষত্রিয় রীতি ? চন্দ্রবংশ-রবি
তুমি, সেই পরাক্রম কোথা আজি তব ?
আহা প্রাণসম প্রিয় ভ্রাতা ঊনশত,
তাদের তনয়গণ, ক্ষত্র অগণন
মহা ধনুর্দ্ধর ; দিয়ে সমর-সাগরে

বিসর্জ্জন, ক্রূরমতি এখনো বাসনা
রাজ্যভোগে, চিত্ত গড়া কোন্ উপাদানে
তোমার? এ সাধ সিদ্ধ না হবে কদাপি।
নিশ্চয় জানিহ তুমি এ পঞ্চ-কণ্টক—
উৎসারণ বিনা কভু না পূরিবে আশা।
ভার্গব বিজয়ী ভীষ্ম শরশয্যাশায়ী
ভৈরব সদৃশ; দ্রোণ আচার্য্য সুমতি,
বীর ভ্রাতা ঊণশত তব আজ্ঞাকারী,
বাহ্লিক শকুনি, শল্য, কর্ণ, জয়দ্রথ,
ভগদত্ত ভূরিশ্রবা আদি যোধ যত—
(যাহাদের ভুজবলে সন্ত্রাসিত দেবে)
—বজ্রসার নিরমিত রণ পোতাবলী
পাণ্ডব-পর্ব্বত স্পর্শে চূর্ণীকৃত এবে;
পড়ে কিহে মনে তব সে সকল যোধে?
পড়ে কিহে মনে সেই আত্মজ লক্ষ্মণে
প্রিয়তম? স্মরি যারে এ পরাণ কাঁদে
তব শত্রু, তুমি কিন্তু ভীত প্রাণ ভয়ে
বিপুল কৌরবকুল ডুবায়ে অতলে,
জীবন-প্রবিষ্ট এবে রক্ষিতে জীবনে।
উঠ উঠ হ্রদগর্ভ পরিহরি ত্বরা।
দর্প অভিমান আর্জি লুকাইল কোথা—
ভ্রাতৃবর, মানীর কি এই কার্য্য শেষে!

জনমি ক্ষত্রিয়কুলে তুচ্ছ প্রাণ লাগি
সংগ্রাম বিমুখ যেই অধম দুর্ম্মতি,
নিশ্চয় তাহার গতি নিরয়ে চরমে।
জানি হে শাস্ত্রজ্ঞ তুমি কেন ভ্রান্তি এত ?—
রণে ভঙ্গ দিয়ে এই হ্রদ জলতলে
অবস্থান ; অনুদিন ঘৃণিবে যে লোকে।
সম্মুখ-সমরে পাপ জীবন তেয়াগি,
পাণ্ডব-সৌভাগ্যবর্ম্ম দেহ পরিষ্কারি ;
কিম্বা ভুঞ্জ সুখে রাজ্য নাশি আমা সবে।
অবলম্বি দুঃশাসন কর্ণ শকুনিরে
আপনাকে নিরন্তর ভাবিতে অজেয়।
কুকর্ম্মের অনুষ্ঠানে আনন্দ লভিতে,
প্রতিফল ভোগ তার করিছ দুর্ম্মতি।
পলাইলে পরিত্রাণ না পাবে কদাপি।
হ্রদবারি পরিহরি উঠ আসি তীরে ;
দেখাও আপন শৌর্য্য জগত্ সমীপে।
হ্রদগর্ভ হ'তে জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবে সম্বোধি
কহিলেন নরপতি বীরোচিত ভাষে,—
শঙ্কা সঞ্চারিত হওয়া অন্যের অন্তরে
নহে সে বিচিত্র, কিন্তু রণে সন্ত্রাসিত
দুর্য্যোধন, হেন নীচ অন্তর তাহার,—
নহে কি স্বপ্নের কথা এ তব কৌন্তেয় ?

সংগ্রামে বিনষ্ট মম রথাশ্ব সারথি,
৬০] সেনাকুল, অস্ত্রশস্ত্র শ্রেষ্ঠতর যাহা,
পরিশ্রান্ত রণে, তাই বিশ্রামার্থ হেথা
ক্ষণতরে, পলায়িত নহি জলতলে।
অণুমাত্র ভীতি স্থান না পায় এ হৃদে।
টলে কি সুমেরু-চূড়া ভেক-পদাঘাতে?
সশঙ্কিত শঙ্কা যার অগ্নি সমতেজে
ভীত আজি সেই কিহে পাণ্ডব শলভে?
ভ্রান্ত তুমি, একবার ভাবি দেখ মনে
কে ভয় বিহ্বল, এই সব যোধ মিলি
একা দুর্য্যোধন সহ সংগ্রামের তরে—
উপনীত; সাহসের যাই বলিহারি।
আর ভাবি দেখ মনে, লজ্জাহীন কেবা?
তিষ্ঠ ক্ষণকাল হেথা, শ্রমাপনোদনে
উঠি সমরের সাধ মিটাইব তব।
বীররত্নশূন্য এই পৃথ্বী উপভোগে
নাহি অভিলাষ আর জানিহ নিশ্চিত।
এখনো যে শক্তি মম এ দেহ বিশালে,
পরাজিতে পারি ক্রমে পাঞ্চাল পাণ্ডবে!
অবলম্বি মাস চয়ে বর্ষ চলে যথা
ধর্ম্মরাজ, ভাগ্য মম প্রতিকূল এবে!
দেবতা বিপক্ষ তাহে কে আর রক্ষিবে?

প্রাণের অধিক পুত্র, সোদর নিচয়
ইন্দ্রসম শৌর্য্যশালী, অটল আহবে
নহিলে হারাই কি হে দেখিতে দেখিতে ?
স্বপ্ন প্রাপ্ত রত্ন যেন চেতনা সংযোগে।
নাহিক বাসনা আর ঐহিকের সুখে
অনিত্য, নাহিক সাধ সংসার-নরকে
তিষ্ঠিতে মুহূর্ত্ত তরে, হয়ে বনচারী
জীবনের অবশিষ্ট করিব অতীত।
বীরশূন্য শোকপূর্ণ রাজ্য ভুঞ্জ তুমি।
দৈবের নির্ব্বন্ধ এই জয় পরাজয়,
মতিচ্ছন্ন জন ভিন্ন কে না বুঝে তাহা ?
জ্ঞানবান্ বলি তোমা বাখানে সকলে,
এই কি জ্ঞানীর বাক্য ? ঘোর বর্ব্বরতা
প্রকাশিছ আজি এ যে, দুঃখে পায় হাসি।
একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য কুরুদলে
অমিত তেজস্বী, যুদ্ধে সুনিপুণ সবে।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ শল্য অশ্বত্থামা,
ভূরিশ্রবা ভগদত্ত জয়দ্রথ আদি,
নেতা যার, সেই এবে দীন দৈববশে।
ভুবনবিজয়ী ভীষ্ম ভীত যাঁর ভয়ে
অমর, মরণ যাঁর ইচ্ছার অধীনে,
কেন তাঁর মৃত্যু ইচ্ছা এ সংগ্রামকালে

ভয়ঙ্কর, এ ভারত-কানন-কেশরী—

৬২] সমরে পাতিত করে শান্তনু আত্মজে

কার শক্তি হেন বল এ মহীমণ্ডলে,
কুটিল বিধির সেই কুচক্র বিহনে?
যাঁর অঙ্কে অঙ্কে তোরা লালিত শৈশবে
পিতৃহীন পঞ্চব্যাধ, যেই পিতামহে
পিতৃ সম্বোধনে দগ্ধ করিতিস্ সদা,
চক্ষুজলে বক্ষ যিনি ভাসা'তেন কাঁদি
অজস্র, অধৈর্য্য হ'য়ে শোকের দহনে;
বল দেখি কোন্ প্রাণে বধিল তাঁহারে
ফাল্গুনী, নিরস্ত্র যবে শিখণ্ডী-দর্শনে।
যে তরুতে নীড় বাঁধি বাস করে পাখী
ব্যথিত হৃদয়ে ডাকে সে তরু-নিধনে।
আশ্রয় পাদপ নাশি তোরা রে দুর্ম্মতি।

অস্ত্রবিদ্যা শিখাইলা যত্নে সবাকারে
দ্রোণাচার্য্য, তোমা সবে সমধিক স্নেহে,
কোন্ প্রাণে কহ দেখি কহিলে তাঁহারে—
"অশ্বত্থামা হত" জানি মৃত্যু শর তাঁর
মিথ্যা বাক্য, বাহাদুরী বটে পদে পদে।

শুনি সকলের মুখে সত্যনিষ্ঠ তুমি,
কেমন সত্যের ধ্বজা উড়া'লে জগতে?
বলিহারি, শোকে তিনি ম্রিয়মাণ যবে

কম্পিত সে দেহযষ্টি, নেত্র নিমীলিত,
জীবন-রক্ষণে যবে নিশ্চেষ্ট, তৎকালে
ক্রূরমতি ধৃষ্টদ্যুম্ন অধম পাতকী
খড়্গাঘাতে বধে তাঁরে। "একি একি" বলি
নিষেধিল কত কৃষ্ণ, ফাল্গুনী, সাত্যকি
তোমার বদনে কিন্তু না স্ফুরিল কথা,
ধন্য ধর্ম্মপুত্র তুমি ধর্ম্ম অবতার।
বিনোদ জলদে যথা রহে লুক্কায়িত
কুলিশ, জীবনহন্তা, কৌটিল্য তেমতি
তোমার, বচনে সুধা গরল অন্তরে।
ধর্ম্মরাজ, গুরুবধ ব্রহ্মবধ সাধি!
ভ্রূক্ষেপবিহীন এবে রাজ্যলালসাতে।
ধর্ম্ম উপদেশ তুমি দাও সবাকারে,
হয় না কি আত্মগ্লানি এ অকার্য্যে তব?
ধর্ম্ম আবরিত পাপ ভয়াল যেমতি,
অনাবৃত পাপ নহে তাহার সদৃশ।
নৃপতির বিষ মাখা বচন নিচয়ে
মর্ম্মাহত ধর্ম্মাত্মজ! চক্ষে জলধারা,
কণ্ঠ অবরুদ্ধ প্রায়, কহিলেন ধীরে—
দুর্য্যোধন, মিথ্যা নহে তব বাক্যাবলী!
যে সিন্ধু মথিত সদা চণ্ড ঝঞ্ঝাবাতে,
দুর্ব্বাক্য বাতাসে তার কি হইবে বল?

জীর্ণ দেহ পিতামহ এ বৃদ্ধ বয়সে,
৬৪] তোমার পরুষ বাক্যে ব্যথিত অন্তরে,
বিষবৎ তব অন্ন ত্যাগের মানসে,
মৃত্যু ইচ্ছা করি তার সন্ধান কহিলা;
নতুবা কাহার শক্তি বিমুখে তাঁহারে?
সে শীর্ণ-সিতাদ্রিচূড়া যখন ভাঙ্গিল!
নিদারুণ শোকাঘাতে অবসন্ন সবে—
পাণ্ডব পাঞ্চালগণ সাত্যকি সুমতি
বাসুদেব; হাহাকারে পূর্ণ হ'ল দিশি।
বিশেষ এ পাণ্ডবের বাল্যের আশ্রয়;
তাহাদের প্রাণে যাহা বিধাতা তা জানে।
সাগর সলিল মাঝে ডুবিলে তরণী
যাহার আশ্রয়ে ভাসি যায় রে আরোহী
কূল অভিমুখে, তিনি মোদের তেমতি।
দুর্য্যোধন! আশৈশব দিলে যে যাতনা,
জর্জ্জরিলে অপমান যে বৃশ্চিক বিষে,
প্রকাশিতে করে প্রাণ আকুলি বিকুলি
পুনঃ তাহা, ভবিষ্যৎ গাইবে এ গীতি।
তোমার এ কীর্ত্তি কথা ঘুষিবে জগৎ
অনুদিন, না ধুইবে কালের প্রবাহে;
প্রলয় পয়োধি জলে না ডুবিবে কভু;
প্রবল ঝটিকা বেগে না যাবে উড়িয়া;

হইবে না বজ্র বিদ্ধ, অগ্নি না দহিবে।
ভীষ্মের মৃত্যুর মূল নহ কি হে তুমি?
জিতেন্দ্রিয় দ্রোণাচার্য্য সমরে অজেয়,
এ বিপুলকুলে অস্ত্রশিক্ষাগুরু তিনি,
তপোনিষ্ঠ, সত্যপ্রিয়, কে না তাহা জানে?
শতবার তাঁর পদে উদ্দেশে প্রণমি।
মিলি সপ্তরথী যবে বধিল বালকে,
বজ্রসম শরজালে বিদ্ধ করি তারে
অসহায় অস্ত্রহীন, আচার্য্য তাহাতে
একরথী, এ যুদ্ধ কি ধর্ম্মানুমোদিত?
দ্রোণ-বধে করি নাই প্রয়োগ কদাপি
মিথ্যাবাক্য, ভাগ্যবশে ঘটেছে তাহাই।
ধৃষ্টদ্যুম্ন নিদারুণ অসির প্রহারে—
হারাইলা প্রাণ তিনি, পাণ্ডব-সেনানী
দ্রুপদের যজ্ঞোদ্ভূত দ্রোণবধ তরে;
কার সাধ্য রোধে ভবে দৈবের এ গতি?
পর্ব্বত পরের দোষ ভাব চিরদিন
ক্ষুদ্রতর, তৃণসম, দোষ আপনার—
সুবৃহৎ, আর কিছু না চাহি বলিতে;
উঠ উঠ জল ত্যজি বিলম্ব না সহে।
অপরাহ্ণ দিবা এবে, রণ দেহ ত্বরা।
দুর্য্যোধন! সিন্ধুগর্ভে শূন্যে রসাতলে,

কোথাও নিস্তার নাই পলায়নে তব।
এত শুনি নরপতি মথি বারি রাশি
উঠিলা সে তটদেশে ভীষণ মূরতি
মৈনাক পর্ব্বত যেন সাগর ত্যজিলা!
শত শত ক্ষত অঙ্গে সহস্রাক্ষ যেন,
একা বহু শত্রুসহ সংগ্রাম মানসে।
নাহিক ভীতির লেশ, পাণ্ডবীয় চমূ
তৃণবৎ বোধ যেন, উপেক্ষা নয়নে।
কহিলেন যুধিষ্ঠিরে ঘৃণায় হাসিয়া—
একের কি সাজে রণ সহস্রের সাথে
নিরস্ত্র, বিরথ, হীন ঘোটক সারথি।
কহিলেন যুধিষ্ঠির, ইচ্ছা যার সহ
কর রণ দুর্য্যোধন আহ্বানি তাহারে।
যুঝিবে না তব সঙ্গে এক জন বিনা
দুই যোধ, তাহে শঙ্কা না করিহ মনে;
একের অভাবে সবে যাবে বনবাসে
পাণ্ডব, সাম্রাজ্যে এই তৃণজ্ঞান করি।
অশক্ত যদ্যপি, হও ত্বরা ধরাশায়ী।
সমবেত বীরবৃন্দ সমরের সাধে
নহে উপনীত হেথা, অনার্য্যের মত
একের সহিত কভু বহু না যুঝিবে।
প্রণম পাণ্ডব বাক্যে পুণ্ডরীক-আঁখি

হৃষীকেশ, ভীত ভাবে কহিলা অস্ফুটে
ধনঞ্জয়ে, ম্লানমুখ সান্ধ্য ইন্দীবরে—
একি কথা কহিলেন ধর্ম্মাত্মজ এবে
নির্ব্বোধের মত পার্থ, বুঝিতে না পারি!
নিবে যে এ হোমবহ্নি পূর্ণাহুতি দিনে।
পাণ্ডব সৌভাগ্য সূর্য্য জানি না কি পাপে
হয় অস্তমিত, এ যে উদয়ের কালে,
ললাট নিয়তি সথে কে খণ্ডা'বে ভবে?
বুধশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির বিখ্যাত ভুবনে,
তার মুখে হেন বাক্য-সাগরে সাহারা,
কিম্বা বজ্র বিনির্গত বিধুর বদনে।
তরঙ্গ নিমগ্ন তরি হায় কত ক্লেশে,
অনাহারে অনিদ্রায় সিঞ্চি জলরাশি
বাঁধিলাম তটদেশে, পুনঃ এই ডুবে।
অনুমানি নরপতি হাসিয়া অধরে
কেশবের বাক্যাবলী—গূঢ়মর্ম্ম যত,
কহিলা হে দ্বারকেশ বুঝিনু সকলি!
হইয়াছ ভীত অতি, শুষ্ক মুখখানি,
প্রখর মার্ত্তণ্ড তাপে কুমুদ যেমতি—
সরোবরে, শ্যেন ডরে কপোত অথবা।
একা দুর্য্যোধনে ভীতি পাণ্ডব-পাঞ্চালে
তোমা সহ, ধন্য আমি এ মহীমণ্ডলে।

সহ গজ যূথ যথা গজেন্দ্র কাননে,
সন্ত্রস্ত সম্মুখে হেরি ভীম বনরাজে,
তেমতি সভয় সবে একা দুর্য্যোধনে।
অভয় প্রদান তোমা করিতেছি আমি
গোবিন্দ, যুদ্ধার্থে কভু নাহি আহ্বানিব!
একা ভীম বিনা অন্যে জানিহ নিশ্চিত।
সহদেব নকুলেরে কেমনে চাহিব
বালক, নিপুণ নহে গদায় ফাল্গুনী,
অনভিজ্ঞ ধর্ম্মাত্মজ কেনা জানে তাহা
গদাযুদ্ধে, শঙ্কা কৃষ্ণ পরিহর তুমি।
এ অকার্য্য যদি আমি সাধি রণস্থলে
বাসুদেব, ভীরু বলি হ'ব অবজ্ঞাত!
গন্ধর্ব্ব, দনুজ দৈত্য যক্ষ দেব নরে।
কেন এ সমর? নাহি অজ্ঞাত আমাতে,
বুধশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির সব পরিজ্ঞাত
অন্তরের কথা মম স্বীয় প্রজ্ঞাবলে।
ভ্রাতৃহন্তা বৃকোদর দুর্দ্দান্ত দুর্ম্মতি
এক মাত্র লক্ষ্য সেই জাম্ববতী পতে!
দেখিব কেমন যুদ্ধ করে ভীমসেন,
কত কি কৌশল জানে গদাসঞ্চালনে
ঘোর দন্তী, কত বল ধরে ভুজযুগে;
বড় কৌতূহল মম বুঝিতে তা সহ।

উভয়ের গদা যুদ্ধ বসি দেখ তুমি।
যে কৌশলে কৌরবের গৌরব-চন্দ্রমা,
এ পাণ্ডব রাহুগ্রস্ত জনমের মত,
যে কৌশলে পিতামহ শর-শয্যাশায়ী
এ কুরুকুলের চূড়া ভার্গব-বিজয়ী ;
সে কৌশলে অসম্ভব নাহি আর কিছু।
করী বদ্ধ সূক্ষ্মতম ব্রততী বন্ধনে,
সন্তরণে সিন্ধু পার, ভুজগের শিরে
ভেকের নর্ত্তন,—ফণী—গরুড় মস্তকে,
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ আদি ছিন্ন করা করে—
অসম্ভব সে কৌশলে নহে জানি তাহা।
কাপুরুষ সম যদি সহদেব সনে
সমরে নিরত হই কি কহিবে লোকে,
কি বলি প্রবোধ দিব আপনার মনে।
পেতে পারে সেও ত্রাণ এ চাতুর্য্য বলে।
চাহিয়ে ভাস্কর পানে কহিলা সোৎসাহে—
নাহি আর প্রয়োজন বৃথা কাল ক্ষয়ে
হও যুদ্ধে অগ্রসর বৃকোদর ত্বরা।
হেন কালে আরোহিয়া সুদৃশ্য স্যন্দনে
হইলেন উপনীত বলভদ্র বলী,
সচল উদয়াচলে নিশামণি যেন
উদয় হইলা আসি, দিশি উজলিয়া।

নিরখিয়া বলদেবে কেশব আপনি
৭০] হইলা প্রণত পদে সস্মিত বদনে ;
আর যোধবৃন্দ যত সম্পর্কানুসারে—
করিলেন আপ্যায়িত হর্ষোৎফুল্ল মুখে।
সজলাক্ষে কুরুরাজ কহিলেন তাঁরে
অবরুদ্ধ কণ্ঠে শির অবনত করি,
সঙ্কর্ষণ, কোন দোষে দোষী তব পদে !
এ দাস, সমর শেষে উপনীত আজি
এ প্রাণ প্রয়াণ কালে হ্রদতটভূমে।
বড় সাধ ছিল মনে থাকিবে শিবিরে
তুমি, ওই বৃক্ষতলে বসিয়া সকলে
নিবারিব রণক্লেশ, বিধি প্রতিবাদী
মম প্রতি বলভদ্র, কি আর কহিব !
অর্জ্জুন-সারথি কৃষ্ণ, হিতাকাঙ্ক্ষী সদা
পাণ্ডবের, বিনাশিলা কুমন্ত্রণা শরে
কুরুকুল, বরিত না সারথ্যে তোমারে
দুর্য্যোধন, নীচকার্য্যে ও মুখ নিরখি,
আশ্রয় করিয়া তব শকতি অমিত,
যুঝিত কৌরব-চমূ শতগুণ তেজে।
গদাশিক্ষাগুরু তুমি মম কর্ম্ম-বশে—
এ সংগ্রামকালে অহো তীর্থ-পর্য্যটনে।
চলিল নয়নধারা হৃদয় বহিয়া

সুবর্ণশিখরে যেন নির্ঝর ছুটিল।
কুরুরাজ বাক্যাবলী শুনি, নত মুখে
বলভদ্র, চক্ষু জলে বক্ষ ভাসাইলা;
নীরবে মুছি সে জল, কহিলা গম্ভীরে,—
যুদ্ধ উপযুক্ত নহে হ্রদতটভূমি;
যোধবৃন্দ, চল সবে স্যমন্ত-পঞ্চকে!—
ব্রহ্মার উত্তর বেদী পুণ্যময় স্থলে।
যুদ্ধে প্রাণ ত্যজি নর যে কুরু-জাঙ্গলে
হয় সুরলোকগামী; শুনি এ বারতা
চলিলা সকলে মিলি স্যমন্ত-পঞ্চকে,
যুদ্ধার্থী বীরেন্দ্রদ্বয় ভীম গদা করে।
হেরি কুরু-নরনাথে অনাথের মত,
বজ্র যেন বক্ষঃস্থলে প্রবেশিল মম।
এত কহি বার্ত্তাবহ কাঁদিল নীরবে,
অজস্র দ্রৌণির নেত্র অশ্রু উগারিল।

ষষ্ঠ সর্গ

মুছিয়া নয়ন জল আবার কহিল
বার্ত্তাবহ, রণাঙ্গনে স্যমন্ত-পঞ্চকে
বীরবৃন্দ ত্বরাগতি হ'ল উপনীত।
যবে আসি প্রবেশিনু সমর প্রাঙ্গণে,
দেখিনু পাণ্ডব মুখে বিষাদ কালিমা,
বিষাদ-নিমগ্ন কৃষ্ণ যদুকুলপতি ;
সবার বদনে আর প্রফুল্লতা মাখা।
উপবিষ্ট রাম কৃষ্ণ বিচিত্র আসনে,
কিবা মনোহর শোভা যাই বলিহারি,—
এক দিকে বিকসিত নীলাম্বুজ রুচি,
শুক্ল সরোরুহ ফুল্ল সাজে অন্য দিকে ;
এক দিকে নীলকান্ত মণি ঝলমলে,
শোভে অন্য দিকে চারু সূর্য্যকান্ত মণি ;
এক দিকে কালিন্দীর সুনীলাম্বুরাশি,
জাহ্নবী স্ফটিকতোয়া বিহরে অপরে,
গভীর জ্ঞানের ক্রীড়াক্ষেত্র এক দিকে,
সারল্য নির্ঝর অন্যদিকে বহমান ;

এক দিকে পৌর্ণমাসী শশাঙ্কের বিভা,
উষার বিমল জ্যোতি সুনীল অম্বরে
অন্যদিকে ; চারুনেত্র শ্রীমুখ-মণ্ডলে।
চতুর্দ্দিক্ বীরবৃন্দ—সম্বেষ্টিত দোহে,
মৃগাঙ্ক যুগল যেন তারকায় ঘেরা।
এ কুরু-কুলের ক্ষয় সাধিল কৌশলে,
যে পার্থ-সারথি কৃষ্ণ কংস-দাস-সুত,
সতত নিরখি যারে রত নীচ কাজে,
কিন্তু হেরি তারে কেন হারাই আপনা ?—
নিমজ্জিত হয় চিত্ত সেরূপ সাগরে,
কি যেন অদ্ভুত শক্তি আছে তার মাঝে।
বঙ্কিম নয়ন-যুগ, কটাক্ষ বিলোল
না পূরয় সাধ হেরি ; সেরূপ বিধাতা
কি দিয়ে গঠিল চক্ষু ফিরে না নিরখি।
ইচ্ছা হয় অনুদিন পূজি দাস হ'য়ে
সে রক্তাভ পদ দুটী কমল-লাঞ্ছিত।
কহিলেন অশ্বত্থামা চাহি দূতবরে—
সব পরিজ্ঞাত আমি না চাহি শুনিতে
অন্য কথা, যুদ্ধবার্ত্তা কহ ত্বরা করি,
স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ তুমি করিয়াছ যাহা।
এত শুনি বার্ত্তাবহ কৃতাঞ্জলি পুটে,
ম্লান মুখে আরম্ভিল যুদ্ধের কাহিনী,

—কহিল রাজেন্দ্র গাত্র তনূত্র মণ্ডিত,
৭৪]   সুবর্ণ উষ্ণীষ শিরে বিখচিত মণি—
বহু মূল্য, যেন সেই শিখর সুমেরু
মনোহর, বৃকোদর সাধারণ বেশে,
অজস্র ক্ষরিছে স্ফূর্ত্তি বদন-মণ্ডলে—
কিন্তু তার, শ্রীকপোলে বিষাদ কালিমা।
উভয়ে উভয় প্রতি গরজিলা রোষে ;
কটুভাষা—বিষদিগ্ধ ঈষিকা ছুটিল
পরস্পরে, বক্ষ ভেদ করি মুহুর্ম্মুহুঃ
হুঙ্কারে কম্পিত করি সঘনে ধরণী।
অনল-আলয় আঁখি, কটাক্ষ কুটিল
কালকূট মাখা যেন, ভয়াল দর্শন।
দগ্ধ হ'ল উভ দিক্, অজগর সম—
গভীর আরাবে নাশা গরজিল মুহুঃ।
উভয়ে উভয় বীরে আহ্বানিলা রণে
ভীম গদা করে, এক করিণীর আশে,
ছুটিল করীন্দ্র যুগ যেন রে শরতে—
মদস্রাবী, ক্ষিপ্র পদে ধাইলা উভয়ে
এখনো সে মূর্ত্তি স্মরি কাঁপি উঠে হিয়া।
কহিলেন নরপতি চাহি যুধিষ্ঠিরে
স্থির চিত্তে বসি দেখ যোধবৃন্দ সহ
ধর্ম্মরাজ, উভয়ের যুদ্ধ কুশলতা ;

ন্যায়ান্যায় বিচারের ভার তব প্রতি।
এত কহি কুরুপতি বৃকোদর সনে,
হইলেন রণে রত কাঁপিল বসুধা,
চমকিল সৌদামিনী গদা সঞ্চালনে।
দুই খণ্ড মেঘ যেন অম্বর তেয়াগি
ক্রীড়ারত, কুরুক্ষেত্র সমর অঙ্গনে,—
ঘোর গরজন তার হুহুঙ্কার ধ্বনি,
অশনি-ভীষণ গদা, নিষ্পেষণোত্থিত—
অগ্নিকণা ইরম্মদ, বৃষ্টি লোহ ধারা।
অমর অধিপে কিম্বা তপে তুষ্ট করি,
লভি এ অচল যুগ্ম পক্ষ পুনরপি,
ক্রীড়ায় নিরত এই স্যমন্ত-পঞ্চকে।
করিলা প্রহার গদা বৃকোদর শিরে
কুরুরাজ, নিবারিত হইল অচিরে।
পরক্ষণে ভীমসেন প্রহার ভীষণ
হইল নিস্ফল, হেন যুদ্ধ বহুক্ষণ,
অণুমাত্র কৃতকার্য্য কেহ নহে রণে।
অনন্তর প্রহারিলা রোষে নরপতি
ভীম বক্ষঃস্থলে গদা, ভূধর কাঁপিল
কুলিশ আঘাতে যেন, বিচেতন প্রায়
বৃকোদর,—পরক্ষণে অন্ধ হ'য়ে ক্রোধে,
প্রহারিলা কুরুরাজ-পার্শ্ব দেশে গদা,

মূর্চ্ছিত হইলা রাজা সে ভীষণাঘাতে।
৭৬] ক্ষণপরে লভি সংজ্ঞা, সিংহনাদ শুনি
বিপক্ষের, অতি ক্রোধে, অধৈর্য্য হইয়া
ভীমসেনে মুহুর্ম্মুহু কটাক্ষ নিক্ষেপি
সুতীক্ষ্ণ, হানিলা গদা ললাট ফলকে।
কিন্তু না হইলা ভীম বিচলিত তাহে।
অনন্তর বৃকোদর লৌহ গদাঘাতে,
ধরাতলে নিপতিত হইলা নৃপতি;—
বায়ুবেগ-বিপাটিত কুসুমিত তরু
ঘূর্ণিত হইয়া যেন পড়িল ভূতলে।
সংজ্ঞা লভি কুরুরাজ শিক্ষা-নিপুণতা
প্রদর্শিয়া নানারূপ, ভীমসেন শিরে,
প্রহার করিলা গদা কাঁপাইয়া মহি,
ধরায় পড়িল ভীম সে ভীম প্রহারে।
পুনঃ গদাঘাতে তার কবচ ভেদিলা।
বিপক্ষ কুলের মুখ শুকাইল তবে।
পতন উন্মুখ হেরি তরঙ্গে তরণী
আরোহীর মুখ যথা শুষ্ক প্রাণভয়ে।
কাতরে কহিলা কৃষ্ণ চাহি ধনঞ্জয়ে,
মনে কিহে পড়ে তব সে সব ঘটনা?—
লাঞ্ছিত পাঞ্চালী যবে সভার মাঝারে!
দেখাইল উরুদেশ নীচ জন সম

দুর্য্যোধন, বৃকোদর সেই অপমানে
করিল প্রতিজ্ঞা এই,—"ওই উরু ভাঙ্গি
এ অপমানের শাস্তি অবশ্য করিব"
রক্ষিতে নহিবে দোষী সে প্রতিজ্ঞা এবে,
নিরয় নিকট কিন্তু তার অপলাপে।
স্মরি জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবের প্রতিজ্ঞা দুষ্কর
কাঁপিছে অন্তর মম থর থর থরে—
"একের অভাবে সবে যাব বনবাসে
রাজ্য ত্যজি, যারে ইচ্ছা আহ্বান তাহারে"
ভীমে বিচেতন আজি হেরিয়ে নয়নে
জাগিছে বিজয় লাভে কতই সন্দেহ।
কে হইবে সমকক্ষ হে পার্থ পৃথ্বীতে
গদাযুদ্ধ-বিশারদ কুরুরাজ সহ ?
  সংজ্ঞা লভি ভীমসেন আরম্ভিলা রণ
ঘোরতর, উরুদেশ দেখায়ে ফাল্গুনী,
সঙ্কেতিলা ভীমসেনে কৃষ্ণের আদেশে।
ছুটিল সে বৃকোদর—বিদ্যুত গতিতে,
লৌহময়ী গদা করে কুরুরাজ পানে।
ক্রোধে দংশি ওষ্ঠাধর কুরু-নরপতি,
ভীমের প্রহার ব্যর্থ করিবার তরে,
উল্লম্ফি উঠিলা উর্দ্ধে; চক্ষু পালটিতে
উরুদেশে ভীমসেন প্রহারিল গদা।

ভাঙ্গিলরে কল্প বৃক্ষ অশনি অঘাতে,
৭৮]
অন্যায় সমরে আজি স্যমন্ত-পঞ্চকে।
হইলেন পাংশু জালে লুণ্ঠিত নৃমণি।
হৈম ধরা—ধরে যেন গৈরিকের রেখা
রক্ত ধারা, সসাগরা ধরা যাঁর করে
তিনি আজি নিরাশ্রয়ে রণ-রঙ্গভূমে ;
বেদনা বিদীর্ণ প্রাণ কম্পান্বিত তনু ;—
কাঁপে যথা পূর্ণিমার রাহুগ্রস্ত শশী।
একাদশ অক্ষৌহিণী-বাহিনী যাঁহার,
তাঁহার দুর্গতি এই অহো কি সন্তাপ !!
অষ্টাদশ দিনে সৈন্য রথ অশ্ব গজ,
কালের ফুৎকারে কোথা গিয়াছে উড়িয়া।
জীবন গমনোন্মুখ, কিন্তু কি কহিব,
দুর্দ্দান্ত ভীমের ক্রোধ অনল তাহাতে—
না হইল নির্ব্বাপিত, মূঢ় জন সম
আঘাতিল বামপদে নৃপতি মস্তকে
বারম্বার, কড় মড়ি দন্ত, পুনঃ পুনঃ
চাহিয়া আরক্ত নেত্রে, অধর দংশিয়া
কহিল, রে নরাধম দিয়াছিস প্রাণে
যে বেদনা, জীবনান্তে ঘুচিবে না তাহা।
মরমের প্রতিস্তরে রহিবে অঙ্কিত
জন্ম জন্মান্তরে সেই বিষময় রেখা।

অন্নে বিষ মিশাইয়া প্রাণ নাশ তরে
খাওয়াইলে, জতুগৃহ দহিলে আগুনে
করিলে নৃশংস কার্য্য কত প্রতি পদে।
না শুনিলে বিদুরের হিতকর বাণী
সমদর্শী প্রজ্ঞাবান্ প্রধান সচিব।
অবহেলি কৃষ্ণ বাক্য অবহেলি ব্যাসে,
পদে ঠেলি গান্ধারীর হিত-বাক্যাবলী,
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাদির বাক্য ঠেলি পদে,
পঞ্চখানি গ্রাম দানে হইলে কুণ্ঠিত !
কহিলে সূচ্যগ্র ভূমি না দিব পাণ্ডবে
বিনা যুদ্ধে, জ্ঞাতি তুমি নহে অসম্ভব
তব পক্ষে হেন বাক্য, নাহি দুঃখ তাহে ;
একবস্ত্রা রজঃস্বলা দ্রুপদ-নন্দিনী
পাণ্ডবের প্রিয় পত্নী, তোদের পামর
খুল্লতাত-পুত্রবধু, সভার মাঝারে
তার অপমান, অহো স্মরিয়ে যখনি
দারুণ বৃশ্চিক দংশে মরমের মাঝে ;
বিষ-দিগ্ধ বজ্র যেন পশে হৃদিমূলে।
ঘৃণা লজ্জা অভিমানে ইচ্ছা হয় হেন,
বিসর্জ্জন করি প্রাণ গরল ভক্ষণে।
জানিনা ক্ষত্রিয় সহে এরূপ যাতনা
কেমনে,—দেখায় মুখ মানব-সমাজে।

পাষাণ-গঠিত বক্ষ তাই বেঁচে মোরা।
৮০] আর ধর্ম্মাত্মজ আজ্ঞা অনুগামী সদা
সহিষ্ণুতা—পারাবার ক্ষমার অম্বুধি।
এ কুলকুঠার তুমি ক্রমে কুলনাশি
আপনি অকূলে এবে স্যমন্ত-পঞ্চকে;
কিন্তু হেথা আমি তোমা না দিব তিষ্ঠিতে।
পাপময় দেহ তব না ছুঁইব করে,
স্থানান্তরে নিয়া তোমা যাইবে চণ্ডালে।
এ কুরুজাঙ্গালে প্রাণ ত্যজি পাপমতি,
বাসনা করেছ স্বর্গ গমনের তরে?
নহিবে সক্ষম তাহে, দুষ্ট দুঃশাসনে—
না করিনু স্থানান্তর, ঘোর যুদ্ধকালে
বিস্মৃতির বশে, কিন্তু জ্বলিতেছি এবে
নিদারুণ আত্মগ্লানি কাল-কূটাগ্নিতে।
এত শুনি নীর-নিমজ্জিত নেত্রযুগে,
কহিলেন যুধিষ্ঠির সদাগতি-সুতে—
কেন ভাই হেন নীচ কার্য্যে রত তুমি?
করিতেছ পদাঘাত কুরুরাজ শিরে।
অহো, যে মস্তক তলে শত শত রাজা—
নতশির, নাহি স্বাজে এ অবমাননা
তাহার, আপন দেহ অকীর্ত্তি কর্দ্দমে—
বৃথা লিপ্ত কর কেন বুঝিতে না পারি।

তীব্র বেদনায় আহা! ওই যে কাঁপিছে
সুযোধন, চন্দ্র যথা গ্রহণের কালে।
নিশার কমলসম ম্লান মুখখানি,
বৃকোদর, হেরি প্রাণ যায় রে বিদরি!
বর্ষায় নদীর স্রোতে মিলয় যেমতি
শত শত ক্ষুদ্র ধারা কর্দ্দমিত দেহ,
বাড়য় সে স্রোতবেগ, ভাঙ্গে তীরভূমি,
কত হিংস্র প্রাণী বক্ষে ধরয় আদরে;
তেমতি কুসঙ্গ বশে কুরু নরপতি—
ডুবিল, ডুবা'ল কুল অতল সলিলে!
আমাদের জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র দুর্য্যোধন,
যাহার জনক অন্ধ স্থবির আবাসে,
শত পুত্র প্রসবিত্রী জননী গান্ধারী,
প্রিয়পত্নী ভানুমতী, বালা পুত্রবধূ,
শত শত পতিহীনা, রাখি নিরাশ্রয়ে—
নিক্ষেপিয়া তরঙ্গিত শোক-সিন্ধুজলে,
সে ত চলি' যাবে এবে ধরা পরিহরি;
নির্য্যাতন কেন হেন তারে এ সময়ে?
সংলিপ্ত দুষ্কৃতে যেই, সেই পুড়ি মরে;
জ্ঞানবান্ হ'য়ে তুমি রত কেন তাহে?
তব কার্য্যে বড় ব্যথা পাইনু অন্তরে
ভীমসেন, জানি তুমি ধর্ম্ম অনুগামী

চিরদিন, আজি কেন তার বিপর্য্যয়ে!

মন্ত্রের প্রভাবে যথা—নত শির অহী,
ধর্ম্মরাজ বাক্যে ভীম নমিলা তেমতি।
কহিলেন যদুপতি চাহি যুধিষ্ঠিরে—
ক্রোধারুণ নেত্রে, আজি বীর বৃকোদর
নিতান্ত অনার্য্য কার্য্য সাধিল এ স্থলে,
অবহেলি মোসবারে বলী বলদেবে।
গরজিল এক খণ্ড শুক্ল অম্বুবাহ
বলভদ্র, রোষারক্ত নয়নযুগল—
স্ফটিকসন্নিভ জলে নব বিকসিত
কোকনদ যুগ যেন, অথবা উদিল
ধবল অচল শিরে যুগ্ম বালভানু;
নিরখি ভীমের পানে, দিক্ দগ্ধ করি
কৃশানু-নিশ্বাস ত্যজি কহিলা গম্ভীরে—
ভীমসেন! যে অকার্য্য সাধিলে এস্থলে!
কোন্ শাস্ত্র অনুসারে, কোন্ বিধিবশে—
এ কার্য্যের শিক্ষাগুরু কে পামর তব?
প্রকাশিয়া বল তাহা এ বীরমণ্ডলে।
অন্যায় সমরে আজি নাভি নিম্নভাগে,
গদাঘাতে বিনাশিলে কুরুনরপালে,
পুনঃ পদাঘাত তার মস্তকে চণ্ডাল!
এ কুরুকুলের দীপ ক্রমে নিবাইলি—

শত শত, বাকী মাত্র ছিল রে একটী,
আঁধারি হস্তিনাপুরী, নিবা'লি সে বাতী ;
লইলি অন্ধের যষ্টি কাড়িয়া সকলি।
পুত্রহীনা আজি ভবে শতপুত্রমাতা
গান্ধারী, নিঃশ্বাসে তার দগ্ধ হবি সবে।
  এত কহি ক্রোধ ভরে ছুটিলেন বেগে,
সিংহ যথা সংহারিতে ধায় গজরাজে,
কহিলা,—দেখিরে তোরে রক্ষে কোন্ জনা,
এখনি প্রেরিব পাপী কৃতান্ত আলয়ে।
পথ আগুলিয়া কৃষ্ণ দুবাহু পসারি
ধরিলেন হলধরে। আ মরি! কি শোভা,
কাল ভুজঙ্গমে যেন হইল বেষ্টিত
রজতের গিরিচূড়া, কহিলা বিনয়ে—
নির্দ্দোষ ও পদে ভীম, প্রতিজ্ঞাপালন
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, তার নিরয়াপলাপে
করিল প্রতিজ্ঞা ভীম সভার মাঝারে,
লাঞ্ছিত যখন কৃষ্ণা কুরুনৃপাদেশে—
ঘৃণ্য ব্যবহারে তার, হ'য়ে বিচলিত ;—
"দুর্য্যোধন উরুভগ্ন করিব নিশ্চিত,
অন্যথা নরক যেন ঘটে এ ললাটে"
তব পদে অবিদিত নহে সে বারতা।
ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য—শিরে পদাঘাত,

মানি তাহা ; কিন্তু, স্মরি পূর্ব্ব নির্য্যাতনে—
করিল এ কার্য্য ভীম হ'য়ে জ্ঞানহারা ;
ক্রোধের প্রবল গতি না পারি রোধিতে।
ক্ষমাপ্রার্থী বৃকোদর ও পদরাজীবে।
ক্ষমাপ্রার্থী কৃষ্ণ তব, আশ্রিতের তরে।
হ'য়ে কৃষ্ণ-নিবারিত বলদেব বলী,
কহিলা—রে কৃষ্ণ ! তোরে কি দিয়ে বেঁধেছে
পাণ্ডব, পাণ্ডবপত্নী দ্রুপদ-নন্দিনী ?
অনন্তর ক্ষুণ্ণ মনে চলিলা দ্বারকা,
সুঅশ্বযোজিত রথে সৌদামিনী গতি,
ত্যজি সেই কুরুক্ষেত্র রণরঙ্গভূমি।
আইলেন যদুপতি নৃপতি সমীপে,
বিষাদে নিঃশ্বাস ছাড়ি কহিলা তাঁহারে—
দুর্য্যোধন, নিদারুণ লোভে অভিমানে,
মজিলে আপনি আর মজা'লে হস্তিনা।
সন্ধির প্রস্তাব যবে করিনু সভাতে—
বিনীত বচনে, তুমি উপেক্ষিলে তাহা
কুরুরাজ, আপনাকে শ্রেষ্ঠজ্ঞান করি !
কাহারো না হিতবাক্য শুনিলে শ্রবণে।
যে মানব আপনাকে শ্রেষ্ঠ ভাবে সদা,
অধম তাহার সম নাহি ধরাতলে।
পড়ি কুমন্ত্রণাজালে কুবুদ্ধির বশে,

কারো উপদেশ বাক্য না শুনিলে কাণে,
তাই আজি এ দুর্গতি স্যমন্তপঞ্চকে।
কহিলেন নরপতি,—বাসুদেব, তুমি
বৃথা তিরস্কার আজি করিছ আমারে।
তব উপদেশে পার্থ করিল সঙ্কেত
উরুদেশে, নিরখিয়া বৃকোদর পানে;
তাই সে অধর্ম্ম যুদ্ধে নিপাতিল মোরে।
নির্লজ্জ, কেমনে কথা কহ উচ্চ রবে!
অন্যায় উপায়ে, অহো! ভীষ্ম পিতামহে,
নাশে পার্থ শিখণ্ডীরে রাখিয়া সম্মুখে—
নপুংসক, কুকৌশলে দ্রোণ কর্ণ আদি—
হইল পতিত রণে, প্রবর্ত্তনা বশে
তোমার, নির্দ্দয় কেবা তব সম ভবে?
প্রতিপদে পদন্যস্ত ন্যায়ের মস্তকে।
নতুবা, কাহার শক্তি ছিল পরাভবে?
বিধানানুসারে দান, সসাগরা ধরা—
সুশাসন, অবস্থান শত্রু শিরোপরে,
দেব উপভোগ্য সুখ সদা করতলে,
আবার লভিনু মৃত্যু ক্ষত্র-আকাঙ্ক্ষিত,
স্বর্গের সোপান এই স্যমন্তপঞ্চকে।
মিলিব সে সুরলোকে ভ্রাতৃবন্ধু সহ।
আমার সমান ভবে কে সৌভাগ্যশালী?

শোকসন্তাপিত চিতে, হে কেশব! তুমি

রহ, এ অবনীতলে লইয়ে পাণ্ডবে।
এতেক কহিয়া রাজা নীরব হইলা।
সুগন্ধি কুসুম বৃষ্টি হইল অমনি,
গন্ধর্ব্ব বাজা'ল বীণা সপ্তস্বরা আদি
অন্তরীক্ষে, মন প্রাণ করি বিমোহিত।
গাইল অপ্সরাগণ যশঃ নৃপতির,
সিদ্ধগণ সাধুবাদে হইল নিরত।
সুখস্পর্শ সমীরণ বহিল মৃদুলে।
ক্ষণপরে ক্ষীণ স্বরে আবার কহিলা—
হৃষীকেশ, মৃত্যুকালে গুটি চারি কথা
শুন মম, এ ভারত-যুদ্ধ কি লাগিয়া?
কেন বা কুমতি মোর, প্রবর্ত্তক কেবা,
কে তুমি—কে আমি, নাহি জানে পৃথ্বীপতি
দুর্য্যোধন, ভাবিও না মনে যদুপতি।
শুনি নৃপতির এই বচন-নিচয়ে,
কৃষ্ণের নয়ন-প্রোষ্ঠী ডুবিল সলিলে।
কৌশলে সে নয়নাম্বু গোবিন্দ নিবারি,
চলিলা পাণ্ডবসহ ত্যজি রণভূমি।
কহিলা কাতর কণ্ঠে পুনঃ নরপতি—
হস্তিনে, বিবিধ রত্নে সাজাইনু তোমা!—
হীরক মুকুতা মণি স্ফটিক মর্ম্মরে

সুবর্ণ রজতে কত মনোমত করি,
পরাভবি পাণ্ডবের রম্য-রাজধানী
ইন্দ্রপ্রস্থ, ধরাধামে ইন্দ্রপুরী যেন।
ভবনের যথাতথা কারুর চাতুর্য্য—
শত শত গৃহচূড়ে স্বর্ণদণ্ডোপরি
দোলে বৈজয়ন্তীমালা বিবিধ বরণে
পত পতে, মুক্তা পাঁতি ঝলয় ঝালরে—
বৈজয়ন্তপুরস্পর্দ্ধী অরুণ কিরণে
মন মোহি, ছাড়ি তোমা চলিনু গো আজি—
এ জন্মের মত, যথা পুত্র প্রাণাধিক
লক্ষ্মণ, সোদরগণ স্বজন বান্ধব—
ভবলীলা সাঙ্গ করি গিয়াছে চলিয়া।
সম্মুখে আমারে হেরি, কম্পিত মস্তকে
কহিলেন, বার্ত্তাবহ! কহিও জনকে,
স্নেহময়ী জননীরে—এ যুদ্ধবারতা;
পাপাধম ভীমসেন বিনাশিল মোরে,
হানি উরুদেশে গদা—অন্যায় সমরে।
এ বৃদ্ধ বয়সে হায়! ইন্দ্র চন্দ্র সম
শত শত পুত্র পৌত্র বান্ধব নিধনে,
ধরিবেন কিসে প্রাণ জানেন বিধাতা।
পতি পুত্রশোকে অহো! রাজ্ঞী ভানুমতী,
হবে পাগলিনী প্রায়; রবে কি জীবিত?

কহিও সকলে, লভি শ্রেষ্ঠত্ব ভূতলে—
৮৮] ভুঞ্জি দেব-ভোগ্য সুখ, স্বজন বান্ধবে
বিবিধ বিধানে তুষি, তুষি ভৃত্যকুলে,
পুত্র সম পালি প্রজা, বিধানানুসারে
করি দান, বিহরিয়া বিপক্ষ মস্তকে,
সুনিয়মে যাগ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করি,
বশীভূত জনে পূজা করিয়া বিশেষে,
অসীম সম্মান লভি, ধর্ম্ম, অর্থ, কামে—
সেবি বিধিমতে, অন্তে লভিলা সদ্গতি,
সংগ্রাম-মরণ এই ক্ষত্রিয়বাসনা।
কহিও আচার্য্যপুত্রে, কৃতবর্ম্মা কৃপে,
এ রণবৃত্তান্ত যত বিশদ প্রকারে।
এত কহি নরপতি নীরব হইলা,
বিবরিতে সে বারতা আইনু ত্বরিতে।
শুনিনু আসিবে কৃষ্ণ গান্ধারী সমীপে,
তাঁর ক্রোধশান্তি তরে হস্তিনা এখনি।

সপ্তম সর্গ

উপবিষ্ট ধৃষ্টদ্যুম্ন আপন শিবিরে,
উপবিষ্ট বামপার্শ্বে সুচারুহাসিনী
অনন্ত রূপের খনি সাধ্বী তারাবতী।
পুলকে বিবশ বপু বীরকুলমণি
কহিলা দ্রুপদ-পুত্র সুহাসি অধরে—
হইয়াছে দুর্য্যোধন নিধন আহবে,
ভীম—ভীম গদাঘাতে স্যমন্তপঞ্চকে;
নিঃশেষ হইল এই শত্রু এত দিনে!
ঘুচিল কৃষ্ণার ঘোর মনের কালিমা।
তারাবতি, চাহি দেখ অস্ত দিন-মণি!—
রক্তিম ঘুড়িটী যেন পড়িল সাগরে;
নারিল রাখিতে ধরা শত সূত্রে-ধরি।
সমাগত সন্ধ্যা এবে মলিন বসনা
কাল-পত্নী, তারা-ভূষা-তমস্বিনী-দূতী,
নিশা আগমনবার্ত্তা বিজ্ঞাপিছে এবে—
পাখী কলনাদ ছলে এ ভবমণ্ডলে।
কিরণের ঝিকিমিকি ঘন-দল আড়ে,

স্থির সৌদামিনীরূপে এখনো ঝলিছে।
৯০] ওই দেখ, মেঘ-ক্রোড়ে বিভার প্রবাহ—
যেন রে বহিছে ধীরে নেত্রমনমোহি।
সন্ধ্যার ললাটে কিবা চন্দনের রেখা—
রঞ্জিত-জলদ-চূর্ণ, বিভূতি মিশ্রিত।
যে দিকে নিরখি, দেখি সুখ-প্রস্রবণ
বহিতেছে; বহিতেছে মৃদু-মন্দ বায়ু,
দেশ দেশান্তরে যশ করিয়া ঘোষণা—
আমার; জ্বালিত করি তারার দেউটী,
দেখিছে আমায় যত দেববালাদলে,
ধরিয়ে আমায় ক্রোড়ে—আপনি বসুধা
কৃতার্থ; জনক মম স্বর্গলোকগত,
করিছেন আশীর্ব্বাদ উৎফুল্ল-হৃদয়ে।
দেখিয়াছে সুরাসুর গন্ধর্ব্ব মানবে—
মম যুদ্ধ-কুশলতা, এ সংগ্রামকালে।
জন্মিলাম যজ্ঞানলে—কে না তাহা জানে,
জনমিল প্রিয়তমা ভগিনী পাঞ্চালী
দ্রুপদের; অদ্ভুত এ জনম-কাহিনী!
করিনু অদ্ভুত কার্য্য তেমতি সমরে।
প্রিয়তমে, বাসুদেবে বাখানে সকলে!
কেন বা কি গুণে তাহা বুঝিতে না পারি;
না দেখিনু এক দিন কার্ম্মুক ধরিতে।

কৌশলের জাল পাতা সদা কি সঙ্গত?—
দুর্ব্বল সহায়, ঘৃণ্য যাহা বীরকুলে!
শিশুপালে কতবার পরাস্ত মানিল,
স্বদেশ ছাড়িয়া গেল জরাসন্ধ ভয়ে;
বিজয় বিজয়ী পুনঃ তারি চক্রক্রমে।
শাস্ত্রদর্শী যুধিষ্ঠির অনভিজ্ঞ রণে,
সহদেব নকুল ত দুর্ব্বলাল্পমতি!
এ দোঁহে কি সাজে রণ? কাণ্ডজ্ঞানহীন
ক্রোধের কিঙ্কর ভীম, বিদিত ভুবনে।
যে ভীষ্ম দ্রোণের রণে নাহিক উপমা!
এ কুরুকুলের গর্ব্ব সহায় সঙ্কটে;
সে ভীষ্ম শিখণ্ডী হ'তে,—দ্রোণ মম করে
নিহত; কৃষ্ণার শাপে নৃপতি আপনি
সহ উনশত ভ্রাতা, উপলক্ষ ভীম।
জয়দ্রথ, ভগদত্ত শল্য কর্ণ আদি
পতঙ্গের মত আসি পড়িল অনলে।
তারাবতি! সৌভাগ্যের সীমা নাই মম!
পিতৃ-সিংহাসনে ক্লীব শিখণ্ডীর নাহি
অধিকার! অধিকারী একামাত্র আমি।
একান্ত বাসনা মনে—জনকের মত
পালিব রাজ্যের প্রজা, পুত্রনির্ব্বিশেষে।
মুক্তহস্তে দীন জনে অর্থ বিতরিব।

ব্রাহ্মণে করিব দান্ ভক্তি সহকারে,

আশার অধিক অর্থ মনের উল্লাসে।
আমার আদেশ মত—শিবের মন্দিরে
রহিবে উৎসবঘটা, বহুদিন ব্যাপী।
সাজাইব রাজপুরী মাণিকের জালে,
হাসিবে সকল দিক্ সে শীতলালোকে।
সুনাটক রঙ্গমঞ্চে হ'বে অভিনীত—
দক্ষের দুর্দ্দশা ঘোর সতীদেহত্যাগে,
রামলীলা, ভূপ-বৃন্দ অদ্ভুতকাহিনী।
আসিবে বাদকবৃন্দ, নর্ত্তকী-নিচয়
নবীনা, হরিণ-নেত্রা অপ্সরী সদৃশ;
আসিবে কিন্নরকণ্ঠ গায়কনিকরে।
সঙ্গীতে নর্ত্তনে বাদ্যে ভুবন ভরিবে,
র'ব সে প্রমোদে লিপ্ত বন্ধুজনসহ;
ক্লেশকর রাজকার্য্যে শীঘ্র না পশিব।
বসি পিতৃ-সিংহাসনে—বসাইব বামে
প্রিয়তমে, তোমা ধনে; প্রীতি-বিধায়িনী
তুমি মোর। তারাবতি! নাহি স্থান মম!
অন্যের, এ হৃদি রাজ্যে—একা তোমা বিনা।
বীণা-বিনিন্দিত কণ্ঠে কহিল সুন্দরী—
প্রাণেশ্বর! সুকুন্তলা বাল্যপরিণীতা!
তোমার, ও জীবনের প্রথম সঙ্গিনী;

তাহারে বঞ্চনা? এ যে ঘোর নির্দ্দয়তা!
স্নেহ মায়া পাতিব্রত্য আদি, শত শত—
সদ্গুণে ভূষিত চিত্ত-চিত্রপট খানি—
তাহার, কেমনে নাথ, ছিঁড়িবে স্বকরে?
রাজার নন্দিনী সে যে নিরুপমা গুণে।
যথাকালে প্রসবিলা তনয় তনয়া
অনিন্দ্য, কাহার প্রাণ না জুড়ায় হেরি?
যৌবনাপগমে তার অনাদর এত?
ছি ছি নাথ, হেন ভাব না সাজে তোমাতে!
আদরে তুলিয়া স্বর্গে—তুষি প্রিয় বোলে,
আছাড়ি পাঁজর ভাঙ্গা হয় কি সঙ্গত?
স্নেহময়ী ভগিনী সে সুকুন্তলা মম;
অধরে হাসিটী মাখা—সু-ভাষা বদনে;
এরূপ সপত্নী, কা'র মিলে ধরাতলে?
বসি যদি সিংহাসনে, নাথ! তব সাথে
প্রধানা মহিষীরূপে, কি কহিবে লোকে?
দরিদ্রতনয়া তারা সুখ-লালসাতে—
করিয়াছে বশীভূত পতি, মন্ত্রবলে;
প্রয়োগ করিয়া কিম্বা ঔষধ কৌশলে।
পুরবাসী নরনারী কহিবে সর্ব্বদা—
এই কথা। স্থানে স্থানে হ'য়ে সমবেত
বিষাদে; ঘৃণার চক্ষে দেখিবে আমারে।

কাঁদিবেন রাজলক্ষ্মী দিদি স্থকুন্তলা—
৯৪] নিভৃতে, আপন কক্ষে স্মরি কীর্ত্তি মম।
জীবন যৌবন কারো নহে চিরতরে;
এই আছে—এই নাই, চপলার খেলা!
তাহার স্থখের পথে কণ্টক রোপিতে,
প্রেম-প্রস্রবণ তাঁর রোধিতে পর্ব্বতে,
নাহি সাধ মম; নাথ! কহিনু তোমারে।
এ কুকার্য্য সাধি, তাঁরে কেমনে দেখাব
এ মুখ; কহিব কথা, বল, কোন্ লাজে?
কনিষ্ঠার সম সে যে ভালবাসে মোরে।
সে মুখ-মৃগাঙ্ক-রাকা রবে মেঘাবৃত।
ঘোর অনাদরে তব, অধর পারশে—
লুপ্ত হবে হাসি রাশি; অযত্ন কুন্তলে;
শুষ্ক জলরেখা, সদা নয়নের কোণে
রহিবে; দেখিতে নাথ, নারিব কদাপি।
আশৈশব যে হৃদয় নিগ্রহ সহিছে,
নিগ্রহে সহসা নাহি সে হৃদয় টলে;
কিন্তু, যে হৃদয়, নাথ! কখন না জানে
কেমন সে অপমান—অনাদর কিবা,
স্থখের অমৃত-স্রোতে ভাসমান সদা,
হতমান হ'য়ে—সে কি প্রাণে বাঁচে কভু?
একবার মনে হয়, স্মরি তার কথা—

যৌবন-বসন্ত যবে অন্ত হবে মম,
এমতি দহিবে বুঝি অবজ্ঞা-আগুনে ?—
পড়ি অন্য নবীনার প্রেমময় ফাঁদে ?
কহিলেন ধৃষ্টদ্যুম্ন,—অয়ি পাগলিনি !
হেন কাতরতা আজি কেন হেরি তব ?
শতগুণে আমি যে গো তোমার হ'য়েছি।
সুকুন্তলা পত্নী মম, প্রাণ হ'তে প্রিয়
ছিল একদিন ; যবে—প্রকৃতি বিচারে
ছিল না শকতি মোর, পড়ি রূপমোহে !
কিন্তু, এবে নাহি তাহা ; গিয়াছে দহিয়া,
তার ঘোর অভিমান-অনল সংযোগে।
সে গলিত মালা, গলে কে পরে যতনে ?
করয় আঘাত যবে অৰ্দ্ধ শুষ্ক দলে।
কহিল আবার তারা .বিষাদে হাসিয়া—
অভিমান, রমণীর জীবন সম্বল ;
স্বামীতে অমৃত তাই প্রথম যৌবনে ;
যৌবনান্তে বিষ ভাবা না হয় সঙ্গত।
এরূপ কথায় রত পতি পত্নী যবে,
হ'ল উপনীত আসি সখী বিদ্যুল্লতা ;
কহিল—হে যুবরাজ ! আইলাম শুনি,
চলি গেলা যদুপতি জাহ্নবীর কূলে ;
সাথে করি সাত্যকিরে পার্থ বৃকোদরে,

ধর্ম্মরাজে, সহদেবে নকুল ধীমানে—

সহসা শিবির ত্যজি; ভীতত্রস্ত সবে
অকুশল আশঙ্কায়; কেশব কদাপি
না যান এ স্থান ত্যজি দ্বারকানগরে—
প্রিয়তম রাজধানী, কি শুভ সাধিতে
চলি গেলা আজি, তাহা না জানিল কেহ।
শুনিয়া অধরপ্রান্তে ঈষৎ হাসিয়া
কহিলেন ধৃষ্টদ্যুম্ন—অয়ি বিদ্যুল্লতে!
নারী জাতি তুমি, শঙ্কা নহে অসম্ভব—
তোমার, লজ্জার কথা কিন্তু যোধদলে।
যাহাদের সহায়তা লভিয়ে পাণ্ডব,
সংহারিল কুরুকুল সমূলে সমরে;
সেইত পাঞ্চালগণ এখনো জীবিত—
সৈন্য অধিপতি এই অটল আহবে,
শিখণ্ডী-সুরেন্দ্র-ত্রাস গাঙ্গেয়-বিজয়ী,
যুধামন্যু উত্তমৌজা বীরকুলচূড়া,
আর শত শত যোধ অতুল ভূতলে।
গিয়াছেন দ্বারকেশ জাহ্নবীর তীরে—
লইয়ে পাণ্ডবগণে যে কারণে, তাহা—
নাহি অবিদিত মম, তাহার কৌশলে
পাণ্ডববিজয়ী এবে, এ বিশ্বাস মনে;
তাই এ বিজিত রাজ্য অংশলাভ তরে

পেতেছে কৌশলময় বাক্যের বাগুরা।
যা'দের বীরত্ব বলে অসীম সাহসে,
এ সমর অবসান বিজয়ের সহ,
না হয় সঙ্গত বলি হেন প্রস্তাবনা
তাদের নিকটে। কিন্তু অন্যরূপ যদি
বিপদ-আশঙ্কা কিছু থাকিত অন্তরে,
নাহি যাইতেন কভু স্থানান্তরে তিনি,
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র রাখিয়া শিবিরে।
হেন যুক্তিপূর্ণ বাক্য শুনিয়া সকলে
হইল আশ্বস্ত, মুখে ফুটিল সুহাসি ;—
রজনীর অবসানে কমল যেমতি,
কিংবা পূর্ব্বদিক্ যথা ঊষা সমাগমে।
তুমুল ঝটিকা অন্তে যেমতি বসুধা—
সিঞ্চে শান্তি-সুধারাশি মানব-হৃদয়ে,
তেমতি দ্রুপদ-পুত্র ভাসাইতে সবে,
প্রমোদ-প্রবাহে আজি হইলা নিরত।
আদেশিলা ভৃত্যবৃন্দে—নৃত্যাগার মম,
হউক সজ্জিত ত্বরা ; জানাহ সকলে—
পাণ্ডব পাঞ্চালগণে অন্য যোধদলে।
জানাবে কিঙ্করীকুল পুরনারীচয়ে
এ সংবাদ, আজি যেন বিজয় উৎসবে
সবে হয় সমবেত রাত্রি প্রহরেকে।

আজ্ঞা মাত্র নৃপাদেশ হইল পালিত।

৯৮] বিজয়পতাকাবৃন্দ সাজিল সুবেশে
গৃহচূড়ে, গৃহপার্শ্বে আর নানা স্থানে।
মণির উজ্জ্বল বিভা আলোকিল গৃহ।
শত শত স্বর্ণাসন শোভিল চৌদিকে।
সাজিল কুসুমগুচ্ছ, সুবর্ণ আধারে;
কস্তূরী চন্দন আদি হইল রক্ষিত,
হীরক খচিত হৈমপাত্রে যথাস্থানে।
আনন্দের হুলাহুলি লাগিল চৌদিকে।
চারুনেত্রা, প্রভাবতী প্রভৃতি নর্ত্তকী,
যথাকালে সমবেত হইল সে গৃহে,—
গায়ক বাদকচয় যন্ত্রাবলী সহ।
একদিক্ আলোকিত পুরনারীচয়ে,
সাজিল পুরুষশঙ্খ অপর পারশে,—
নিশায় ফুটিল পদ্ম যেন সরোবরে,
পৌর্ণমাসী,—একদিকে শৈবাল আবৃত,
অন্যদিকে নিরমল, খঞ্জন মিথুন—
নর্ত্তন নিরত প্রতি কমল উপরে।
বহুমূল্য পরিচ্ছদে সজ্জিত সকলে।
সমরবিজয়ী বোধে স্মিতমুখ সবে।
চলিল বাক্যের স্রোত অবিরাম গতি।
নাহিক তনুত্র গাত্রে নির্ভয় হৃদয়।

হেন কালে সপ্তস্বরা বাজিল স্বতানে
দশদিক্ মুগ্ধ করি, নর্ত্তননিপুণা
সুনর্ত্তন আরম্ভিল নর্ত্তকীনিচয়ে,
আয়ত নয়নযুগ অঞ্জন-রঞ্জিত,
বিষম কটাক্ষ তাহে ; পরক্ষণে কিবা
পিকের ঝঙ্কার জিনি বসন্তের কালে—
শ্যামার স্বরলহরী নিশা অবসানে—
ভেদিল অম্বরবক্ষ বামাকণ্ঠগীতি ;
ভ্রমি দূরে বহু দূরে সুদূরে নিকটে
সুধাসিক্ত দেঁহে, কভু হইয়া কম্পিত
মনোরঙ্গে তাল সঙ্গে নাচি পুনঃ পুনঃ
হইল ক্রীড়ায় রত অনিলের সাথে,
হেলায় পরাণ মন শ্রবণ মোহিয়া।
সুরর্ষভ সভা যেন অমর নগরে,—
শচীতারা, সুরবালা যত পুরনারী,
নর্ত্তকীনিকর রম্ভা, তিলোত্তমা আদি,
আপনি সুরেন্দ্র ধৃষ্টদ্যুম্ন সেনাপতি,
সুরদল যোধবৃন্দ সমরবিজয়ী।

কহিলা দ্রুপদ-পুত্র সম্বোধি তারারে,—
হেন উৎসবের দিনে, তব মুখখানি
কি জন্য মলিন প্রিয়ে! কহ তা বিবরি ?
শরতের পূর্ণচন্দ্র ঘন ঘনাবৃত,

সহে কি পরাণে মম এ শুভ-বাসরে?
১০০] কাতরে কহিল তারা,—প্রাণেশ! এ মম
কেন বা কাঁপিছে প্রাণ দুরু-দুরু-দুরু!
প্রমোদে নাহিক সাধ, এ সংসার যেন,
শূন্য—শূন্য প্রতিভাত হতেছে নয়নে।
স্মৃতির প্রত্যেক স্তরে—কু-স্বপ্নের রেখা
রয়েছে অঙ্কিত, চিত্ত বিষাদ-পূরিত।
নমিল ভুজগ উচ্চশির মন্ত্র বলে
জয়োৎফুল্ল বীরবক্ষ উঠিল কাঁপিয়া—
দুরু দুরু, এক যন্ত্র সশব্দ কম্পনে,
নিকটের অন্য যন্ত্র-তন্ত্রী কাঁপে যথা—
মৃদুল নিক্কণসহ, অথবা যেমতি
একখণ্ড জলধরে ঝলিলে দামিনী,
সাথে সাথে অন্য মেঘে ঝলে বিদ্যুল্লতা;
ধ্বনিত হইলে গুড়্ গুড়্ গিরিপাশে,
হয় তার প্রতিধ্বনি যথা গুড়্ গুড়্।
ধৃষ্টদ্যুম্ন মুখপানে চাহি অন্য সবে
হইল চকিত ভীত অকস্মাৎ অতি।
কহে চিত্ত কভু কভু ভবিষ্যৎ কথা—
গোপনে মানব কুলে; মায়ামুগ্ধ প্রাণী
ফুৎকারে উড়ায় তাহা তৃণবৎ বোধে।
ম্লানমুখে সেনাপতি কহিলা সকলে—

হউক উৎসব ভঙ্গ আজিকার মত,
আবার হইবে কালি নির্দ্দিষ্ট সময়ে।
পরিশ্রান্ত যোধদল—রাত্রি জাগরণে,
নাহি আর প্রয়োজন, শুনিয়া এ কথা,—
যে যার শিবিরে চলি গেল দ্রুতগতি।
বিষণ্ণ অন্তরে যত গায়ক গায়িকা।
চলি গেলা ধৃষ্টদ্যুম্ন শয়ন-শিবিরে,
পশ্চাৎ চলিল তারা—স্বামি-সোহাগিনী,
অতি চিন্তা-ক্লান্ত চিত্তে বিশ্রামের তরে;
শয্যা-অঙ্গে অঙ্গ ঢালি রহিলা দম্পতী—
নীরবে, সুষুপ্তি কিন্তু না লইলা কোলে।
জগত নিস্তব্ধপ্রায়, অর্দ্ধরাত্রি: গতে
সুদূর কুক্কুর-রব পশে শ্রুতিমূলে,
কখন কখন ডাকে উলূক তরুতে,
মাঝে মাঝে ডাকি উঠে গহনে গোমায়ু।
অবিশ্রান্ত ঝিল্লী-কুল-কর্কশ চীৎকারে—
শ্রবণ বধির প্রায়, জোনাকীর-পাঁতি
নিশার মলিন বস্ত্রে অগ্নিকণা সম
ঝলিছে, জাগ্রত যত তারকা আকাশে;
চেয়ে আছে এক দৃষ্টে শঙ্কিত নয়নে।
সকল শিবির সুপ্ত নিস্তব্ধতা-ক্রোড়ে।

অষ্টম সর্গ।

স্যমন্ত-পঞ্চক কিংবা কুরুক্ষেত্রধামে,
মৃতকল্প দুর্য্যোধন কুরুকুল-পতি
রাজেন্দ্র ভগ্নোরু,—ভীম-ভীষণ প্রহারে ;
ধর্ম্ম-বিগর্হিত যুদ্ধে সরস্বতী-তীরে।
বেদনায় জর্জ্জরিত, বীতসংজ্ঞ কভু,
কখনো বা সচেতন, মৃত্যুর যন্ত্রণা—
অবিরাম হৃদে, কিন্তু ক্লেশ সমধিক
চেতনায়, অপমান বিদ্যুতাগ্নি তাপে,—
বিষাদ নীরদাবৃত হৃদয় অম্বর
ঝলসিছে মুহুর্ম্মুহু। কৃতান্ত তথাপি
চির-শান্তিপ্রদ ক্রোড়ে না লইছে তুলি—
নির্দ্দয়, এ সংসারের কুরীতি এমনি,—
কাতরে যে যাহা যাচে, নাহি পায় তাহা।
গদা-যুদ্ধ অভিনয় নিরখি ভাস্কর,
চলিলা সংক্ষুব্ধ মনে চরম অচলে
রোদন-আরক্ত-নেত্রে, চাহিয়া হস্তিনা,
করজাল সঙ্কোচিত করিয়া ত্বরিতে।

ঘিরিল বসুধা-বক্ষ গভীর আঁধারে,
সাজিল ভয়াল বেশে রণরঙ্গভূমি,
প্রেতপুরী সম ; লক্ষ লক্ষ মৃতদেহ,
নিপতিত যথা তথা ভয়ঙ্করবেশে।
কাহার বা এক বাহু, কেহ হীনপদ,
এক পদ কার, ভুজবিহীন কেহ বা।
বিগলিত স্ফীত শব পড়ি স্থানে স্থানে—
কাহার নাহিক মাংস, উদরের নাড়ী
বাহিরি পড়েছে, কা'র মস্তকের খুলি
খণ্ড খণ্ড, চলাচলি বিকৃত মগজে।
অবিকৃত দেহ কার,—চক্ষু ছিল যথা
সুগভীর দুটীমাত্র রন্ধ্র তথা এবে—
বিকট-দর্শন ; কেহ নাসিকাবিহীন,
কাহারো বিচূর্ণবক্ষ, মুণ্ড কোথা কার,
কোথায় রয়েছে ধড়, কোথা হস্তপদ।
বুজবুজ করে কৃমি প্রতি ক্ষতস্থলে,
কোথাও কেঁচোর মত করে জড়াজড়ি।
শুক্লবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট অগণিত
কোনস্থলে, কোথাও বা মুড়ির আকৃতি,
মুখমাত্র কৃষ্ণবর্ণ, বহু-দূরব্যাপী—
পূতিগন্ধ, কার সাধ্য ভ্রময় সে স্থলে—
পদব্রজে ; মৃত হস্তী পর্ব্বত আকারে—

অসংখ্য, তুরঙ্গকুল রয়েছে পড়িয়া।
১০৪] শকুনি গৃধিনী শিবা কুক্কুর বায়স
মাংসলোভী প্রাণিকুল সুখে কেলি করে;
না তাড়ায় কেহ কা'রে, সন্তৃপ্ত-সকলে
শবের প্রাচুর্য্য হেতু; অরুচি কাহারো।
কোথা রথ কোথা চূড়া কোথা চক্ররাজি
রক্তাক্ত পতাকা কোথা পদবিদলিত।
কোথা পড়ি ভল্ল প্রাস শেল শূল অসি
গদাশক্তি ধনুর্ব্বাণ তোমর পরশু।
লুপ্ত দূর্ব্বাদল মাংস শোণিত বসাতে।
কোথাও রুধিরপঙ্কে ডুবি পড়ে করী।
ভিন্ ভিন্ মাছিরবে কর্ণে লাগে তালা।
নৃপতি-পতনবার্ত্তা শুনি দূত মুখে,
সহ কৃপ কৃতবর্ম্মা রথ আরোহণে,
বিষাদ-মগন দ্রৌণি, চলিলা সত্বরে।
পিশাচ যে পূতিগন্ধে উঠয় শিহরি
ভ্রূক্ষেপ নাহিক তাহে, উপনীত আসি
প্রথমতঃ সেইস্থলে; অবরোহি ভূমে,
ভ্রমিলা হতাশ প্রাণে চক্ষে জলধারা,
স্মরিয়া হস্তিনাপুরী আর যত যোধে;
স্মরি স্নেহভাণ্ড দ্রোণ স্থবির জনকে।
পশ্চাতে চলিল রথ চলিলা ত্বরিতে

তথা হ'তে; নরপতি ভূপতিত যথা
অন্ধ জনকের নেত্র ধূল্যবলুণ্ঠিত।
হেরি দূরে বীরত্রয়ে ধরা ভর করি,
উঠিতে চাহিলা—কিন্তু নারিলা উঠিতে
নরপতি, বেগে শির পড়ি গেল ভূমে;
বায়ুবেগ বিপাটিত কিংশুক বিটপী
গৈরিক মণ্ডিত কিংবা স্বর্ণগিরিচূড়া।
আয়ত নয়নযুগ অগ্নি উগারিল;
বহিল নিঃশ্বাস ঘন নাসিকাযুগলে।

হ'য়ে শোকে অভিভূত বীরত্রয় তথা,
বসিলা ধরণীতলে, সজল নয়নে।
কহিলা কাতরে দ্রৌণি, দুর্য্যোধনে চাহি—
রাজন্! গতি কি তব এই পরিণামে?
মৃণাল বিচ্যুত করি কে ফুল্ল কমলে,
ছিঁড়ি তার দলরাজি নিক্ষেপিল হেথা!!
শঙ্কর-শিরোভূষণ যে সুধাংশুনিধি
সহে কি পরাণে হ'লে রাহুকবলিত!
অমূল্য রতন হায় চূর্ণ করি বলে,
কে ফেলিল এ বিজনে নির্দ্দয় হৃদয়ে?
সর্ব্বলোক-অধীশ্বর নরপতি তুমি,
কি পাপে র'য়েছ আজি ধরণীশয়ানে!!
সসাগরা বসুন্ধরা তব করতলে,

সেই তুমি আজি কিনা নিরাশ্রয়ে পড়ি

দুর্জ্ঞেয় কালের চক্র কে পারে বুঝিতে ?
যে করে অমরেশ্বরে স্বর্গরাজ্যচ্যুত,
নৃপ-নিকেতনে যেই রচয় শ্মশান,
তাহার প্রভাব রোধে কাহার শকতি ?
যে স্থলে বহিত নদী কলকলকলে,
আনন্দ ঢালিত কত পিপাসিত প্রাণে,
ধারণ করিয়া বক্ষে সুশীতল বারি ;
মরুময় সেইস্থল যাহার প্রভাবে,
নিবারে কে তার গতি এই ধরাধামে ?
একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যঅধিপতি
নৃপকুলোত্তম তুমি ; তব সম কেবা
ছিল এ ভারতভূমে, গ্রাসিল অকালে
দুর্নিবার কাল তাহা বদনব্যাদানি।
ঊনশত বীরভ্রাতা চন্দ্রপ্রায় সবে
আপনি ভাস্করতুল্য, গঙ্গাধর যেন
গাঙ্গেয় ভার্গবজয়ী, অটল সমরে,
সুরত্রাস দ্রোণাচার্য্য অস্ত্রশিক্ষাগুরু,
বীরকুল-চূড়ামণি অঙ্গদেশপতি,
জয়দ্রথ, ভগদত্ত, শল্য, ভূরিশ্রবা
এই হতভাগ্য দ্রৌণি, কৃতবর্ম্মা কৃপ—
সহায় তোমার, কেহ নারিল রক্ষিতে

তোমায়, অগণ্য যোধ অনন্তে মিশিল
মিশয় সলিলে যথা সলিল বিম্বুকী ;
কেবল তোমার লাগি এ কাল-সমরে।
তোমার ইঙ্গিতমাত্র লক্ষ লক্ষ প্রাণী,
লভিত সুখাদ্য নানা অমর-বাঞ্ছিত,
সেই তুমি পাংশুগ্রাসে রত দৈববশে,
নয়নে জলের ধারা অজস্র বহিছে,
উঠিতে শকতি নাই—পড়ি ধরাতলে,
ধরাধর অনন্তের অন্তে এই গতি !!!
তুমি রাজ-অধিরাজ, দীনহীন আমি
ব্রাহ্মণতনয় এক, ভ্রাতৃভাবে সদা
তুষিতে আমার চিত্ত ; প্রতিদান তার,
এই কি করিনু শেষে, এ দেহ মাঝারে
থাকিতে জীবনপাপ, নারিনু রক্ষিতে—
অমূল্য জীবনধন তোমার নৃমণি।
কোথায় রাখিব এই অপার যাতনা !
ইচ্ছা হয়, এই দণ্ডে এ পরাণ ত্যজি,
তোমার সহিত চলি যাই যথা তুমি।
রহিনু জীবিত আমি এ সমর শেষে
দেখিতে কি এই দৃশ্য ? কুরুনরপতে !
আর্য্যা গান্ধারীরে আমি কি দিয়ে বুঝাব ;
কেমনে দেখাব এই পাপমুখ তাঁরে।

কেমনে কহিব প্রাণ থাকিতে আমার
১০৮] বিনাশিল ভীমসেন শতপুত্র তব
প্রাণাধিক, ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ নৃপতিরে,
কিরূপে কহিব, তব হৃদয়কন্দরে,
ছিল যে দেউটী শত দীপ্ত দিবারাতি,
একে একে নির্ব্বাপিত কালঝঞ্ঝাবাতে।
একমাত্র তুমি ভ্রাতঃ, এ কুলচন্দ্রমা
জীবিত রহিতে যদি ও মুখ নিরখি
ধীনয়নে, কথঞ্চিত ধৈর্য্য ধরি ভাবে
রহিতেন, চাহিবেন এবে কার পানে?
ধূলিধূসরিত তনু চক্ষে বারিধারা
রাজ্ঞীর, তনয় প্রিয় লক্ষ্মণের শোকে,
পুনঃ উৎকণ্ঠিত তব জীবনের লাগি।
প্রেরিলা সংবাদ যেতে তাঁহার সমীপে
আমায়, নহিল শক্তি এ মুখ দেখা'তে।
যদি দেখা হয় কভু পুনঃ তাঁ'র সাথে,
কি ব'লে প্রবোধ হায়, দিব আমি তাঁরে।
প্রিয়তম দুর্য্যোধন! ধরা পরিহরি
একবার উঠ ভাই, না সাজে তোমায়
ধূলিশয্যা, চল যাই হস্তিনানগরে।
দ্রৌণির আরক্ত-নেত্র অশ্রু-উগারিল,
অগ্নিকুণ্ড হ'তে যেন বাহিরিল বেগে—

উত্তপ্ত সলিলধারা, পড়িলা ভূতলে
হইয়া মূর্চ্ছিত ; ত্বরা উঠাইলা ধরি—
কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মা, ভাসি চক্ষুজলে।
সিঞ্চিলা সলিল শিরে, লভিলা চেতনা
বীরসিংহ অশ্বত্থামা ; অশ্রুপূর্ণ আঁখি
আবার কহিলা রুদ্ধকণ্ঠে নরবরে,—
পিতৃদেব দ্রোণাচার্য্য গিয়াছেন চলি,
অভাগারে ভাসাইয়া দুঃখপারাবারে,—
দারুণ কুচক্রবশে ধরা পরিহরি।
এ বিহঙ্গ-স্নেহনীড়, ভাঙ্গিল চণ্ডাল
ধৃষ্টদ্যুম্ন নরাধম তীক্ষ্ণ খড়্গাঘাতে ;
যবে স্মরি—মরমের প্রতি স্তরে মম
বিষাক্ত-কণ্টক অহো কে যেন প্রহারে!
তবু সহিয়াছি তাহা—সহিতেছি এবে ;
কিন্তু দেখি তব দশা, সহস্র অশনি
হইল পতিত বক্ষে, অহো ভাঙ্গিল রে·
শতধা, দহিল পুনঃ সে বজ্রাগ্নি তাপে।
চলিলে ত প্রিয়তম চিরতরে তুমি!
কি করিব আমি কিছু না পাই ভাবিয়া ;
কোথা যাব, দাঁড়াইব কাহার আশ্রয়ে?
চা'ব কার মুখপানে আর এ জীবনে।
অর্থের অভাব নাই তোমার প্রসাদে,

তথাপি এস্থলে বাস অসম্ভব অতি,
১১০] পাণ্ডবের পাপরাজ্য! কহিলা নৃপতি
মুছিয়া নয়নাসার নিঃশ্বাস তেয়াগি,—
প্রিয়তম দ্রোণাত্মজ! শোক পরিহর,
জীবন-প্রয়াণকালে—আর মায়াজালে
জড়িত ক'র না ভাই, এ মিনতি পদে।
নশ্বর জীবন এই, নহে চিরতরে;
করিও না পরিতাপ বৃথা তার লাগি।
সৌভাগ্যবশতঃ রণে হ'য়ে পরাজিত,
না হইনু পাণ্ডবের পারতন্ত্র্যে রত,
না হইনু পরিভ্রষ্ট ক্ষত্রধর্ম্ম হ'তে,—
অবশ্য লভিব স্বর্গ নাহিক সন্দেহ,
দেহত্যাগ করি এই স্যমন্ত-পঞ্চকে।
তোমরা করিলা সবে যুদ্ধ প্রাণপণে,
মানবের যাহা শক্তি সাধিয়াছ তাহা;
কিন্তু, দৈব প্রতিকূল সদা মম প্রতি,
কেমনে অভীষ্টসিদ্ধি হইবে সমরে?
এত কহি নরপতি নীরব হইলা।
পুনরপি দ্রোণাত্মজ কুরুনরপালে—
সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ি কহিলা বিষাদে,—
কুরুরাজ! স্নেহময় জনক আমার,
বন্ধুবান্ধবাদি যত ছাড়ি গেলা মোরে;

পালিত তোমার অন্নে, আশ্রয়ের তরী
তুমি এ সাগরে মোর; তোমা ছাড়ি ভবে
কি সুখে রহিব আর? তরুনাথ পাতে
তলজাত গুল্ম কভু বাঁচে কি পরাণে?
যা' হোক, সে কথা ভাবি—নাহি ফল এবে।
জীবনের এই শেষ লক্ষ্য, নরপতে!
যে কোন প্রকারে পারি, করিব সংহার
বিপক্ষ; রক্ষিতে হন অগ্রসর যদি
বিরূপাক্ষ, নহিবেন সক্ষম কদাপি।
ধৃষ্টদ্যুম্ন নীচাশয়ে প্রথমে নাশিব,
পিতৃহন্তা; নপুংসক শিখণ্ডী অধমে,
পাণ্ডব পাঞ্চালগণ যে শিবির মাঝে,
কেহ নাহি অব্যাহতি পাবে মম করে।
দান যজ্ঞ তপস্যায়—সঞ্চিত সুকৃতে
করিনু প্রতিজ্ঞা এই, না হ'বে অন্যথা।
না বিচারি ধর্ম্মাধর্ম্ম, উদ্দেশ্য সাধিব।
ধর্ম্ম অনুগামী যেই, প্রতিপাল্য সদা
তাহার সহিত ধর্ম্ম; পাপাত্মার সাথে
ধর্ম্মভাব ধর্ম্মযুদ্ধ নির্ব্বোধের কথা।
ওই শুন, বাদ্যধ্বনি পাণ্ডব-শিবিরে
আলিঙ্গিছে ব্যোমদেশ; নর-কোলাহল
ভেদিছে গগন-বক্ষ, দিয়াছে সকলে

ঢালিয়া পরাণ মন সুখের হিল্লোলে

পাণ্ডব পাঞ্চালগণ, রণজয়ী বোধে।
অবশ্য করিব রোধ এ স্রোতের গতি;
যা থাকে হইবে ভাগ্যে জীবনাবসানে।
এত শুনি নরপতি কহিলা পুলকে,—
(নির্ব্বাণের অগ্রে যেন প্রদীপ হাসিল)
কৃপাচার্য্য! বারিপূর্ণ কলসী, ত্বরিতে
আনীত হউক হেথা। হইল পালিত
আদেশ। কহিলা পুনঃ সোৎসাহবচনে,—
দ্বিজবর, অভিষিক্ত করুন দ্রৌণিরে—
সেনাপতিপদে আজি, এ প্রাণান্তকালে;
চিরদিন হিতাকাঙ্ক্ষী আমার আপনি।
অবিলম্বে নৃপ আজ্ঞা হইল পালিত।
দ্রোণাত্মজ আলিঙ্গিলা কুরুনরনাথে
পসারিয়া দুই বাহু, ক্ষণকাল তরে—
শোকাশ্রু আনন্দাশ্রুতে হ'ল পরিণত;
অনন্তর সিংহনাদে কাঁপাইয়া দিশি,
চলি গেলা কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মাসহ
তথা হ'তে। মহাক্লেশে রহিলা পড়িয়া
কুরুরাজ দুর্য্যোধন রুধিরাক্ত দেহ;
বিশ্বস্ত সৈনিকগণ রহিল প্রহরী,
সর্ব্বপ্রাণি-ভীতিপ্রদ রণরঙ্গভূমে।

নবম সর্গ।

শর্ব্বরি! কোথায় তব সে বসনখানি?
বিমল কৌমুদীময়, যাহার ঝলকে
সস্মিত পর্ব্বত নদী তরু গুল্মলতা।
কোথা সেই কোকবন্ধু ইন্দুসখা তব,
তারার জীবন ধন কুমুদীর পতি;
সে কথাটী একবার পার কি বলিতে?
বরষিছ অশ্রুজল নীহারের ছলে—
অজস্র নীরবে, বসি আকুল হৃদয়ে—
যার তরে, সে কি কভু কাঁদে তব লাগি?
শুনিয়াছি তুমি সতি, শশি-সোহাগিনী
যামিনি, গোপনে আজি তারকানগরে—
গিয়াছেন তারানাথ, শূন্য করি আহা!
তোমার হৃদয়-কক্ষ অকরুণান্তরে।
চাহিয়ে গগন পানে চেয়ে দেখ ধনি!
হাসিছে তারকারাজি অনাবৃত মুখে,
কেমন গরবে মত্ত চাহি তব পানে;
উপেক্ষার হাসি এ যে ঈর্ষায় জড়িত।
সপত্নী কুমুদী মুখে নাহি মলিনতা

তোমার, হাসির রেখা সতত অধরে
১১৪] মলিনতা কেন হেন তোমায় রজনি !
শঙ্করের আভরণ যে সুধাংশুনিধি,
তার অঙ্কে সদা তব বাসের বাসনা ;
বড়ই অদ্ভুত কথা ! সম্ভবে কি তাহা ?
নহে ত তোমার শুধু অমৃতদীধিতি।
এ ক্লেশের কৃষ্ণপক্ষ হবে তিরোহিত,
আবার উদিবে চন্দ্র অম্বর উরসে,—
তোমার হৃদয়নিধি দিশি উজলিয়া।
প্রভাবতী সাড়িখানি আবার পরিবে,
আবার হাসিবে সতি পতিগতপ্রাণা !
হাসা কাঁদা জগতের নিয়ম যামিনি !
সাধকসহায় তুমি, নিস্তব্ধতা তব
সহচরী, সহচরী বিরামদায়িনী
নিদ্রাদেবী, শান্তিদাত্রী তুমি ধরাতলে ;
দিবসের শ্রান্তি যত বিলয় তোমাতে।
কিন্তু কেন প্রতারণা পুষিছ হৃদয়ে ?—
যুবক যুবতী যবে উন্মত্ত আবেশে,
প্রেমের লহরী-ক্রীড়া করে হৃদিমূলে,
উভয়ে আপনাহারা উভয়ের লাগি,
এ সুখের অন্তরায় তুমি লো শর্ব্বরি !
হাসিয়া দাঁড়াও সরি সাধ না পূরিতে

নবম সর্গ

মহানবমীর দিনে শারদ উৎসবে,
জগতজননী দুর্গা কন্যা সাজে সাজি,
ভকতগণের গৃহে সমুদিত যবে,
অর্দ্ধাবৃত চন্দ্রমুখে ক্ষণকাল হাসি,
ঢাকি ফেল মুখখানি কৃষ্ণাবগুণ্ঠনে।
পরক্ষণে কোথা যেন চলি যাও পুনঃ,
না দাঁড়াও একবার সহস্র বিনয়ে।
ব্যাধির পীড়নে যেই হৃদি জর্জ্জরিত,
তাহার আবাসে তব আবাস রজনি!
মর্ম্মভেদী খেলা তব মানবের সনে।
চৌর্য্য দস্যুবৃত্তি আদি কুক্রিয়া সকলে—
সর্ব্বদা সহায় তুমি, নির্দ্দয় এমনি।
অসিত বসনাঞ্চলে মুখাবৃত করি,
কার সর্ব্বনাশ আজি করিছ ঘোষণা?
আকৃতি নিরখি তব এ প্রাণ কাঁপিছে।

গাঢ়তর অন্ধকার ভয়াল আকৃতি,
অবনী আবৃত তাহে দৃষ্টি নাহি চলে,
এ হেন যামিনীযোগে বিশুষ্ক বদনে,
চলি গেলা অশ্বথামা রথ আরোহণে,
কৃপ কৃতবর্ম্মাসহ দক্ষিণাভিমুখে,
শোকসমাচ্ছন্ন চিত্ত পাণ্ডব-শিবির
সজ্জিত যথায়, যথা মত্ত যোধদল

প্রমোদে ; নিকটে তার হয়ে উপনীত—
১১৬] রহিলা প্রচ্ছন্ন ভাবে ক্ষণকাল তরে
বহিল নাসিকাপুটে শ্বাস ঘন ঘন
অস্ফুটবচন ম্লানমুখে বিনির্গত।
পাণ্ডব-শিবিরোত্থিত সিংহনাদ পুনঃ
শুনিলা গগনস্পর্শী, চলিলা ত্বরিতে
স্থানান্তরে অনুসরে কেহ যদি পাছে
এ আতঙ্কে, শুষ্ক কণ্ঠ জলপিপাসাতে
আর্ত্ত-তুরঙ্গম ক্ষুধাতৃষ্ণায়, হেরিলা
সম্মুখে অটবী এক বিটপি-বেষ্টিত।
বেষ্টিত ব্রততীবৃন্দে গুল্মম-নিচয়ে।
বসি সে কাননপাশে বিশ্রাম লভিলা
বীরত্রয়, নিবারিলা পিপাসা সলিলে,
করিল তুরগ যুগ ক্লান্তি দূর তথা।
ক্ষণপরে বীরত্রয় সে কান্তার মাঝে
পশিলা, হেরিলা কত ফল বৃক্ষাবলী।
কোন কোন বৃক্ষ ফলভরে অবনত,
কত বনফুল রম্য সুরভিপূরিত—
নয়নের অভিরাম, অনিল উল্লাসে
আলিঙ্গিছে পুষ্পদলে আসব চুম্বিছে
অবিশ্রান্ত, সরে ফুল্ল নীলকমলিনী।
ক্ষণকাল বীরগণ ইতস্ততঃ করি

দেখিলা সম্মুখে এক বহুশাখাযুত—
প্রকাণ্ড ন্যগ্রোধবৃক্ষ ; ব্যোমবক্ষভেদী—
শিরোদেশ, তলভূমি নিবিড় তিমিরে
সমাচ্ছন্ন, উপনীত হইয়া সে স্থলে,
উন্মোচিলা অশ্বরজ্জু ; সন্ধ্যাবন্দনাদি
বিহিত বিধানে সাঙ্গ করি অবশেষে,
কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধবৃত্তান্ত-কথনে—
হইলা নিরত ; ক্ষতবিক্ষত শরীর,
উদরে নাহিক অন্ন পরিশ্রান্ত তাহে,
ক্রমে ধরাতলে সবে হইলা শায়িত।
তুষিলেন নিদ্রাদেবী কৃপভোজরাজে
তোষেন জননী যথা ভীত শ্রান্ত শিশু।
প্রজ্বলিত ক্রোধানলে দগ্ধ অশ্বত্থামা,
যাইতে নারিলা নিদ্রা সে দহন পাশে।
ত্রস্তপদে উঠি দ্রৌণি নামি জলাশয়ে,
নীলপদ্ম শত শত তুলিলা সোৎসাহে,
উঠিয়া আবার তীরে সমার্দ্র বসনে—
তুলিলা বনজ পুষ্প, বনফলচয়ে,
করিলা সংগ্রহ আর ত্রিপত্রসমূহ ;
জ্বালিত করিলা অগ্নি আসি বৃক্ষতলে।
বাণাগ্রে সে তরুস্কন্ধে করিলা অঙ্কিত,
বিশ্বমাতা কালিকার মূর্ত্তি ভয়ঙ্করী।

শরাগ্রে করিলা বিদ্ধ বক্ষ, তীরবেগে
১১৮] ছুটিল শোণিতধারা, অঞ্জলি পূরিয়া—
লয়ে সে রুধির, তাহে যতনে মাখিয়া
নীলপদ্ম বিল্বপত্র, রক্তলিপ্ত বাসে
উপবেসি, আরম্ভিলা পূজা ভক্তিভাবে।
বহুক্ষণে পূজা সাঙ্গ করি বিধিমতে,
মুছিয়া নয়নযুগ, করযুগ যুড়ি—
কহিলা কাতরে অতি—এ প্রপন্নে, তুমি—
একবার কৃপাদৃষ্টে চাহ গো জননি!
শুনিয়াছি তুমি মাত, দানবদলনী!
কৃপা করি দেহ বর অকিঞ্চন জনে;
এ নিশায় ধৃষ্টদ্যুম্ন অধম দানবে
সংহারি, সংহারি সেই শিখণ্ডী পামরে—
পাণ্ডব পঞ্চালগণ যে রহে শিবিরে।
শিখি নাই তব পূজা, শুনেছি শ্রবণে
পরাৎপরা তুমি মাগো সূক্ষ্মসূক্ষ্মাদপি!
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের একমাত্র হেতু।
মূঢ় আমি, কেমনে বা কোন্ মন্ত্রবলে
করিব প্রসন্ন তোমা কিছুই না জানি।
পিতা আশুতোষ, হ'য়ে সদয় অর্জ্জুনে
দিয়াছেন পাশুপত অস্ত্র, রণস্থলে
কল্যাণ সাধন তার করিছেন সদা।

অকস্মাৎ দৈববাণী হইল অম্বরে—
মুছি ফেল অশ্রু বৎস, লভিবে অচিরে
বিজয়; নয়ন মেলি দেখ রে চাহিয়ে
সিদ্ধির সোপান ওই বৃক্ষের উপরে।
উন্মিলি নয়ন দ্রৌণি, দেখিলা সম্মুখে
উচ্চ বটতরু এক বহু শাখাযুত।
সেই বনস্পতি শাখে, অসংখ্য বায়স
ছিল নিদ্রা অভিভূত এ যামিনী যোগে।
সহসা বিদ্যুৎ বেগে পড়িল আসিয়া—
পিঙ্গল বরণ এক কাকারি সে স্থলে—
উলূক; সুতীক্ষ্ণ চঞ্চু—সুতীক্ষ্ণ নখর।
প্রবেশিয়া প্রতি নীড়ে বিদ্যুত গতিতে,
কার পক্ষ কার পদ মস্তক কাহারো,
ছেদিল ভাঙ্গিল তার নাহি লেখাজোখা।
করিল নিঃশেষ প্রায় নাশি কাককুলে।
জাগ্রত-স্বপন সম, হেরিলা নয়নে—
এই দৃশ্য অশ্বত্থামা; সফল ভাবিলা
মনোরথ,—বিশ্বমাতা দেখাইলা মোরে
উলূকের অভিনয় এ রজনী যোগে।
করিব অভীষ্ট-সিদ্ধি না হবে অন্যথা;
নিদ্রায় প্রভাত রাত্রি করিব না কভু।
হইয়াছি প্রতিশ্রুত কুরুরাজ পাশে,

পাণ্ডব পাঞ্চালগণে সংহারিব আজি;
১২০] কিন্তু তারা বলশালী, সমরবিজয়ী
রণদক্ষ, অস্ত্রশস্ত্রসম্পন্ন সকলে,
জীবিত এখনো তাহে যোধ শত শত।
কতবার তাহাদের তেজ দুর্নিবার
সহিতে না পারি, ছাড়ি রণরঙ্গভূমি,
লভেছি রক্তাক্ত দেহে বিশ্রাম বিজনে।
আজি কিন্তু দৈববলে বলীয়ান্ আমি,
অবশ্য লভিব জয় এ রজনী-রণে।
এ পক্ষে এখন মাত্র এই তিনজনা—
জীবিত আমরা, যথা সাগর হৃদয়ে
ভাসমান লক্ষ লক্ষ তরী, ঝঞ্ঝাবাতে
নিমজ্জিত, দৈববশে লাগে আসি কূলে
কয়খানি। অস্ত্রশস্ত্র নিঃশেষ সকলি।
নিঃশেষ পদাদি অশ্ব রথ গজ আদি।
কৌশলে শিবিরে পশি অভীষ্ট সাধিব,
না করিব হস্তক্ষেপ সন্দিগ্ধ বিষয়ে।
হইল পাণ্ডবগণ শঠতাচরণে
রত পদে পদে, কারো নহে অবিদিত;—
রহিব ধর্ম্মের পথে কি কারণে আমি?
পরিশ্রান্ত কিংবা শস্ত্রবিহীন অরাতি
অথবা নায়কহীন, অর্দ্ধরাত্রিযোগে

নিদ্রিত, প্রবেশ কিবা নিরত প্রস্থানে,
অশনে প্রবৃত্ত যদি বধিব তাহারে। [১২১
হেন চিন্তা করি দ্রৌণি, ত্রস্তে জাগাইলা
মাতুলে, সে ভোজপতি কৃতবর্ম্মা বীরে;
বিবরিয়া সব কথা কহিলা তা দোহে।
শুনি অশ্বত্থামা-বাক্য হইলা লজ্জিত
বীরদ্বয়, না স্ফুরিল বচন বদনে।
এ দোহার ভাব বুঝি অশ্রুপূর্ণ আঁখি
অশ্বত্থামা, অগ্নিময় নিশ্বাস তেয়াগি
কহিলা—মাতুল, মোরা প্রবৃত্ত সমরে
যার শুভ লাগি, যিনি গুণবিভূষিত
অনন্ত, হায় রে! যাঁর করতলগত
ছিল অগণিত সেনা, আজি তাঁরি শিরে—
বৃকোদর-পদাঘাত, সহে কি পরাণে?
যার সহে, কৃতঘ্ন সে অধম দুর্ম্মতি।
সিংহনাদ শঙ্খধ্বনি দুন্দুভিনির্ঘোষ,
আনন্দের উচ্চ আস্য পাণ্ডবশিবিরে,
আবার শুনুন ওই, আরোহী সমীরে
তুমুল বাদ্যের রোল ধায় চারিভিতে।
মাতঙ্গ বৃংহতি আর তুরঙ্গের হ্রেষা,
বীরের বিজয়ারাব রথচক্র-ঘোষ,
প্রবেশি এ শ্রুতি-পথে মরম চূর্ণিছে।

ঘোর মোহবশে বুদ্ধিভ্রংশ নহে যদি,
১২২] সহায় হউন মোর করি এ মিনতি।
  কহিলেন কৃপাচার্য্য—শুন বলি তবে
হে অশ্বত্থামন্, মম অন্তরের কথা!
একমাত্র দৈব কিংবা পৌরুষের বলে
কার্য্যসিদ্ধি অসম্ভব, শাস্ত্র উপদেশ।
কি উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট কর্ম্ম করে জীব,
এ উভয় নিরন্তর আছে তার মূলে।
বর্ষি জল, জলধর শিলাখণ্ডোপরি
হয় কি সহায় কভু ফল উৎপাদনে?
ফলয় প্রচুর শস্য কৃষ্টভূমি যদি।
এ কৌরবপক্ষে দৈব প্রতিকূল সদা;
জ্ঞানের নয়ন যার নহে নিমীলিত,
করিছে প্রত্যক্ষ সেই নিত্য এ ঘটনা।
গোষ্পদ ভাবিয়া যাই লঙ্ঘিতে যাহারে,
চক্ষু পালটিতে দেখি অনন্ত বিস্তৃতি—
জলধির, সমাকুল চিত্ত তারি তরে।
কেমনে বিজয়লাভ হইবে এ রণে?
পাণ্ডবের মুষ্টিগত দৈব অবিরত,
তাই বীরকুলচূড়া, কুরুকুলরবি
অস্তপ্রায় ভীষ্মদেব;—নৃপতি আপনি।
দ্রোণ কর্ণ রণক্ষেত্রে জীবন ত্যজিলা—

ধনুর্দ্ধর অগ্রগণ্য আর যোধ যত।
পরিশ্রান্ত সবে মোরা শ্রমাপনোদনে
এ নিশায়, সুপ্রভাতে পশিব সমরে।
কৃতবর্ম্মা সহ যদি করি সহায়তা
তোমার, কাহার শক্তি এ ভুবনত্রয়ে
সম্মুখীন হয় রণে? কিন্তু রাত্রিকালে,
ধর্ম্মবিগর্হিত বর্ত্মে, মানব-ঘৃণিত—
পথে পদার্পণ করা যুক্তিযুক্ত নহে।
অতএব নিশা-অন্তে রত হও রণে,
অবশ্য লভিবে জয় নাহিক সন্দেহ।
কিংবা যদি যায় প্রাণ বিপক্ষের করে,
নিরয়গমন ভয় নাহিক তাহাতে।
নাহি লোকনিন্দাভীতি জানিহ নিশ্চিত।
ক্ষণেক নীরবে থাকি আবার কহিলা—
অপমানে অবসাদে বুদ্ধিভ্রংশ মম,
সদসৎ যুক্তি দানে উপজে সন্দেহ।
বিদুর গান্ধারীদেবী ধৃতরাষ্ট্র যথা
চল তথা, প্রদর্শেন যে যুকতি মিলি
চলিব সে যুক্তি-পথে আমরা সকলে।
শুনি কৃপমুখে হেন, দ্রোণাত্মজ বলী
অশ্বত্থামা, কহিলেন দগ্ধক্রোধাগুনে
মাতুলে, হার্দ্দিক্য পানে নিরীক্ষণ করি—

বধিয়াছে ভীষ্মদেবে ষড়যন্ত্র বলে,

নপুংসক শিখণ্ডীরে রাখিয়া সম্মুখে
ধনঞ্জয়, ত্যক্ত যবে শর ধনু তিনি
কেমন এ দৈববল না পারি বুঝিতে।
নিরস্ত্র জনক মম উপবিষ্ট রথে
অভাগার মৃত্যুবার্ত্তা শুনি যুধিষ্ঠিরে;
পাপমতি ধৃষ্টদ্যুম্ন তীক্ষ্ণ অসিঘাতে,
দ্বিখণ্ড করিল তাঁরে না বুঝিনু আমি,
কেমন অদ্ভুত সেই দৈববল তাহা!
বধিল পাপাত্মা পার্থ নিরস্ত্র অঙ্গেশে—
বীরর্ষভ, মুক্তহস্ত সদা দানে যিনি
প্রোথিত রথের চক্র ব্যস্ত উন্মোচনে—
যবে, না বুঝিনু কোন্ দৈববল হেথা।
তনয়-নিধনবার্ত্তা শুনিয়া আপনি,—
প্রতিজ্ঞা করিল পার্থ, অদ্য বিনাশিব—
পুত্রহন্তা, বিসর্জ্জিব প্রাণ ব্যতিক্রমে।
আচ্ছাদিলা যদুপতি কুহকের বলে
দিবাকরে, তমাবৃত হইল মেদিনী।
জ্বলিল অনলরাশি ধক্ ধক্ ধকে,
অসিতরসনা মেলি, ঐন্দ্রি শ্বেতবাজী,
পশিতে উদ্যত তাহে পণভঙ্গভাগে।
স্মিতমুখে জয়দ্রথ আইল সে স্থলে

নিরস্ত্র, উদিলা ভানু পশ্চিম গগনে
বিনাশিল পার্থ তারে তীক্ষ্ণ শরাঘাতে।
নাহি সমঙ্কিত তাহা কার স্মৃতিপটে ?
সংহারিল কুরুরাজে ষড়যন্ত্র বলে—
বৃকোদর নীচাশয়, পুনঃ তারি শিরে
পদাঘাত পুনঃ পুনঃ কোন্ বীরহৃদি—
নাহি হয় বিচলিত এর প্রতিফলে ?
শোকাতুর অন্ধরাজ শোকার্ত্তা গান্ধারী
বিশেষ স্থবিরবপু, সুযুক্তি প্রদানে
সক্ষম হবেন বলি না হয় ভরসা।
বৃথা কালক্ষয় করা অসঙ্গত এবে।
ক্ষণেক নীরবে থাকি কহিলা মধুরে—
কৃপাচার্য্য,—প্রিয়তম শুন বলি তবে,
ইচ্ছামৃত্যু গঙ্গাপুত্র কহিলা আপনি,
আপন নিধনবার্ত্তা বিপক্ষ-গোচরে।
সদা শুনি নৃপতির বক্র বাক্যাবলী,
তাহার পাশায়ে সাধ ছিল না অন্তরে।
নহিলে এ অসম্ভব সম্ভবে কি কভু ?
প্রোথিত রত্নের স্থান কে দেখায় কারে ?
বিপক্ষে দেখায় স্বীয় মৃত্যুর কৌশল,
কে কোথা শুনেছে হেন অদ্ভুত ভারতী ?
নহে কি দৈবের খেলা ইহার মাঝারে ?

প্রবীণ জনক বৃদ্ধ দ্রোণদেব তব—
১২৬] শুনি "অশ্বত্থামা হত" ধর্ম্মরাজমুখে
হইলা বিরত রণে, অভিভূত শোকে;
না শুনিলা "ইতি গজ" বাদ্য কোলাহলে।
না হইতে বাক্যশেষ বিশদ প্রকারে
না বুঝিয়া কে এমন পড়ে ভ্রান্তিজালে?
"অশ্বত্থামা হত" তাহে আহত না বুঝি,
ত্যজিলা কার্ম্মুকশর হত অনুমানে;
জানেন অবধ্য তুমি, না বিচারি তাহা—
দৈব প্রতিকূল হেতু। পৌরুষের বলে
পাণ্ডবের হেন জয় অসম্ভব অতি—
দৈবানুকূলতা বিনা, দেখ বিচারিয়া
শত শত ষড়যন্ত্র যায় চূর্ণ হ'য়ে,
দৈববল নাহি রহে মূলে তার যদি।
আপনি সুরেন্দ্র আসি লইলা ছলিয়া,
অক্ষয়কবচ কর্ণে, ব্রাহ্মণের বেশে
বদান্য, স্বতনয়ের কুশলের তরে।
জামদগ্ন্য অভিশপ্ত অঙ্গ অধিপতি—
দিব্যাস্ত্রে বিস্মৃতি তার ঘটিবে সঙ্কটে।
ইন্দ্রদত্ত শক্তি যাহা রক্ষিলা যতনে
বসুসেন, বিনাশিতে তৃতীয় পাণ্ডবে
হইল ব্যয়িত তাহা ঘটোৎকচবধে,

দুর্দ্দান্ত রাক্ষস বীর বৃকোদরাত্মজ,
মথিত করিল সেই কৌরববাহিনী,
দলে শস্যক্ষেত্র যথা শূকর শরতে।
গ্রাসিলা রথের চক্র অবনী আপনি
কর্ণবধবার্ত্তা কি হে ভুলেছ সকলি?
সদা দৈব প্রতিকূল বীর বৈকর্ত্তনে,
সদা দৈব প্রতিকূল এই কুরুকুলে,
সতত পাণ্ডবকুলে সে অনুকূলতা।
দিবসে আধাঁর দিক্ অগ্নি প্রজ্বলিত,
প্রবেশে উদ্যত তাহে পণভঙ্গভানে
ধনঞ্জয়, জয়দ্রথ ধীমান্ চতুর,
কি জন্য আইল তথা বর্ব্বরের মত,
নিরস্ত্র, ঔদাস্য করি কাল নিরূপণে,
নহে কি দৈবের খেলা এ ঘটনা মূলে?
নৃপতি দুর্দ্দান্ত দৈত্য ছিল জন্মান্তরে,
আজন্ম নিরত, তাই পাণ্ডবনিগ্রহে
করিল প্রতিজ্ঞা ভীম, কুরু নরপালে—
নিহত করিব রণে ভগ্ন করি উরু,
স্মরি সতী পাঞ্চালীর অপমান যত,
ক্রোধে দগ্ধ হ'তেছিল চিত্ত তার সদা,
প্রাণান্তিক প্রায়শ্চিত্তে তুষানল যথা।
তার উপশম হেতু রাজার মস্তকে

পদস্পর্শে পুনঃ পুনঃ কি তুষিব তারে ?

পদে দলি বিষধরে কে পায় নিষ্কৃতি ?
মজিল আপনি সে যে আপনার পাপে,
মজাইল মোসবারে কি আর কহিব।
কহিলেন দ্রোণাত্মজ আরক্ত নয়নে,—
হে মাতুল! তব মত নারি সমর্থিতে,
দ্রুপদ-নন্দিনী সতী ? অদ্ভুত এ কথা !
জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠাদি ক্রমে উপগত যাহে
নির্লজ্জ পাণ্ডব, দুঃখে হাসি পায় শুনি।
অনার্য্য ঘৃণিত এই বিবাহ-পদ্ধতি,
কে কোথা দেখেছে, ছিছি! শুনি নাই কভু।
শুনিনু নূতন কথা! দৈত্য ছিল, রাজা
দুর্য্যোধন জন্মান্তরে, কশ্যপ আত্মজ
দিতি দনু অদিতির উদ্ভব উদরে—
দৈতেয়, দানব, দেব, দক্ষের তনয়া।
অমৃত অমৃত পানে অদিতি সন্ততি,
করিয়া বঞ্চিত যত দিতির তনয়ে।
নিরপেক্ষ ভাবে যদি নিরখয় কেহ,
দেখিবে দেবতা দৈত্য দানব-নিকরে,
সহস্র সহস্র দোষ গুণ তথাবিধ।
দৈত্য দানব নিকটে দুর্ব্বল দেবতা,
তাই স্বর্গরাজ্যভ্রষ্ট বারংবার হেরি।

হউন দানব রাজা, নাহি দুঃখ তাহে ;
নহে কি সে ভীমসেন রাক্ষস অধম
নররক্তপায়ী ? বাক্যে অঙ্গ যায় জ্ব'লে।
ক্রোধভরে বীরবর কহিলা দাঁড়ায়ে—
শুনুন বীরেন্দ্রদ্বয় ! বৃথা কালক্ষয়ে,
নাহি আর প্রয়োজন, যাইব সত্বরে,
সাধিতে উদ্দেশ্য মম এ রজনী যোগে।
আবার মিনতি করি হউন সহায়।
কার শক্তি লভে জয় কৃষ্ণার্জ্জুন যথা
সম্মুখ সংগ্রামে, ধ্বংস কৌরববাহিনী
সমূলে ; জনক শোকে আকুল পরাণি,
হেরি নৃপতির দশা স্যমন্ত-পঞ্চকে,
দগ্ধ দগ্ধ-চিত্ত মম বিদ্বেষ-পাবকে।
যে দিন নারায়ণাস্ত্র প্রয়োগ করিনু
লক্ষ্যি পাণ্ডবীয় চমূ মন্ত্রঃপূত করি,
হইল নিষ্ফল তাহা, পুন কৃষ্ণার্জ্জুনে
সংহারিতে আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপিনু বেগে,
হইল অনলময় সমর-প্রাঙ্গণ,
ভাবিনু ত্যজিল দোহে প্রাণ এ পাবকে ;
কিন্তু পরক্ষণে হেরি অক্ষতশরীরে
বিহরিছে রণস্থলে ভীষণ প্রতাপে;
নাহিক ভীতির লেশ এ দোহার মুখে।

অবাক হইনু হেরি হৃদয় কাঁপিল,
১৩০] সম্মুখ সংগ্রামসাধ মিটিল তখনি।
দেখিয়া অদূরে চাহি পরাশরসুতে
প্রণমিয়ে যথাবিধি জিজ্ঞাসিনু তাঁরে,
কহ দেব! কেন মম নিষ্ফল হে আজি
আগ্নেয়াস্ত্র, হেন তাপ কি পাপের ফলে।
কি শক্তি প্রভাবে আজি লভিলা নিষ্কৃতি
কৃষ্ণার্জ্জুন, কহিলেন সত্যবতী-সুত
ব্যাসদেব— কেন বৎস বিচলিত হেন?
ধৈর্য্য ধরি শুন তবে কহি সে কাহিনী
দ্রোণাত্মজ, নারায়ণ আরাধি শঙ্করে!
সর্ব্বজীবে অজেয়তা লভিলা পূরবে।
যদুবংশে বসুদেব পুত্ররূপে তিনি
তাঁরি তপোৎপন্ন এই কৌন্তেয় কিরীটী,
নরনামা ঋষি বলি ছিলেন আখ্যাত।
যে দিন তাঁহার মুখে শুনেছি এ কথা,
আশা ভরসাদি যত বিলুপ্ত সে দিনে।
ধর্ম্ম-যুদ্ধে কভু শত্রু নারিব নাশিতে
নিশ্চিত, হারাব প্রাণ বিপক্ষের করে।
যদিও কুৎসিত হেন জীবন রক্ষণে
নাহি অণুমাত্র ফল বিড়ম্বনা শুধু,—
তথাপি অরাতি ঘোর চণ্ডাল অধম

ধৃষ্টদ্যুম্নে না সংহারি না পারি ত্যজিতে—

এ পরাণ, প্রতিহিংসা ভুজঙ্গিনী মম

সে পামর—বক্ষঃস্থলে দংশিবে অচিরে।

যায় যদি গড়াগড়ি ভূমে পড়ি ভানু

কিংবা অস্তাচল হ'তে ধায় পূর্ব্বদিকে ;

অমৃত-কিরণ যদি অনল উগারে,

প্রোষ্ঠীর প্রহারে যদি হয় বিচলিত—

সাগর, ভাঙ্গিয়া পড়ে ভেকপদাঘাতে

নগেন্দ্র-শিখরদেশ, কিন্তু পণ মম

কাহারো শকতি নাই করিতে অন্যথা।

নাশিব সে পিতৃবৈরি যে কোন প্রকারে।

এ পাপের ফলে যদি পশিয়া কৌরবে

বিষ্ঠামূত্র ক্লেদময়, পূর্ণকৃমিকুলে,

অনন্ত জীবন মম ত্রাহি ত্রাহি রবে

যাপন করিতে হয়, অথবা বিজনে

হয়ে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত অশক্ত চলিতে,

এক পদ, ধরা পরে শব প্রায় পড়ি

মাংসলোভী পাখীকুল খায় চক্ষু খুলি

টানি জিহ্বা, গাত্র মাংস শ্লাঘ্য মানি তাহে।

কিন্তু এ অমর্ষপূর্ণ প্রাণ ধরি ভবে—

রহিতে নারিব কভু; এ মিনতি পুনঃ

বীরদ্বয়, অরিবধে হউন সহায়!

এত কহি দ্রোণাত্মজ অশ্বত্থামা বলী,
চলিলা নিষ্কোষি অসি পাণ্ডব-শিবিরে।
কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মা চলিলা নীরবে
বায়ুবেগগামী অশ্ব-সংযোজিত রথে।

দশম সর্গ।

নিবিড় তিমিরজালে আবৃত অবনী
অর্দ্ধাধিক নিশাগত, পাণ্ডব-শিবির
নীরব নিস্তব্ধ এবে, বীতসংজ্ঞ সবে
দৌবারিক যোধবৃন্দ, রণ-জয়ী বোধে—
নিশ্চিন্ত নিদ্রার ক্রোড়ে পুরনারী যত।
অনিদ্র দ্রুপদ-পুত্র পাণ্ডব-সেনানী
ধৃষ্টদ্যুম্ন, সুকোমল শয্যার উপরে।
প্রাণাধিকা পত্নী তার তন্বী তারাবতী—
রূপের বিলাসগৃহ, পতিপরায়ণা,
তন্দ্রার কুহকময় বাগুরায় গড়ি
শুষ্ক কণ্ঠে ক্ষণে ক্ষণে উঠিছে চমকি।
শিবির তোরণ পাশে উপনীত আসি

করে মুক্ত তীক্ষ্ণ অসি, দ্রোণাত্মজ বলী
অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা কৃপাচার্য্য সহ। [১৩৩
নেত্রে উগারিছে অগ্নি বিদ্বেষাগ্নি হৃদে।
"বৃহস্পতি-সুপবিত্র কুলে জন্ম তব
হে অশ্বত্থামন্, তুমি রত একি কাজে!!
চৌরসম এ নিশায় শিবির নিকটে
হরিতে জীবনরত্ন? পরিণাম ভুলি।
কি জন্য আরোপ কালি ব্রাহ্মণের কুলে?
যুগ যুগান্তর তরে জগত ঘুষিবে—
অপযশ, একবার ধৈর্য্য ধর চিতে।
সামান্য মানব সম কেন এ মত্ততা?
নিরস্ত্র জনকে তব যেরূপে বধিল
আচরিয়া ব্যাধবৃত্তি ধৃষ্টদ্যুম্ন পাপী;
সে কুকীর্ত্তি, অনুদিন রহিবে অঙ্কিত
কাল বক্ষে। তুমি কেন অনার্য্য আচারে?
তাই বলি যাও চলি ক্রোধ পরিহরি।
ওই শুন দ্বিজবর নিবিষ্ট অন্তরে—
নিশা নিস্তব্ধতা ভেদি কহিছে কাতরে
পেচকাদি পাখীচয় রোষ সম্বরিতে
তোমায়, বুঝিয়া তব অন্তরের কথা।
ব্যোমাঙ্গনে চন্দ্র-পত্নী অগণ্য তারকা,
বর্ষিছে অজস্র অশ্রু নীহারের ছলে

অভিপ্রায় বুঝি তব, সেই হেতু আজি

নিশানাথ না উদিলা অম্বর উরসে।
সমীর ছাড়িছে ওই সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস—
বিষণ্ণ অন্তরে, হবে দৃশ্য মর্ম্মভেদী
অভিনীত এই স্থলে, স্মরি সেই কথা।
সরসরে মরমরে কভু বা কহিছে—
এ কুমতি পরিহরি যাও চলি গেহে;
হে দ্রোণ-নন্দন! কেন কুলক্ষয়ে ব্রতী?
পাঞ্চাল-রমণীগণ কি দোষ করিল
বীরেন্দ্র, দারুণ সেই বৈধব্য দহনে
দহিবে তা' সবে কেন? আশ্রয় পাদপে
বহু বিহগীর, কেন কাটিবে কুঠারে?
ধীরভাবে একবার দেখ বিচারিয়া।"
কারো কথা না পশিল দ্রৌণি-শ্রুতিমূলে,
কারো বাক্যে বীরবক্ষ কিছু না টলিল।
প্রথমে হইলা রত দ্বার অতিক্রমে
শিবিরের, নিরখিলা পথরোধকারী,
ভয়াল মুরতি এক দাঁড়ায়ে সম্মুখে।
বিকীর্ণ করিছে দেহ জ্যোতিঃ রাশি রাশি।
চাহিতে নারিলা দ্রৌণি সে মূর্ত্তির পানে
ভয়াবহ, নেত্রযুগ গেল ঝলসিয়া,
বারেক বিশাল বক্ষঃ কাঁপিয়া উঠিল

দুরু দুরু, চিন্তানলে দগ্ধ হল তনু।
"উদ্দেশ্যের অন্তরায় কে তুমি এ স্থলে?"
উচ্চারিয়া, পুনরপি বিপুল সাহসে,
চাহিলা সে মূর্ত্তিপানে, হেরিলা অমনি
সেই ভীতিপ্রদ বেশ, প্রবাহিত তাহে—
সুতীক্ষ্ণ জ্যোতির স্রোত, দিশি উজলিয়া
শোভিছে সে জ্যোতিরাশি, সহস্র নয়ন,
প্রতিনেত্রে ধক্‌ধকি অনল জ্বলিছে।
বিশাল উরসে স্কন্ধে শিরে কুক্ষিদেশে
বিস্তারি বিচিত্র ফণা কেলিরত অহি—
ঝলমলে জ্বলে মণি মস্তক উপরে
মনোহর, নদীবক্ষে বীচিরাজি যথা
করে ঝলমল নব অরুণের করে।
ভয়াল ভুজঙ্গ যজ্ঞ উপবীত গলে।
রক্তাক্ত শার্দ্দূল ছাল নিবদ্ধ ভুজগে
কটিতটে; দন্তপাঁতি ভীষণ দর্শন,
বদন ব্যাদিত, নেত্র শ্রবণ নাসিকা
উদ্গীরিছে তেজঃপুঞ্জ. হ'ল সমুদ্ভূত
তাহে বহু কৃষ্ণমূর্ত্তি মনোমুগ্ধকরী,—
নব প্রস্ফুটিত চারু পদ্ম পদতলে।
পীতবাস কটিতটে, সুহাসি অধরে,
সুশোভিত নীলবক্ষ কৌস্তুভ রতনে,—

তরুণ অরুণ যেন নভঃ কণ্ঠদেশে ;
১৩৬] ভাসে কোকনদ কিংবা কালিন্দীর জলে।
গলে শুভ্র ফুলমালা, সুনব অম্বুদে
বলাকার শ্রেণী যেন, সুবঙ্কিম ঠাম,
ললাটে অলকা পাঁতি, বঙ্কিম চাহনি,
সুদর্শন সুদর্শন নখাগ্রে ঘূর্ণিত।
হেন হেরি অশ্বত্থামা ভাবিলা অন্তরে,—
একি দেখি ! কিছুই ত পারিনা বুঝিতে ;
মৃগতৃষ্ণিকায় এ যে পদ্ম প্রস্ফুটিত !!
কার মায়া হেন মোরে ছলিতে এ স্থলে ?
আবার পড়িল দৃষ্টি সে মূর্ত্তির পানে
সহস্র নয়নযুত, শঙ্কার আবাস।
যে ভয়াল মূর্ত্তি হেরি শুকায় জলধি,
বিদরে ভূধর চন্দ্র খসি পড়ে ধরা,
হেরিলা অকুতোভয়ে তাহে অশ্বত্থামা।
তীক্ষ্ণ বাণ যুড়ি চাপে কহিলা গর্জ্জিয়া,
কে তুমি দাঁড়ায়ে হেথা দেহ পথ ছাড়ি।
কেন বিঘ্ন কর মম অভীষ্ট সাধনে ?
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ রাক্ষস যে কেহ
বিমুখিব শরাঘাতে প্রবেশিব পুরে।
বধিব সে ধৃষ্টদ্যুম্ন পাপাত্মা চণ্ডালে
পিতৃঘাতী ; আকর্ষিয়া আকর্ণ সিঞ্জিনী

এড়িতে লাগিলা শত সহস্র ইষিকা।
কিন্তু বৃষ্টিধারা যথা মরুর হৃদয়ে
অথবা নদীর স্রোত সাগরের জলে;
তেমতি মিশিয়া গেল সে পুরুষ দেহে।
জ্যোতির্ম্ময়ী রথ শক্তি পুন করি করে
হানিলা প্রবল বেগে; সে পুরুষ দেহ
অটল অচল সম; পড়িল ভূতলে
সে অঙ্গ পরশে হ'য়ে বিদীর্ণ শতধা।
মার্ত্তণ্ডে আহত করি মহোল্কা যেমতি,
হয় ব্যোম-পরিভ্রষ্ট প্রলয়ের কালে।
এড়িলা প্রচণ্ড অসি পুনরপি রোষে,
কিন্তু সে পুরুষ দেহে প্রবেশিল তাহা,
প্রবেশে ভুজঙ্গ যথা আপন বিবরে।
অসি ব্যর্থ দেখি দ্রৌণি এড়িলেন গদা,
গ্রাসিলা সে ভীম গদা হাসিয়া নিমেষে।
অস্ত্র শস্ত্র ক্রমে ক্রমে হ'ল নিঃশেষিত,
বসিলা ভূতলে বীর অবসন্নবপু।
কহিলা, হায় রে! কেন শাস্ত্র উপদেশ
লঙ্ঘি—গুরুজন বাক্য আইলাম হেথা
চোর সম, অহো ধিক্, এ মম জীবনে!!
কি কুক্ষণে ধরাধামে জনম লভিনু,
ধরিলাম পাপ করে অস্ত্র কি কুক্ষণে—

কি কুক্ষণে পিতৃপাশে শিক্ষা আরম্ভিনু

হায়! হতভাগ্য আমি, ঘোর অনুতাপে
দাহন হ'তেছে চিত্ত দেখাইব কারে?
পূজিলাম কালিকার চরণ-সরোজ
ভক্তিভাবে, করিলা কি ছলনা জননী?
মিথ্যা কি সে দৈববাণী, ভ্রান্তি মাত্র মম?
ম্লানমুখে বৃক্ষতলে ওই যে মাতুল—
উপবিষ্ট কৃপাচার্য্য প্রজ্ঞার বারিধি।
কেমনে কহিব তাঁরে নারিনু পশিতে
পাণ্ডব শিবিরে আমি, প্রতিকূল হেতু
দৈব মম, পুনঃ পুনঃ নিষেধিলা মোরে
ধর্ম্ম-বিগর্হিত কার্য্যে, হেলিনু সে কথা।
কেমনে দেখাব মুখ ওই ভোজরাজে
ধর্ম্মাত্মা, সত্যের সেতু বিশারদ রণে।
ক্রোধে মোহে, কি প্রতিজ্ঞা হায় রে! করিনু
কুরুরাজপাশে আজি, কহিব কি তাঁরে?—
না পারিনু প্রবেশিতে পাণ্ডব-শিবিরে,
নারিনু রক্ষিতে আজি প্রতিজ্ঞা আপনা
দৈব প্রতিকূল হেতু, কাপুরুষ সম।
নিরখি রাজ্ঞীর দুঃখ ভূধর বিদরে
তাঁহে কি কহিব দেবি, কৌরব-সংসারে!
এতকাল অন্নধ্বংস করি, অবশেষে,

কোন প্রিয় কার্য্য তব নারিনু সাধিতে
প্রতিকূল হেতু দৈব, চক্ষের সম্মুখে
হ'ল কুরুকুল-ধ্বংস, স্নেহময় পিতা—
আর শত শত যোধ ভুবনবিজয়ী।
কোন্ মুখে কোন্ সুখে মানব-সমাজে
কাটাব জীবন ভাবী; বক্ষভেদ করি
এ তীক্ষ্ণ অসিতে আজি জীবন ত্যজিব।
শোভে কি কাকের পক্ষে সুবর্ণ পিঞ্জর?—
কুক্কুরে সুখাদ্য,—শয্যা দুগ্ধফেননিভ?
ধিক্ মোরে! এত কহি নয়নের জলে
ভাসাইলা বক্ষঃস্থল; কেহ না দেখিল,
বহিল সলিলধারা মরুর উরসে।
  কহিলা আপন মনে দ্রৌণি পুনরপি—
ওই যে দণ্ডায়মান দৈব দণ্ড সম—
সম্মুখে আমার, এযে মূর্ত্তিমান্ কাল
কলুষ বুদ্ধির মোর। এ ঘোর বিপদে
কেমনে পাইব পার না পারি বুঝিতে।
যা করেন বিশ্বনাথ দেব আদি দেব,
পূজিব তাঁহারে আজি আত্ম উপহারে।
হ'তে পারে নিরাকৃত তাঁর কৃপাবলে—
এ ঘোর সঙ্কট মম, নাহি অন্য গতি।
এ বিভূতি তাঁরি হেন অনুমান করি।

এত ভাবি অশ্বত্থামা বিল্ববৃক্ষতলে—
১৪০] বসি আরম্ভিলা স্তব হয়ে আত্মহারা,—
বিশ্ববীজ তুমি বিভো ভবভয়হারী!
গিরিশ বরদ ঈশ সিতি-কণ্ঠ অজ,
ব্রহ্মস্রষ্টা, ব্রহ্মচারী ব্রতধারী তুমি,
বিশ্বরূপ বিরূপাক্ষ রুদ্র বহুরূপী,
তুমি কি ছলিতে মোরে শিবিরের দ্বারে?
পার্ব্বতী-হৃদয়নাথ, অনন্ত অনাদি,
কৃত্তিবাস চন্দ্রমৌলী আশুতোষ স্থাণু!
কি বলে করিব স্তব মূঢ়মতি আমি?
বৃহস্পতি-বংশধর ক্ষত্রকার্য্যে রত
কর্ম্মদোষে, স্তব জপ কিছুই না জানি
হিংসাপরবশ সদা কু-সংসর্গবশে,
হে শঙ্কর! কৃপা চক্ষে চাহ এ কিঙ্করে।
পাণ্ডব পাঞ্চালগণ কি গুণে বাঁধিল?
কোন্ দোষে দোষী পিতঃ, দ্রৌণি ও চরণে!
অন্তর বেদনা নাথ জানিতেছ তুমি
সর্ব্বজ্ঞ, বিপদসিন্ধুনীরে নিমজ্জিত,
দেহ কূল হে কপর্দ্দি! পুত্র অভাজনে;
এ ঘোর সঙ্কটে যদি ত্রাণ পাই প্রভো!
দেহস্থিত পঞ্চভূত উপহার দানে
পূজিব ও পদ নাথ, কহিনু নিশ্চিত।

স্তবান্তে উন্মীলি নেত্র অশ্বত্থামা বলী,
দেখিলা সম্মুখে এক হিরণ্ময়ী বেদী
সুদৃশ্য, প্রভায় দিশি করি উদ্ভাসিত
হ'ল প্রাদুর্ভূত তথা, সম্বেষ্টিত তাহা
বিকট দর্শন যত প্রমথনিচয়ে;
ব্যোম ব্যোম হর হর উচ্চারিত মুখে।
কে হেন ত্রিলোকী তলে না হয় শঙ্কিত—
হেরি এই ভূতগণে? কিন্তু অশ্বত্থামা
নির্ভয়ে ভবানীনাথ অনাথ আশ্রয়ে,
সৌম্যমন্ত্রে স্বীয় দেহ উপহার দানে,
পুনঃ আরম্ভিলা স্তব হয়ে বদ্ধাঞ্জলি;—
"হে চন্দ্রশেখর! আমি মন্দমতি অতি;
নাহি তপোবল তাত কি দিয়া তুষিব—
আশুতোষ! জন্ম মম কুক্ষণে ভারতে;
কেশরীর গৃহে শিবা, দুঃখে প্রাণ ফাটে।
নিজগুণে কৃপা বিভো কর অভাজনে!
নাশিল পাণ্ডবগণ কৌরববাহিনী,
যেন কোন মন্ত্রবলে অষ্টাদশ দিনে,
একাদশ অক্ষৌহিণী বিশারদ রণে,
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি। মৃগরাজযূথে
নাশিল করভযূথ, কি আর কহিব।
এ তনু শাল্মলী তরু ইন্ধন স্বরূপে,

করিব নিক্ষেপ মম অগ্নিকুণ্ডে আজি—
১৪২] অসার, বিমুখ যদি হতভাগ্যে তুমি।
অন্তে স্থান দিও দীনে চরণ-সরোজে।
নাহি সাধ দেখাইতে মানব সমাজে
এ মুখ, সতত চিত্ত দগ্ধ শোকানলে।
পুন দগ্ধ প্রতিহিংসা ইরম্মদ তাপে।
বক্ষ বহি অশ্রুধারা— অজস্র বহিল,
গিরিদেহে নির্ঝরিণী প্রবাহিত যথা।
  ক্ষিপ্র করে অশ্বত্থামা অগ্নিকুণ্ড রচি,
নির্ভয়ে পশিলা তাহে প্রসন্ন বদনে।
দেখিলা সে অগ্নি গর্ত্তে দেব ত্রিলোচনে,
পথভ্রান্ত পরিশ্রান্ত পান্থ-ভাগ্যবশে
মিলিল নিবিড় বনে পুণ্যাশ্রম যেন—
তাপসের। বিজড়িত সুপিঙ্গল জটা
স্তরে স্তরে শিরোদেশে, কাদম্বিনী যেন
সুবিন্যস্ত, ক্রোড়ে করি প্রিয় সুধাকরে।
অর্দ্ধস্ফুট-নীলপদ্ম, করে ঢুলু ঢুলু
ত্রিনয়ন, মন্দাকিনী জটার বেষ্টনে,
সদা কল কল রবে বিহারনিরত।
দোলে অক্ষ-মালা গলে, জাহ্নবী জীবনে
কৃষ্ণ কপোতের শ্রেণী সন্তরে কৌতুকে।
শোভা করে পদযুগে ফুল্ল কোকনদ।

ত্রিশূল শোভিত সব্যে, দক্ষ করে অসি,
কটিতে শার্দ্দূল ছাল নিবদ্ধ ভুজগে।
মোহিত হইয়া দ্রৌণি এরূপ দর্শনে,
করযুগ যুড়ি পুনঃ কহিলা কাতরে—
প্রাণেশ, নাহিক আর বাসনা এ ভবে!
চরণে চরমে স্থান দিও অভাজনে।
নাহি সাধ সংহারিতে দ্রুপদ তনয়ে,
নহে সে আমার অরি, সর্ব্বঘটে তুমি,
কৃতার্থ হইনু আজি নিরখি নয়নে
ওরূপ, সার্থক আজি জনম হে মম।
শুনি অশ্বত্থামা মুখে এ সকল কথা-
হেরি ঊর্দ্ধ বাহুতার, জীবন রক্ষণে—
নিশ্চেষ্ট, কৃপার সিন্ধু কৃত্তিবাস হাসি
কহিলা—বীরেন্দ্র! মোরে বিহিত বিধানে
আরাধিলা কংসরিপু, নাহি মম কেহ
তাহার সমান প্রিয় এ তিন ভুবনে।
রক্ষিতে সম্মান তার, পরীক্ষিতে তব—
বল বীর্য্য, বিস্তারিয়া মায়াজাল হেথা,
ছিনু সুরক্ষিত করি এ শিবির আমি।
কিন্তু কালপ্রাপ্ত সবে দৈব প্রেরণাতে;
সাত্যকি, পাণ্ডব পঞ্চ সহ যদুপতি
গিয়াছেন গঙ্গাতীরে জানি যোগবলে—

কালপ্রাপ্ত যোধবৃন্দ এ শিবিরবাসী
১৪৪] কর শোক সম্বরণ চিন্তা পরিহর।
এত কহি শূলপাণি সমর্পিয়া অসি
বিদ্যুৎপ্রভ, অন্তর্হিত হইলা তখনি।
হইলা অসীম বলে বীর কুলোত্তম
বলীয়ান্ অশ্বত্থামা, চলিলা সত্বরে,
চলিল প্রমথগণ সমদৃশ্য ভাবে
সংহারের তরে যত পাণ্ডবীয় চমূ,
নিদ্রার শীতলক্রোড়ে শয়ান নিশীথে।
ক্ষুদ্র স্রোত ধারে যেন মিলিল তটিনী
খরতর বেগবতী, ক্ষীণালোকে কিবা
আলিঙ্গন দিল আসি দাবানল রাশি।
রহিলেন দ্বারদেশে কৃতবর্ম্মা কৃপ,
নির্গমন রত যোধে নিধনের লাগি।
নিদ্রাগত ধৃষ্টদ্যুম্ন সুরম্য-শিবিরে।
প্রথমে পশিলা তথা বীর বিভাবসু
অশ্বত্থামা, গম্য দ্বার পরিহার করি;
মৃদু পদসঞ্চালনে ভিন্ন পথ দিয়া।
পশিল নকুল যেন ফণীন্দ্র-বিবরে।
কিম্বা মত্তগজরাজে সিংহ আক্রমিল।
করিলেন প্রবোধিত চরণ প্রহারে—
বজ্রসম, ধৃষ্টদ্যুম্নে, শমন সমরে।

অবিলম্বে ধরি তার কেশগুচ্ছ বলে,
করিলা মথিত বক্ষঃ দৃঢ় মুষ্ট্যাঘাতে। [১৫৫
কহিলা দ্রুপদ-পুত্র আর্ত্ত কণ্ঠস্বরে,—
দ্রোণের অকৃতি-পুত্র তুই অশ্বত্থামা,
চিনিয়াছি তোরে; এবে শুন রে অধম!
দে আমায় রণবেশে হইতে সজ্জিত
ক্ষণেক সময়, তবে বুঝি বীরপণা।
কিন্তু দ্রৌণি কর্ণপাত না করিলা তাহে।
ক্রোধে অন্ধ ধৃষ্টদ্যুম্ন! মুষ্টির প্রহারে—
নখাঘাতে সমাকুল করিল দ্রৌণিরে।
কহিল আবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস তেয়াগি,—
রে অশ্বত্থামন্, চৌর পিশাচ নারকি!
বীরের কি কার্য্য এই! ঘোর নিশাকালে
নিরস্ত্র বীরের প্রাণ সংহরণ করা?
রে অধম! জন্ম তোর ব্রাহ্মণের কুলে—
সত্য কি তা? ভ্রান্ত আমি! বৃথা কহি তোরে,
নীচাশয় পিতা তোর অধম ব্রাহ্মণ
দ্রোণাচার্য্য, জন্ম লভি তাহার ঔরসে—
পাইবি শ্রেষ্ঠত্ব কোথা? ক্ষত্রবৃত্তিধারী,
তাহে পুনঃ পিতাপুত্রে নীচ সহবাসে
শিখিলি নীচতা ঘোর, তাইরে দুর্ম্মতি!
 হেলে পদাঘাত করি ন্যায়ের মস্তকে,

হেলে শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘি পশিলি শিবিরে।

মানব জীবন যেন চপলার খেলা!
এই আছে—এই নাই; দূর্ব্বাদল শিরে
বিহরে নীহারবিন্দু কিবা, তার তরে
নাহি অণুমাত্র খেদ, এই দুঃখ মনে—
না মিটিল তোর সহ সমরের তৃষা।
না বুঝিনু, কত বল তোর ভুজযুগে।
পুনঃ পুন নিষ্পেষণে হ'য়ে প্রপীড়িত,
রহিলা নিস্পন্দ ভাবে হারায়ে চেতনা।
আবার লভিয়া সংজ্ঞা, কহিলা বিনয়ে—
হে অশ্বত্থামন্! মম জীবনান্তকালে—
একটী প্রার্থনা পদে, পূর্ণ কর তাহা।
তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে মোরে কর নিপাতিত,
যাই চলি স্বর্গধামে তোমার প্রসাদে।
হাসিয়া কহিলা দ্রৌণি,—তিরস্কার কত
এখনি করিলি তুই, পুনঃ কাতরতা—
কেন ওরে দুরাত্মন্! কোন লোকে—গতি
না হইবে তোর, বিনা অস্ত্রাঘাতে তোরে
সংহার করিব আজি, পশিবি রৌরবে।
পাইবি অনন্তকাল যন্ত্রণা সেস্থলে।
ঘৃণা হয় তোর পাপ অঙ্গ পরশিতে,
ঘৃণা হয় বাক্যালাপে, নিদ্রিত শার্দ্দূলে,—

গো-ব্রাহ্মণঘাতী মূঢ়ে কে করে করুণা ?
মিলয় সুযোগ যদি ভাগ্যবশে কভু।
এত বলি অশ্বত্থামা সিংহ, গজরাজ
ধৃষ্টদ্যুম্নে নিষ্পেষিলা,—দৈববলে বলী।
হ'ল বক্ষ অস্থি চূর্ণ, মস্তক ভাঙ্গিল,
হইল শিখরচূড়া ভগ্ন বজ্রাঘাতে।
চলি গেলা ধৃষ্টদ্যুম্ন ভবধাম ত্যজি
ঘোর যাতনা জড়িত, ভুলি ভালবাসা—
সুবর্ণ-পিঞ্জর ছাড়ি পাখী চলি গেল।
ডুবিল দ্রুপদ-পুরী শোকসিন্ধুজলে।
সংহারি দ্রুপদ-পুত্রে—আরোহিলা রথে
দ্রোণ-পুত্র, সিংহনাদ ছাড়িলা সঘনে।
হ'ল দশদিক্ পূর্ণ ঘোর হাহাকারে!!
সাগর কল্লোল যথা ঝঞ্ঝার পীড়নে।
শিবিরস্থ বীরবৃন্দ ধৃষ্টদ্যুম্ন বধে—
হইয়ে ক্রোধান্ধ অতি, ঘিরিল চৌদিকে।
এড়িল সুতীক্ষ্ণশর, কিন্তু অশ্বত্থামা
সত্বরে পাতিত সবে করিলা স্ববলে।
বিনাশিলা উত্তমৌজা, যুধামন্যু বীরে—
নিক্ষেপিয়া ধরণীর পৃষ্ঠে পশু সম।
পাঞ্চালী-অঞ্চল-রত্ন প্রতিবিন্দ আদি
পঞ্চভ্রাতা, ভীষ্মহন্তা শিখণ্ডী দুর্জ্জয়

আর শত শত যোধ, পতঙ্গ সদৃশ

অশ্বত্থামা বৈশ্বানরে—দীপ্ত রৌদ্র তেজে
হারা'ল জীবননিধি, সিন্ধু উত্তরিয়া,
তীরদেশে মগ্নতরী ; দৈব দুর্ব্বিপাকে !
একখণ্ড ক্ষুদ্র মেঘ, যেন মায়াবলে
ঘিরিল অম্বর-বক্ষ, ডুবিল তারকা।
পিতৃ-ঋণ শোধি দ্রৌণি, রক্তাক্ত শরীরে
শোণিত মণ্ডিত বস্ত্রে—শোণিতাক্ত কেশে,
প্রলিপ্ত রুধির অসি বাণ বাণাধারে,
অন্তক-অন্তক বেশে নিশা অবসানে
কৃপ কৃতবর্ম্মাসহ চলিলা সত্বরে,
পুলকে পূরিত দেহ রথ আরোহণে,
পতিত ভূপতি ভূমে যথা অসহায়ে।
রক্ত উগারিছে বক্ত্র, গরাসিছে ধূলি,
ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণশ্বাস বহে নাসাপুটে।
বিষাদে নিঃশ্বাস ছাড়ি—বসি পার্শ্বদেশে
শোণিত মোচনে রত, ভাসি নেত্রাসারে
হইলেন দ্রোণ-পুত্র। দুঃখ-দগ্ধচিতে
ক্লেশে উন্মীলি নেত্র, দেখিলা নৃপতি—
অশ্বত্থামা কৃপাচার্য্য আর ভোজরাজে।
কহিলেন দ্রোণাত্মজ চাহি নরপালে,—
করিনু প্রতিজ্ঞা-রক্ষা ভদ্রের প্রসাদে।

পিতৃ-ঋণ বন্ধু-ঋণ শোধিনু নিশাতে—
যথাসাধ্য। এত বলি, বিজয়-বারতা
নিশার, বর্ণিলা ক্রমে ভূপতি গোচরে।
দ্রৌপদীর পঞ্চ-পুত্র-নিধনের কথা
শুনি কুরু নরনাথ, বিষাদে হাসিলা;—
তৈলশূন্য দীপ যথা নির্ব্বাণের আগে,
অস্তপ্রায় তপনের ক্ষীণ কররাশি
হাসে জলদের পাশে সন্ধ্যাগমে যথা।
কহিলা অস্ফুট রবে,—হায়! এত দিনে
ফুরাইল এ কুলের জলপিণ্ড আশা।
বহিল নিঃশ্বাস ঘনে, দেহ-নীড় ছাড়ি
পলাইল প্রাণপাখী, না দেখিল কেহ।
প্রভাত হইল নিশা; পূর্ব্বাসার দ্বারে
উদিল নবীন রবি। সে রবির সহ—
নৃপতি-জীবন-রবি যেনরে মিশিল।
ভারতের ভাগ্য-ভানু গেল অস্তাচলে
এ জন্মের মত, অহো! আর না উদিল!!
জ্বলিল কৃষ্ণার বক্ষে শ্মশান-কৃশানু,
জ্বলিল অনল পঞ্চ-পাণ্ডবের বুকে,
জ্বলিল সে অগ্নিতাপে দ্রুপদ-নগরী,
শ্মশানেতে পরিণত হইল হস্তিনা!
আর শত শত রাজ্য ভারত ভরসা!!

প্রাচীর উৎসঙ্গে বসি—রক্ত বস্ত্র পরি'
১৫০] ভানুমতী ঊষা সতী দিবাপ্রসবিনী
হাসিলা মধুর হাসি; কিন্তু, পরক্ষণে
দারুণ বিষাদভরে সে বসনখানি
গুটাইয়া ক্রমে ক্রমে, নিঃশ্বাস ত্যজিলা;
প্রভাতী বাতাস ছলে,—শোক-অশ্রুকণা—
হেমন্ত নাহারে, চাহি ভানুমতী পানে।
অবসাদে অশ্বত্থামা, তিতি অশ্রুজলে
কহিলা মাতুলে, চাহি আর ভোজাধীশে,—
যা হবার হ'ল তাহা—মোদের কপালে,
এথা কালক্ষয় করা না হয় সঙ্গত।
একবার যাই সবে হস্তিনানগরে—
জানাই রাজ্ঞীরে গত নিশার বারতা,
বৃদ্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র দেবী গান্ধারীরে।
কহিলেন কৃতবর্ম্মা,—যবে জিজ্ঞাসিবে,
কোথায় কিরূপে আছে কুরুনরপতি?
কেমনে কহিবে, তাঁর নিধনের কথা
প্রথমে; কেমনে বল, হানিবে তা সবে—
বিষলিপ্ত শোক-শর নির্দ্দয় অন্তরে।
মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ কেমনে সহিবে।
কহিলেন অশ্বত্থামা চক্ষুজল মুছি,—
নৃপতি-পতনবার্ত্তা হয়েছে প্রেরিত

দূতমুখে হস্তিনায়, শুনিয়াছে সবে।
এত কহি বীরবর রথ আরোহণে
কৃপ কৃতবর্ম্মা সহ, চলিলা হস্তিনা।
প্রথমে পশিলা সবে—যথা ভানুমতী
ধূলিধূসরিত দেহ, পতিপুত্রশোকে।
কহিলা নিশার বার্ত্তা—বিবরি তাহারে
দ্রোণাত্মজ। শুনি তাহা—কুরুরাজরাণী
তেয়াগি নিঃশ্বাস, দীর্ঘ সশোক বচনে
কহিলেন,—হা অদৃষ্ট! কার অভিশাপে—
ফুরাইল এ কুলের জল-পিণ্ড আশা।
হেন নিদারুণ বার্ত্তা শুনিয়া গান্ধারী,
বৃদ্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র কহিলা কাঁদিয়া,—
ফুরাইল কুরুকুল-জলপিণ্ড আশা।
  সংহারিয়া শত্রুবৃন্দে—নারিলা লভিতে
মুহূর্ত্তের তরে শান্তি, অশ্বত্থামা বলী।
চলি গেলা বীরত্রয়, যথা ব্যাস ঋষি।
পাঞ্চালীর দক্ষনেত্র হইল স্পন্দিত,
অশুভ দর্শন যত দাঁড়াল সম্মুখে।
হৃদয় কহিল কাঁদি—অঞ্চলের নিধি
তোর পঞ্চ রে পাঞ্চালি, হয়েছিস্ হারা!
এ জন্মের মত হায়, নারিছ জানিতে!!
  যুধিষ্ঠির আদি পঞ্চভ্রাতা নিরখিলা,

পশ্চাতে সম্মুখে পার্শ্বে স্থূর্নিমিত্ত যত।

১৫২] "ছাড়িয়া তনয় পঞ্চে—সমর-শিবিরে
কেন রে আইলি তোরা, সর্ব্বনাশ সাধি
আপনার; কি সাহসে কোন্ ফললাভে?"—
গোপনে কহিল চিত্ত, ফুরা'ল রে বুঝি
কুরুকুল-জলপিণ্ড আশা এতদিনে।
অমৃত-লহরী কালি বিহরিত যথা,
উচ্ছ্বসিত তথা আজি গরল প্রবাহ।
ছিল কালি যে সরসে পদ্ম প্রস্ফুটিত,
হায়! তথা আজি মৃগতৃষিকার খেলা।
বসি আছে পঞ্চভ্রাতা বিষণ্ণ অন্তরে!
একপার্শ্বে বাসুদেব অপরে সাত্যকি,
হেনকালে দূত আসি করিল ঘোষণা,—
নিশার ঘটনাবলী সজল-নয়নে।
শুনিয়া মূর্চ্ছিত হয়ে পড়িলা ভূপতি,
পড়িলা সে ভ্রাতৃচয়, পড়য় যেমতি
উচ্চশির মহীরুহ ভীম ঝঞ্ঝাবাতে;
কাণ্ড-শাখাসহ ভূমে মড় মড় মড়ে।
বিলুণ্ঠিত পাংশুজালে দ্রুপদনন্দিনী,
অহো পঞ্চপুত্র শোকে, মূর্চ্ছিত কভু বা!!
যে বীর রমণী-ভদ্রা অভিমন্যুশোকে
না ফেলিলা অশ্রুজল; কিন্তু হায়! আজি

ভূমে পড়ি চক্ষুজলে বক্ষ ভাসাইলা,
পুত্রশোক দুর্নিবার উথলিল প্রাণে।
ধরাধরি করি হরি উঠাইলা সবে,
প্রবোধিলা সজলাক্ষে সুমধুর ভাষে,
অন্তরের গূঢ়ভাব লুকায়ে অন্তরে।

একাদশ সর্গ

ধূলিধূসরিত দেহ শিবির-অঙ্গনে
শোকাকুলা তারাবতী, পত্নী প্রিয়তমা—
ধৃষ্টদ্যুম্ন, ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত ধরণী!
সখীর শুশ্রূষা বলে সচেতনা পুনঃ।
ব্যাধ-শরবিদ্ধ যথা কানন-কপোতী
বেদনায় ছট্‌ফট্‌ করে ভূমে পড়ি,
কাতর নয়নে চাহে হতাশ পরাণে,
তারাবতী সতী আজি তেমতি ভূতলে।
কহিল মলিন মুখে উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়ে
তারা,—সখি! ওই দেখ চাহিয়া সম্মুখে,

প্রভু মোর ধরাতলে নিদ্রা অভিভূত।
বহুমূল্য শয্যা ত্যজি রজোরাশিপরে
কি জন্যে, জাগায়ে যত্নে বল গিয়া তাঁরে।
ওই যে মার্ত্তণ্ডদেব উদিত স্বজনি!
শত শত করে ঠেলি হিমানীর রাশি
দীপ্ত করি দিক্‌চয়, করিয়া জাগ্রত
জগত, পূর্ব্বাম্বরে ধক্ ধক্ ধকে।
সহিছেন হেন তাপ কেমনে না জানি।
কহিলেন কালি নাথ হর্ষোৎফুল্লমুখে,
যাব কালি সবে মিলি দ্রুপদ-নগরে;
এ কেমন নিদ্রা আজি ধরণী শয়ানে?
ভুলিয়া সকল কথা না পারি বুঝিতে।
বসি তাঁর পাশে ভাসি সোহাগ-সাগরে,
ভুলি কু-স্বপ্নের কথা তাঁর মুখ চাহি,
ক'রেছিনু কত সাধ কহিব কেমনে;—
গিয়ে প্রিয়-নিকেতন দ্রুপদ-নগরে—
কহিব প্রফুল্ল মুখে পুরবাসী সবে,
প্রিয়ভাষে বিবরিয়া সমর-বারতা।
তুষিব কুরঙ্গে, রঙ্গে অঙ্গে হাত দিয়া।
লম্ফিবে উল্লাসে তারা, কভু যাবে ছুটি;
মুহূর্ত্ত অন্তরে পুনঃ আসিবে নিকটে,
চারুনেত্রে চাহি রবে মম মুখপানে।

শিব শিব রাম রাম কালী কৃষ্ণ তারা
পড়িবে শিখান বুলি, আনন্দে নাচিবে,— [১৫৫
পিঞ্জরে বিহঙ্গবৃন্দ, মম স্বর শুনি।
আদর করিব কত গাভীবৎস দলে।
ফলফুল বৃক্ষমূলে সিঞ্চিব যতনে
সলিল, চাহিয়া রবে দাসীবৃন্দ হাসি
মম পানে; নবাঙ্কুর হেরি সে সকলে
অপার আনন্দে চিত্ত যাইবে ভরিয়া।
ডুবিল কি সব সাধ আমার অতলে?
স্বজনি! ত্বরায় তুই যা নাথের পাশে;
কালিকার কথা যত দেলো জাগাইয়া।
এত কহি শূন্য মনে চারুনেত্রা তারা,
হাসিল উন্মাদ হাসি; হাসয়ে যেমতি,
বজ্র-বক্ষ মেঘদাম ক্ষণপ্রভারূপে—
ভীতিপ্রদ, অনিমিষ নেত্রে পুনঃ চাহি
সখী পানে, তারাবতী কহিল বিস্ময়ে—
রে স্বজনি! এ যে দেখি, ও আঁখি যুগলে
অবিশ্রান্ত বারিধারা, আনন্দের দিনে
তোমায় বিষাদ চিহ্ন, গরল অমৃতে!!
চাঁদমুখখানি তব কালিমা মণ্ডিত,
বিশুষ্ক অধর ওষ্ঠ, ধূলায় জড়িত
দেহলতা। কহি হেন, হইল মূর্চ্ছিত;

আবার উঠিল কাঁদি। প্রিয় সহচরী
সিঞ্চিল মস্তকে মুখে সলিল যতনে।
উঠিয়া বসিয়া তারা মূর্চ্ছা অপগতে,
আবার কহিল ভাসি নয়নের জলে,—
রে সখি! পরাণে কি লো সহে এ যাতনা?
কাঁদিছে রমণীগণ, প্রাণপতি বিনা—
পড়ি ধরা উচ্চৈঃস্বরে, এলোথেলো কেশে।
সুবর্ণ-শিখর-চূড়া পতিত ধরণী—
সম্মুখে আমার ওই, আর কি লালসে,
চাহিয়ে কাহার মুখ রহিব ভূতলে?
প্রেম-পারাবার মম শুকা'ল অকালে,
কেমনে বাঁচিবে আর জীবনশফরী?
রক্ষিতে সঙ্কটে নাথে, কত যে কাঁদিনু
বিধির নিকটে হায়! প্রক্ষালিনু পদ—
চক্ষুজলে, এই কি লো ফল তার শেষে?
করয়ে করুণা যথা জালবদ্ধ মীনে
ধীবর, তেমতি দয়া বিধির মানবে;
তথাপি অবোধ প্রাণ কাঁদে তারি কাছে।
অন্তকালে বাল্যস্মৃতি জাগিছে হৃদয়ে,
আকুল করিছে প্রাণ, দেখাব কেমনে?
ধর—লহ সখি, এই অলঙ্কারগুলি,
দিও জননী জনকে, দীনতা-অনলে

সদা দগ্ধ! শুনি এই জীবনান্ত কথা—
আমার, কেমনে ধৈর্য্য ধরিবেন প্রাণে?
একমাত্র শিশুভ্রাতা, কেমনে বুঝাবে—
কেমনে সান্ত্বনা দিবে সে দগ্ধ হৃদয়ে?
নয়নের জলে যবে বহিবে লো নদী
তাঁদের, জীবনধন ভরত আমার
সে আরো কাঁদিবে সখি, পড়িয়া ভূতলে!
শোকাশ্রু নিরখি পিতামাতার নয়নে,
নিরখি মলিন মুখ, শোক উচ্ছ্বসিত—
শুনি বাক্যাবলী, হায়! পারে কি ধরিতে—
ধৈরয সন্তান কভু? ব্যাকুল হৃদয়ে,
না জানি কারণ কাঁদি উঠে উচ্চরবে।
তাই ভাবি, প্রবোধিবে কে দুঃখিনী মায়ে,
দুঃখী জনকেরে মোর। সাধ হ'ত মনে,
কতদিন যাই সেই জনকের গৃহে,
দেখি সকলের মুখ স্নেহবিমণ্ডিত।
সে বাসনা প্রকাশিলে নাথের সকাশে,
কহিতেন—যাও, যেন আসিও সত্বরে;
কিন্তু একদিন তাহা ঘটেনি কপালে।
হয় না কি সাধ কি লো! নদীর অন্তরে—
বিহরিতে পিতৃধামে নয়ন-রঞ্জন?
করিতে বিধৌত পদ পত পত নাদে?

জোয়ারের ছলে তারে ঠেলে পুনঃ পুনঃ
১৫৮] সাগর, জনকালয়ে; কিন্তু শৈবলিনী
উলটি আবার গিয়ে মিশে সিন্ধুবুকে।
যা হবার হ'ল ভাগ্যে এ জন্মের মত,
সুধায় গরল রাশি ফলিল আমার।
কিন্তু নিরুপায় সই; জননী জনকে
কহিও, গিয়াছে স্বর্গে স্বামিসহ তারা;—
যাতনা-জড়িত এই ধরা পরিহরি।
এ চির বিদায় মম, জানাইও তুমি
পাঞ্চাল-নগরে—যত পুরবাসী জনে,
দিদি সুকুন্তলা পদে সহোদরা সম।
সই! ওই দেখ চেয়ে, জীবনবল্লভে
ল'য়ে যায় সবে মিলি, শ্মশান-অনলে—
করিতে নিঃশেষ অহো! কিন্তু নাহি জানে—
হোমাগ্নি-সম্ভব নাথ, মহাহোমে আজি,
জনক কৃশানু ক্রোড়ে বিরাম লভিতে—
করিছেন শুভযাত্রা; সাথে যাব আমি,
তৃষ্ণায় যোগাব জল, অন্ন ক্ষুধাকালে;
ব্যাধিতে ঔষধ, সেই অজানা প্রদেশে।
আমি বিনা, কে তাঁহার নিকটে দাঁড়াবে?
আর না ফিরিব এই দগ্ধধরা ধামে।
বিচ্ছেদে বিচ্ছেদ করি চিতার অনলে,

বসিয়া নাথের পাশে যাব শান্তিপুরে।
পূজিলাম পতিপদ ভবের আশ্রয়
এতদিন, তিনি ভিন্ন পারি কি রহিতে?
হবেন সহায় অগ্নি শ্বশুর আমার।
এ চিত-চাঞ্চল্য যেন না ঘটে স্বজনি!
অনল অমৃত স্পর্শে, কর আশীর্ব্বাদ।
এত কহি তারাবতী ছুটিল ত্বরিতে,
যথা পতি মৃতদেহ, শ্মশান অনলে
দহিছে। প্রফুল্ল মুখ, ললাট ফলকে
সিন্দুর; প্রকৃতি ভালে দিনান্তে যেমতি
শোভে—জীর্ণারুণ ফোটা; চারু কটিতটে
বিশুদ্ধ কৌশেয় বাস; প্রদক্ষিণ করি
সে অনলে পুনঃ পুনঃ, প্রবেশিলা তাহে—
স্মিতমুখে, এ ভবের খেলা পরিহরি,
দহিল পিঞ্জর স্বর্ণ পলাইল পাখী।
আর কত পতিপ্রাণা বীরকুল-বধূ,
এমতি পতির সাথে গেল ফুল্লমুখে,
ডুবিল ভারত-ভূমি গভীর আঁধারে।

সমাপ্ত।